চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 160 Saturday, 11 May, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ১৬০ সংখ্যা ❋ ২৮ বৈশাখ, ১৪৩১, শনিবার, ১১ মে, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

রাঁচিতে জমি দখলের জন্য কলকাতায় বসে জালল নথি তৈরি হত। রাঁচির জমি দুর্নীতির মামলায় এই ঘটনা প্রকাশে এসেছে বলে দাবি করেছে ইডি। ...*বিস্তারিত পাতা ৩*

নির্বাচনী বিধি চালু হওয়ার পর পূর্ব বর্ধমান জেলা জুড়ে ব্যাপক অভিযান চালিয়ে রেকর্ড পরিমান বে আইনি মদ বাজেয়াপ্ত করেছে পূর্ব বর্ধমান আবগারি বিভাগ। ...*বিস্তারিত পাতা ৫*

অক্ষয় তৃতীয়া থেকে শুরু হয় অসংখ্য দেশি বিদেশী ভক্ত সমাগমে এবং বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মায়াপুর ইসকন মন্দিরে চন্দন যাত্রা উৎসব। ...*বিস্তারিত পাতা ৭*

রাহুলের পাশে দাঁড়ালেন জাতীয় দলের সতীর্থ শামি। মাত্র একদিন আগেই হারার পর দলের মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কার রোষের মুখে পড়েছিলেন রাহুল। ...*বিস্তারিত পাতা ৮*

‘ক্ষমতা থাকলে করিডরের ফুটেজ প্রকাশ্যে আনুন’

রাজ্যপালকে চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ মেঃ গপ্পের গরুকে যেভাবে গাছে তোলা হয়, সিবিআই-ইডিও সেই ভাবেই একপেশে তদন্ত করে বলে আগেও অভিযোগ করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রীয় এজেন্সির একপেশে তদন্ত বোঝাতে এবার গোয়েন্দা গপ্পের চরিত্র জটায়ুর প্রসঙ্গ টেনে আনলেন অভিষেক। অক্ষয় তৃতীয়ার পূণ্য লগ্নে শুক্রবার কালীঘাট থেকে পদযাত্রা করে আলিপুর জেলা শাসকের অফিসে মনোনয়ন জমা দিতে যান ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই অভিষেক বলেন, ''সন্দেশখালি কাণ্ডে সিবিআই বা ইডির তদন্ত যে সঠিক পথে পরিচালিত হয়নি তা তো স্পষ্ট। এটা আমরা প্রথম থেকেই বলে আসছিলাম, সবটাই সাজানো নাটক। এই যে রোবট নামিয়ে অস্ত্র উদ্ধারের নাটক, সেটাও তো পরিকল্পিত।'' এরপরই গোয়েন্দা চরিত্র ফেলুদা এবং জটায়ুর উদাহরণ টেনে অভিষেক বলেন, ''ফেলুদা নয়, সিবিআই-ইডির তদন্ত জটায়ুর মতো! জটায়ু যখন তদন্ত করতো তখন একটা লোককে চিহ্নিত করে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য তদন্ত করতো! আর ফেলুদা তদন্ত করে দেখতো ঘটনাটা কীভাবে হয়েছে, আসল দোষী কে।'' অভিষেক বলেন, ''যে ভিডিওটা জনমসমক্ষে এসেছে সেটা ৪ দিন হয়ে গেল, বিজেপি তো কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। জাতীয় মহিলা কমিশন, এসটি কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে। যে ভাবে বাংলাকে ২ হাজার টাকার বিনিময়ে দেশের কাছে ছোট করা হল তা লজ্জানজনক। বিজেপির দু'জন মণ্ডল সভাপতিও ক্যামেরার সামনে স্বীকার করেছেন, ভোটের জন্য সবটা সাজানো হয়েছিল। অভিযোগকারিনীরা নিজেরাই বলছেন, তাঁদের ভুল বুঝিয়ে সাদা কাগজে সই করানো হয়েছিল। কই, সিবিআই, ইডি তো এ ব্যাপারে সক্রিয় হয়নি।'' জটায়ুর উদাহরণ টেনে অভিষেক বোঝাতে চেয়েছেন, বিজেপির তৈরি করা স্ক্রিপ্ট হুবহু মেনে চলছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের হুঁশিয়ারি, ''এই জল অনেকদূর গড়াবে। ভাইরাল ভিডিও নিয়ে দলগতভাবে আমি শীর্ষ আদালতে যাব। মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও অনুরোধ করেছি, তিনি যেন ভাইরাল ভিডিওর পুঙ্খানুপুঙ্খ পিডিএফ কপি রাজ্যকে সুপ্রিমকোর্টে জমা দিতে বলেন। বাংলার মা-বোনেদের সম্মান নিয়ে এভাবে ছিনিমিনি খেলতে আমরা দেব না।'' এদিন রাজভবনের সিসি টিভি বিতর্কের মাঝেই বিস্ফোরক দাবি করেছেন অভিষেক। রাজ্যপালকে চ্যালেঞ্জের সুরে অভিষেক বলেন, ''ক্ষমতা থাকলে করিডরের ফুটেজ প্রকাশ্যে আনুন।'' এদিন মনোনয়ন জমা দেন ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি। সেখানে উঠে আসে রাজভবন সিসিটিভি ফুটেজ প্রসঙ্গ। তখনই অভিষেক বলেন, ''ওঁর এত ভয় কেন? এই যে সিসিটিভি ফুটেজ ওঁ দেখিয়েছেন নাটকের মতন, যে অভিযোগ করেছেন, তাঁকে আরও অসম্মানীত করেছেন। যাঁর শ্লীলতাহানি হয়েছে, তিনি কাঁদতে কাঁদতে গেট থেকে বেরিয়ে পুলিশের আউটপোস্টে যাচ্ছেন অভিযোগ করতে। সেই ফুটেজ আপনি দেখাচ্ছেন? আপনি করিডরের ভিডিয়ো দেখান না। আপনার যদি ক্ষমতা থাকে, আপনি করিডরের ভিডিয়ো দেখান। প্রকাশ্যে আনুন যদি ক্ষমতা থাকে।'' তিনি আরও বলেন, ''ওঁ বলেছেন, তৃণমূলের কাউকে রাজভবনে ঢুকতে দেবেন না। আমি বলে রাখি, বাংলার কোনও মানুষ রাজভবনে ঢুকবে না, যতদিন আপনি ওই পদে রয়েছেন। রাজ্যপাল পদের কলঙ্ক।''

জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সনের বিরুদ্ধে বোমা ফাটালেন শশী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ মেঃ সন্দেশখালি ঘিরে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে। সৌজন্যে একের পর এক ভাইরাল ভিডিয়ো। এক নম্বর ভিডিয়ো, দুই নম্বর ভিডিয়োর পর এবার ভাইরাল হয়েছে তিন নম্বর ভিডিয়ো। যদিও সেই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি দুরন্ত বার্তা। এসবের মধ্যেই এবার সাত সকালে সাংবাদিক বৈঠকে বসলেন তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান মুখ শশী পাঁজা। ঘোষণা করলেন, এবার সরাসরি জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মার বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানাবে তৃণমূল। ঘাসফুল শিবিরের মহিলা ব্রিগেডের নেত্রী শশী পাঁজা বললেন, 'বাংলার শুভ হোক। সন্দেশখালির শুভ হোক। সন্দেশখালির মহিলাদেরও শুভ হোক।' লোকসভা ভোটের মুখে সন্দেশখালির একের পর এক ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই আসরে নেমে পড়েছে তৃণমূল শিবির। যে সন্দেশখালির আন্দোলন বেশ কিছুটা ব্যাকফুটে ফেলে দিয়েছিল তৃণমূলকে, সেই সন্দেশখালির ভাইরাল ভিডিয়োকে কেন্দ্র করে ভোট-বঙ্গে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার পুরোদমে চেষ্টা চালাচ্ছে শাসক শিবির। শশী পাঁজা এদিন

সাংবাদিক বৈঠক ডেকে বলেন, ''প্রথমে যে স্টিং অপারেশন হয়েছে, তাতে প্রকাশ্যে এল বিজেপির অসত্য চিত্রনাট্য। নারী নির্যাতন হয়নি। তারপর মহিলারা এগিয়ে এসে বলছেন, তাঁরা বলছেন বুঝতে পারেননি কোন কাগজে সই করেছেন। মহিলারা এগিয়ে এসে এই অসত্যের বিরুদ্ধে লড়ছেন।'' উল্লেখ্য, সন্দেশখালির আন্দোলনের সময় দিল্লি থেকে একাধিক কমিশন বাংলায় এসেছিল। সন্দেশখালিতে গিয়েছিল। সেই নিয়েও আপত্তি শশী পাঁজার। রাজ্যের নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রীর কথায়, ''রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব নিয়ে বিভিন্ন কমিশনগুলিকে দেখলাম আসতে। চারদিকে একটা ইকোসিস্টেম তৈরি করেছিল বিজেপি। তাদের বিভিন্ন টিমগুলিকে নামিয়ে, সন্দেশখালির ঘটনাকে দেখানোর জন্য। এই নক্কারজনক অপচেষ্টা। জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মার বিরুদ্ধেও নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানাবে তৃণমূল কংগ্রেস।'' শশী পাঁজার দাবি, রেখা শর্মার টিম এখানে আসায় বিষয়টিতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতবাবে আরও উৎসাহিত করা হয়েছে। তিনি বলেন, ''কমিশনের এই পক্ষপাতিত্ব খুবই দুর্ভাগ্যজনক।''

রাণাঘাটের সভায় শাহের হুঙ্কার

‘সন্দেশখালির দোষীদের বিজেপি উল্টো করে ঝুলিয়ে সোজা করবে’

দুরন্ত বার্তা, রাণাঘাট, ১০ মেঃ লোকসভা ভোটে বাংলায় প্রচারে এসে সন্দেশখালি কাণ্ডে শাস্তির নিদান দিলেন অমিত শাহ। সন্দেশখালিতে মহিলাদের উপর নির্যাতনের ঘটনায় দোষীর কীভাবে শাস্তি দেওয়া উচিত তা কড়া ভাষায় ব্যাখ্যা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বললেন, ''সন্দেশখালির দোষীদের উল্টো করে ঝুলিয়ে সোজা করবে বিজেপি''। চতুর্থ দফার ভোটের আগে শুক্রবার বাংলায় প্রচারে এসেছেন অমিত শাহ। এদিন বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকারের সমর্থনে রানাঘাটের মাজদিয়া রেল বাজার হাই স্কুলের মাঠে সভার আয়োজন করে বিজেপি। সেখানেই শাহের বক্তব্যে উঠে আসে সন্দেশখালির প্রসঙ্গ। রাণাঘাটের সভা থেকে এদিন সন্দেশখালির ঘটনায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেন অমিত শাহ। গোটা ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকাকে সমালোচনা করে দেশের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ''মমতা এক জন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর উপস্থিতিতে ধর্মের ভিত্তিতে মহিলাদের শোষণ করা হয়েছে। এই কাজ করেছেন ওনার নেতারা। ওনার লজ্জা করা উচিত। একইসঙ্গে সন্দেশখালির দোষীদের শাস্তির দেওয়ার বিষয়ে আশ্বাস দেন শাহ। তাঁর কথায়, সিবিআই তদন্ত করছে। বাংলার মা, বোনদের চিন্তার দরকার নেই। সন্দেশখালির দোষীদের উল্টো করে ঝুলিয়ে সোজা করবে বিজেপি।'' চব্বিশের লোক ভোটের শুরু থেকেই শিরোনামে সন্দেশখালি ইস্যু। বঙ্গ বিজেপি তো বটেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে অমিত শাহ এবং আরও অনেক কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে তৃণমূলকে আক্রমণ করতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু এরই মধ্যে সম্প্রতি সন্দেশখালির বেশ কয়েকটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যেখানে সন্দেশখালির ঘটনা সাজানো, ধর্ষণের ঘটনা মিথ্যে, এমনও তথ্য সামনে এসেছে। দুরন্ত বার্তা সেই ভিডিওগুলির সত্যতা যাচাই করেনি। এদিকে বিজেপির বিরুদ্ধে আসরে নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস। পাল্টা ভুয়ো ভিডিও বলে তোপ দেগেছে বিজেপিও। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে শাহের বক্তব্যে এদিন সন্দেশখালির ওই ভাইরাল ভিডিও নিয়ে কিছুই শোনা যায়নি। বদলে এর আগের নির্বাচনী সভাগুলির মতোই সন্দেশখালি নিয়ে

তৃণমূলকে নিশানা করেছেন তিনি। অন্যদিকে, এদিন শাহের মুখে ফের উঠে আসে কাশ্মীর প্রসঙ্গ। তিনি বলেন, ''কাশ্মীর আমাদের কি না বলুন? কংগ্রেস নেতা খড়্গে বলেন, কাশ্মীর আর বাংলার যুবকদের কি লেনদেন? আপনি জানেন না, আমার রানাঘাটের যুবকেরা কাশ্মীরের জন্য প্রাণ দিতে পারেন। মোদিজি ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার করে দেশ থেকে সন্ত্রাসবাদ ঘুঁচিয়ে দিয়েছেন।'' লোকসভা ভোটের আগে দেশজুড়ে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন লাগু করেছে মোদি। প্রথম থেকেই সিএএ-র বিরোধিতা করে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সিএএ নিয়ে মমতার বিরোধিতাকেও এদিন কটাক্ষ করেন শাহ। তাঁর মতে, বহু মানুষ আজ নাগরিকত্ব পাননি। অনুপ্রবেশকারীদের ঠাঁই দিচ্ছে মমতা সরকার। কিন্তু মতুয়াদের নাগরিকত্বের বিরোধিতা করছে। আমরা সকলকে নাগরিকত্ব দেব।'' আগামী ১৩ মে রাণাঘাটে ভোট। গত লোকসভা নির্বাচনেও এই আসন জিতেছিল বিজেপি। আসনটি ধরে রাখতে জোর প্রচারে নেমেছে গেরুয়া শিবির। এদিন রাণাঘাটের পর একইদিনে আসানসোল, বীরভূমেও জনসভা করেন অমিত শা।

রাজভবনের সিঁড়ি দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে নামছেন তরুণী? পুলিশের হাতে ‘ফুটেজ’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ মেঃ সত্যের সামনাসামনি হওয়ার কথা বলেছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সেই মতো তিনি রাজভবনের ফুটেজ সামনে এনেছিলেন। জনতার সামনে সত্যকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাতে কতটা সত্য সামনে এসেছে তা নিয়ে প্রশ্নটা থেকেই গিয়েছে। কারণ যিনি শ্লীলতাহানির অভিযোগ করেছিলেন সেই তরুণীর ছবিই সামনে এসে যায় সেই ভিডিয়োতে। এখানেই বিতর্কের শেষ তেমনটা নয়। এবার দেখা যাচ্ছে, পুলিশের একটি বিশেষ সূত্র দাবি করছে ২রা মে তারিখের একটি সিসি ক্যামেরার ফুটেজ তাদের কাছে এসেছে। জি ২৪ ঘণ্টার প্রতিবেদন অনুসারে তেমনটাই জানা গিয়েছে। আর সেই ফুটেজে দেখা গিয়েছে যে ২রা মে রাজভবনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন সেই তরুণী। যে তরুণী রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ করেছিলেন। ওই প্রতিবেদন অনুসারে জানা গিয়েছে পুলিশের হাতে যে ফুটেজ রয়েছে সেটা বিকেল ৫টা বেজে ১৫ মিনিটের। সেখানে ঠিক কী দেখা গিয়েছে? উল্লেখ করা হয়েছে যে ওই ফুটেজে দেখা গিয়েছে যে ওই তরুণী কাঁদতে কাঁদতে সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। সেখান থেকে ওই তরুণী স্পেশাল সেক্রেটারির চেম্বারে যান। সেখানে তখন একজন চিকিৎসক ছিলেন। তিনিও তাঁকে কাঁদতে দেখেছিলেন। এরপর তিনি ওই তরুণীকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেন। সেখানে কিছুক্ষণ ছিলেন ওই তরুণী। এরপর তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে রাজভবন ওসির চেম্বারে যান। এদিকে বৃহস্পতিবার রাজভবনের তরফে যে সিসি ফুটেজ প্রকাশ করা হয়েছিল সেখানে রাজভবনের সিঁড়ির কোনও ফুটেজ ছিল না বলেই দাবি করা হয়েছে। সেই সঙ্গেই তরুণীর অনুমতি ছাড়া কেন তাঁর ছবি প্রকাশ করা হল তা নিয়েও তিনি নিজেই প্রশ্ন তুলেছিলেন। তবে এবার পুলিশের হাতে যে ফুটেজ এসেছে বলে দাবি করা হচ্ছে তা বিস্ফোরক। এবার প্রশ্ন উঠছে এই ফুটেজ যদি সত্যি হয় তবে ওই তরুণী কেন সেদিন কাঁদছিলেন সেটা একটা বড় প্রশ্ন। তবে রাজ্যপাল প্রথম থেকেই শ্লীলতাহানির অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। এদিকে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগকে কেন্দ্র করে কার্যত গোটা বাংলা জুড়ে তোলপাড় পড়ে গিয়েছে। তার মাঝেই সাচ কা সামনা কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যপাল। কিন্তু অনেকের মতে, সেই কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে যে ফুটেজ সামনে আনা হয়েছে তাতে বিভ্রান্তি আরও বেড়েছে। ওই তরুণী বৃহস্পতিবারই জানিয়েছিলেন, 'এই হাস্যকর নাটকটা না করে পুলিশকে তদন্ত করার অনুমতি দেওয়ার সাহসটা দেখাতে পারতেন। এখন আবার নিজের দোষ ঢাকার জন্য উনি হাস্যকর এক নাটক মঞ্চস্থ করলেন। সেটা করতে গিয়ে তিনি আমার ফুটেজটা প্রকাশ্যে আনলেন। আমি জানতাম ভারতীয় আইনে রয়েছে যে অভিযোগকারীর পরিচয় গোপন রেখে তদন্ত হওয়া উচিত। তিনি আবার অপরাধ করলেন।।'

মাঝপথে ভোটদান নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াবেন না, খাড়গেকে কড়া চিঠি দিল কমিশন

নয়াদিল্লি, ১০ মেঃ লোকসভা নির্বাচন চলছে। তিন দফা ভোটগ্রহণ করা হয়ে গিয়েছে। আরও চার দফা বাকি। এরই মধ্যে শুক্রবার (১০ মে), কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গের বিরুদ্ধে লোকসভা নির্বাচন ২০২৪-এর কার্যক্রমে 'বাধাদান'-এর অভিযোগ করল করার জন্য নির্বাচন কমিশন। ভোটদানের তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে কমিশনের বিরুদ্ধে যে অব্যবস্থাপনা এবং অযথা দেরি করার অভিযোগ করেছিলেন কংগ্রেস সভাপতি, তা এদিন, সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেছে নির্বাচন কমিশন। মল্লিকার্জুন খাড়্গের সমালোচনা করে কমিশন বলেছে, ভোটদানের বিষয়ে কং সভাপতির বিবৃতি, 'চলতি নির্বাচনী কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির উপর আগ্রাসন'। এতে ভোটারদের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে কমিশন। এই বিষয়ে এদিন খাড়্গেকে একটি চিঠি দিয়েছে কমিশন। কমিশনের মতে, কোনও তথ্য ছাড়া এই অযৌক্তিক এবং পক্ষপাতদুষ্ট অভিযোগগুলি করা হয়েছে। ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে তারা। কমিশন বলেছে, ''নির্বাচন চলছে। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনায় বিভ্রান্তি, ভুল নির্দেশনা এবং প্রতিবন্ধকতা তৈরি করার জন্যই, এর মধ্যে ভোটদানের তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত ভিত্তিহীন অভিযোগগুলি নকশা করা হয়েছে। এই ধরনের বিবৃতি ভোটারদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে এবং দেশ জুড়ে এই বিশাল নির্বাচনী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা হতাশ হয়ে যেতে পারেন।'' কমিশন আরও বলেছে, ''আমরা বাক-স্বাধীনতার অধিকারকে সম্মান করি। একে অপরকে চিঠি লেখা ও যোগাযোগ করা রাজনৈতিক দল এবং তাদের নেতাদের বিশেষাধিকার বলে মনে করি। তবে ফলাফল যে কাজগুলি নির্বাচন পরিচালনার মূল আদেশ প্রদানের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে, ফলাফল প্রকাশের আগ পর্যন্ত এমন ধরনের কাজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া কমিশনের দায়িত্ব।'' প্রসঙ্গত, প্রথম দুই দফা নির্বাচনের পরই নির্বাচন কমিশনের ভোটদান সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে বিরোধী দলগুলি। সাধারণত, কত শতাংশ ভোট পড়েছে, সেই তথ্য

দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোট কত সংখ্যক ভোট পড়েছে তাও প্রকাশ করে কমিশন। কিন্তু, এবার শুধু শতাংশের হিসেব দেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে, এই তথ্য প্রকাশ করতে কেন দেরি হচ্ছে, তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠা শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় দফার ভোট গ্রহণের পর, ভোটগানের তথ্য প্রকাশ করতে ১১ দিন সময় লেগেছিল কমিশনের। এরপরই, চলতি সপ্তাহের শুরুতে এই বিষয়ে ইন্ডিয়া জোটের শরিক দলের সকল নেতাদের চিঠি লিখেছিলেন মল্লিকার্জুন খাড়্গে। চিঠিতে তিনি তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করে, কমিশনের কর্মকাণ্ড নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, নির্বাচন কমিশন ভোটের প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করছে না। ভোটদান সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশে অনেক দেরি করছে। পরবর্তী দফার ভোটের জন্য ভোটারদের চূড়ান্ত তালিকাও প্রকাশ করছে না। এই ভাবে কমিশন লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলকে প্রভাবিত করতে চাইছে কিনা, সেই প্রশ্ন তোলেন খাড়্গে। নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন তোলেন কং সভাপতি। এর বিরুদ্ধে, ইন্ডিয়া জোটের নেতাদের সরব হতে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, ''আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল গণতন্ত্র এবং সংবিধানকে রক্ষা করা''।

‘আমি খুবই খুশি’, কেজরিওয়াল জামিন পেতেই টুইট বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ মেঃ সুপ্রিম কোর্ট থেকে জামিন পেলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তিহার জেল থেকে তাঁর মুক্তির সম্ভাবনা রয়েছে আজই। আম আদমি পার্টির এক বড় জয় বিজেপির বিরুদ্ধে। এই কথা দিল্লিতে প্রচার শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খুশি সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন দুপুরেই টুইট করেছেন। অরবিন্দ কেজরিওয়াল জামিন পেয়েছেন সুপ্রিম কোর্টে। সেই খবরে তিনি খুশি। শুধু তাই নয়, আগামী দফার নির্বাচনগুলির প্রেক্ষাপটে জামিন অত্যন্ত সহায়ক হবে। এই কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করছেন। গত ২১ মার্চ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল গ্রেফতার হন। দিল্লির বাসভবন থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেননি। জেলে বসেই তিনি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কাজ চালিয়ে যাবেন। এই কথা ঘোষণা করেছিলেন কেজরিওয়াল। এরপর একাধিকবার জামিনের আবেদন করা হয়েছিল। কিন্তু জামিন নামঞ্জুর হয়ে যায়। আদালতের নির্দেশে কেজরিওয়ালের ঠাঁই হয় তিহার জেলে। গত দিন আদালতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের জামিনের পাওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই প্রখর হয়ে উঠেছিল। তবে শেষ পর্যন্ত জামিন মেলেনি। আজ শুক্রবার অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে জামিন পেলেন কেজরিওয়াল। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবর অরবিন্দ কেজরিওয়ালের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর গ্রেফতার পরেই প্রতিবাদ জানিয়ে টুইট করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচনী জনসভা থেকেও কেজরিওয়াল সম্পর্কে বার্তা দিয়েছেন তিনি। কেজরিওয়াল ছাড়া পাবেন। বেশি দিন তাঁকে আটকে রাখা যাবে না। এই কথাও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলতে শোনা গিয়েছিল। এবার জামিন পাওয়ার পরেই টুইট করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 'শ্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল অন্তর্বর্তী জামিন পেয়েছেন দেখে আমি খুবই খুশি। বর্তমান নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে এটা খুবই সহায়ক হবে।' লিখেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। অরবিন্দ কেজরিওয়াল নির্বাচনে প্রচার করতে পারবেন। তাতে কোনও বাধার কথা জানায়নি সুপ্রিম কোর্ট। ফলে আগামী দিনে বিজেপির বিরুদ্ধে জোর সওয়াল করবেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। একথা মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একটা অংশ।

প্রার্থী হওয়ার আগের ভিডিও ভাইরাল করেছে তৃণমূল! পাল্টা অভিযোগ রেখার, খোঁচা শাহজাহানকেও

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ১০ মেঃ সন্দেশখালি কাণ্ডের পর বেশ কয়েকজন 'নির্যাতিত'দের নিয়ে রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়েছিল বিজেপি নেতৃত্ব। কিন্তু সম্প্রতি সন্দেশখালি নিয়ে যে'কটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে তার মধ্যে একটিতে এই নির্যাতিতদের পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তুলতে দেখা গেছে খোদ বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রকেই! সেই ভিডিও হাতিয়ার করে তৃণমূল আরও সুর চড়াচ্ছে বিজেপির বিরুদ্ধে। তবে এই ভাইরাল ভিডিও নিয়ে মুখ খুলেছেন রেখা। পাল্টা অভিযোগ করেছেন শাসক শিবিরের বিরুদ্ধেই। তৃণমূল শুরু থেকেই দাবি করে আসছিল যে, সন্দেশখালির ঘটনা সাজানো। বিজেপির ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছু না। লোকসভা ভোটের মাঝেই বিজেপি নেতা গঙ্গাধর কয়ালের ভিডিও সর্বপ্রথম ভাইরাল হয়েছিল সন্দেশখালি নিয়ে। সেখানে তাঁকে বলে শোনা যায় এই একই কথা। যদিও বিজেপি নেতার দাবি এই ভিডিও ভুয়ো। সেই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন গঙ্গাধর। কিন্তু রেখার যে ভিডিও ভাইরাল হয়েছে তাকে তিনি ভুয়ো বলছেন না। তবে বলছেন, এটা তাঁর পুরনো ভিডিও। বিজেপির সোশ্যাল মিডিয়া পেজ থেকে রেখা পাত্রের একটি ভিডিও বার্তা প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী বলছেন, ''একটা পুরনো ভিডিও নিয়ে আজ সন্দেশখালির আন্দোলনকে তৃণমূল অসম্মান করার চেষ্টা করছে। যে ভিডিও নিয়ে সন্দেশখালির আন্দোলনকে অসম্মান করছে তাঁরা, সেটি বিজেপি আমাকে সন্দেশখালির মুখ হিসেবে প্রার্থী করার আগের ভিডিও।'' রেখার তাঁর বার্তায়

রাজ্যের পুলিশকে নিয়েও বিস্ফোরক দাবি করেছেন। বলেছেন, ''যখন আমরা আন্দোলনে ছিলাম তখন রাজ্য পুলিশ আমার বাড়িতে হামলা করে। আমাকে থানায় ডেকে শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে এফআইআর তুলে নিতে বলেছিল। শেখ শাহজাহান কোনও দুর্নীতি করেনি এবং সন্দেশখালিতে কোনও জোরজুলুম করছে না, এমন লিখে দরখাস্ত জমা দিতেও বলেছিল পুলিশ!'' যে ভিডিও নিয়ে এত বিতর্ক তাতে রেখা পাত্র সহ সন্দেশখালি আন্দোলনের অন্যতম মুখ মাম্পি দাসকে বলতে শোনা যায়, ''রাষ্ট্রপতি ম্যাডামের কাছে সন্দেশখালির কিছু নির্যাতিতাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তা হলে আমরা কারা? আমাদেরকে ছাড়া রাষ্ট্রপতি ম্যাডামের কাছে কারা গেল?'' ভিডিওতে এও দাবি করা হয়েছে, বিজেপি যুব মোর্চার সম্পাদক অনুপ দাস সন্দেশখালি কাণ্ডে ধৃত শিবপ্রসাদ হাজরার কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা মাসে নিতেন! তিনিই কিছু মহিলাকে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে গিয়েছিলেন সন্দেশখালির নির্যাতিতা বলে। শুক্রবার সন্দেশখালির ভাইরাল ভিডিও নিয়ে ফের মুখ খুলেছেন শেখ শাহজাহান। 'ভোটটা শেষ হোক, আরও সত্য ঘটনা সামনে আসবে', এমন মন্তব্য করেছেন তিনি। এই ইস্যুতেই তাঁকে কটাক্ষ করেছেন বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম নিয়ে রেখা বলেন, ''সত্যি-মিথ্যে উনি কী বলবেন? মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে মানুষের উপর অত্যাচার করে এসেছেন। এতদিন মমতার হাত ছিল মাথায়, এখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মাথায় হাত রাখছেন, তাই এই সব কথা বলছেন।'' সন্দেশখালি যে নিজের ঘরের মেয়ে, বোনকে চায় এ ব্যাপারে ১০০ শতাংশ আশাবাদী রেখা।

‘জীবিত কেন, মৃত্যুর পরও মাটিতে পুঁততে পারবে না আমায়’, বিরোধীদের হুঙ্কার মোদির

মুম্বই, ১০ মেঃ লোকসভা নির্বাচনের যত ধাপ এগোচ্ছে, ততই চড়ছে রাজনীতির পারদ। শাসকবিরোধীর মধ্যে আক্রমণও বাড়ছে। সম্প্রতিই প্রধানমন্ত্রী মোদিকে আক্রমণ করেছে শিবসেনা (ইউবিটি)। এবার তার পাল্টা জবাব দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বললেন, ''জীবিত কেন, মৃত্যুর পরও আমায় মাটিতে পুঁততে পারবে না''। মহারাষ্ট্রে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একযোগে কংগ্রেস ও শিবসেনা (ইউবিটি)-কে আক্রমণ করে বলেন, ''এই নকল শিবসেনা আমায় জ্যান্ত পুঁতে দেওয়ার কথা বলছে। একদিকে কংগ্রেস রয়েছে, যারা আমায় বলে, মোদি তেরি কবর খুদেগি। আরেকদিকে এই নকল শিবসেনা আমায় জ্যান্ত পুঁতে দেওয়ার কথা বলছে।'' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ''আমায় গালি দেওয়ার সময়ও এরা তুষ্টিকরণের দিকে পুরো খেয়াল রাখে। আমায় বলছে মোদি তেরি কবর খুদেগি, জ্যান্ত পুঁতে দেবে। এতে নিজের ভোটব্যাঙ্ক পছন্দ করবে এমন গালি দেবে নাকি।'' বাল ঠাকরের প্রসঙ্গ টেনে এনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''আমার ভাবলে দুঃখ হয় যে বালাসাহেব ঠাকরের এই সব দেখে কতটা দুঃখ হয়। এই নকল শিবসেনার লোকেরা বিস্ফোরণ-হামলার সঙ্গে যুক্তদেরও নিজেদের সঙ্গে প্রচারে নিয়ে যাচ্ছে। বিহারে জেল খাটা নেতাকে কাঁধে নিয়ে ঘুরছে, মহারাষ্ট্রে বিস্ফোরণের অভিযুক্তকে কাঁধে নিয়ে ঘুরছে। কীভাবে পাপীদের নিয়ে এদের চলতে হচ্ছে, এটা নিয়ে ভাববেন। এই জন্য ওঁরা আমায় মাটিতে পোঁতার স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু এই মাতৃশক্তি আমায় রক্ষা করবে। মাতৃশক্তির এত আশীর্বাদ রয়েছে যে এরা আমার জীবিত অবস্থায় এবং মৃত্যুর পরও মাটিতে পুঁততে পারবে না।''

জগৎগুরু বাসবেশ্বরকে শ্রদ্ধা নরেন্দ্র মোদীর

কলকাতা, ১০ মে, ঃপ্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী পবিত্র বাসব জয়ন্তী উপলক্ষে জগগুরু বাসবেশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী জগগুরু বাসবেশ্বর সম্পর্কে তাঁর ভাবনা সম্বলিত একটি ভিডিও সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন।শুক্রবার এক্স হ্যান্ডলে এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন বাসব জয়ন্তীর বিশেষ উপলক্ষ্যে আমি জগদ্গুরু বাসবেশ্বরকে শ্রদ্ধা জানাই। তাঁর আদর্শ আলোকিত করে লাখো প্রাণ। আমরা তাঁর একটি ন্যায় ও সমৃদ্ধ সমাজের স্বপ্ন পূরণে কাজ করে যাচ্ছি।প্রসঙ্গত, ২০১৫-র ১৪ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লন্ডনের ল্যামবেথ-এ বাসবেশ্বরের মর্মরমূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন।

পিলভিটে গাছে ধাক্কা ট্রাকের, মৃত ৩, আহত ৩৩

পিলভিট, ১০ মে ঃ শুক্রবার ভোরে ভয়াবহ এক স।ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল ৩ জনের। আহত কমপক্ষে ৩৩ জন।জানা গেছে, শুক্রবার সকালে উত্তর প্রদেশের পিলভিটে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। জাতীয় সড়কে ট্রাক একটি গাছে ধাক্কা মারে। তাতে ৩ শ্রমিক নিহত ও ৩৩ জন আহত হয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মোরাদাবাদ থেকে লখিমপুর খেরিগামী শ্রমিকরা এই সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হন। চালক ঘুমিয়ে পড়াতেই এই দুর্ঘটনা বলে অভিযোগ।

খুললো কেদারনাথ মন্দির, অক্ষয় তৃতীয়ায় ভক্তসমাগম

রুদ্রপ্রয়াগ, ১০ মে ঃ দীর্ঘ ৬ মাস বন্ধ থাকার পর শুক্রবার অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্য তিথিতে ফের খুলেছে কেদারনাথের দরজা। পাশাপাশি গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রীর পথও খুলে দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, আগামী ১২ মে খুলবে বদ্রীনাথের দরজাও। এদিন ভোরে কেদারনাথের দরজা খোলার মুহূর্তে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে শুরু করানো হয় পুষ্পবৃষ্টি। এছাড়া ৪০ কুইন্টাল ফুল দিয়ে এদিন সাজানো হয়েছে কেদারনাথ ধাম।শুক্রবার ভোরে কেদারনাথ মন্দিরের দরজা খোলার সময়ে অগণিত ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। তাদের সঙ্গেই ছিলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি এবং তাঁর স্ত্রী। শিবের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম কেদারনাথ মন্দির খোলার মুহূর্তে পুষ্পবৃষ্টি করানো হয়।

বোমা মারতে পারে পাকিস্তান, বেফাঁস মন্তব্য মণিশঙ্কর আইয়ারের

নয়াদিল্লি, ১০ মে ঃ সাম পিত্রোদার পর এবার মণিশঙ্কর আইয়ারের মন্তব্যকে ঘিরে রাজনৈতিক তরজা জমে উঠেছে। তিনি বলেন, পাকিস্তানকে সমীহ করে চলুক ভারত। তা না হলে ওরা পরমাণু বোমা মারতে পারে। আর এই মন্তব্যকে ঘিরেই উত্তাল জাতীয় রাজনীতি।একটি অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে কংগ্রেসের এই বর্ষীয়ান নেতাকে বলতে শোনা যায়, পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা শুরু করা উচিত ভারতের। পাকিস্তান সম্মানিত দেশ। তাই তাদের সঙ্গে কথা সম্মানের সঙ্গেই বলা উচিত বলে মন্তব্য করেন কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা। সেই সঙ্গে আইয়ারকে আরও বলতে শোনা যায়, পাকিস্তানের কাছে পরমাণু বোমা রয়েছে। তাই পাকিস্তানকে সম্মান দেওয়া না হলে, তা আমাদের উপর এসে পড়তে পারে। মণিশঙ্কর আইয়ারের ওই মন্তব্যের ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই, তা ভোট বাজারে চরম বিতর্কের জন্ম দেয়।কংগ্রেস নেতার দাবি, পাকিস্তানকে ''সম্মান'' দিয়ে কথা না বললে, তা দুই দেশের মাঝে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানে যদি ক্ষমতায় একজন গোলমেলে লোক বসেন, তিনি যদি পরমাণু বোমার তার কেটে দেন, তাহলে কী হবে বলে প্রশ্ন তোলেন মণিশঙ্কর আইয়ার।মণিশঙ্কর আইয়ারের ওই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই তাঁকে পালটা নিশানা করেছেন বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা। কটাক্ষ করেছেন নেটিজেনরাও।

বাইডেনের হুমকির জবাবে যা বললেন নেতানিয়াহু

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, তাঁর দেশ একা দাঁড়াতে পারে।ইসরায়েলে মার্কিন অস্ত্রের চালান বন্ধের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের হুমকির প্রতিক্রিয়ায় গত বৃহস্পতিবার নেতানিয়াহু এ কথা বলেন।গত বুধবার সিএনএনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বাইডেন মিত্র ইসরায়েলকে হুমকি দেন। তিনি বলেন, ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী ফিলিস্তিনের গাজার রাফায় পূর্ণমাত্রায় অভিযানের নির্দেশ দিলে যুক্তরাষ্ট্র দেশটিতে মার্কিন অস্ত্রের চালান বন্ধ করে দিতে পারে।বাইডেনের এই হুমকির প্রতিক্রিয়ায় নেতানিয়াহু বলেন, 'প্রয়োজন হলে...আমরা একা দাঁড়াব। আমি বলেছি, প্রয়োজনে আমরা আমাদের নখ দিয়ে লড়াই করব।'গাজায় বেসামরিক মানুষের প্রাণহানির আশঙ্কায় যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যে ইসরায়েলে বোমার চালান স্থগিত করেছে।বাইডেনের হুমকি নাকচ করতে গিয়ে ১৯৪৮ সালের যুদ্ধের কথা স্মরণ করেন নেতানিয়াহু। তিনি বলেন, ৭৬ বছর আগের সেই যুদ্ধে তাঁরা অনেকের বিরুদ্ধে সংখ্যায় অল্প ছিলেন। ইসরায়েলের কাছে অস্ত্র ছিল না। ইসরায়েলের ওপর অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা ছিল। কিন্তু তাঁদের মধ্যে চেতনা, বীরত্ব ও ঐক্য ছিল। এই শক্তিতে তাঁরা বিজয়ী হয়েছিলেন। অস্ত্রের চালান বন্ধ করা হলে এখনো তাঁরা জয়ী হবেন।নেতানিয়াহুর প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট ইতিমধ্যে বলেছেন, ইসরায়েলের শত্রুদের পাশাপাশি সেরা বন্ধুদের এই বিষয়টি বোঝা দরকার যে তাঁর দেশকে কাবু করা যাবে না। তাঁরা শক্ত হয়ে দাঁড়াবেন। তাঁরা তাঁদের লক্ষ্য অর্জন করবেন।সাত মাসের বেশি সময় ধরে গাজায় নির্বিচার হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায়, গত ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েলের হামলায় ৩৪ হাজার ৯০৪ জন নিহত হয়েছেন। নিহত ফিলিস্তিনিদের ৭০ শতাংশই শিশু ও নারী।যুক্তরাষ্ট্রের হুমকি উপেক্ষা করে এখন গাজার রাফায় ব। ধরনের সামরিক অভিযান চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসরায়েল। এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইসরায়েলের টানপোড়েন দেখা দিয়েছে।

নিশানায় এ বার আকবরপুর,আরও এক শহরের নামবদলের ইঙ্গিত দিলেন যোগী

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ লোকসভা ভোটপর্বের মাঝেই আবার নামবদলের উদ্যোগ বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশে। এ বার সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নিশানায় তৃতীয় মুঘল সম্রাটের নামাঙ্কিত শহর আকবরপুর।এবার আরও এক শহরের নাম বদলে দেওয়ার ইঙ্গিত দিলেন গো বলয়ের সবচেয়ে বড় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। কোন শহর সেটি?আগামী দিনে বদলে যেতে পারে উত্তরপ্রদেশের আকবরপুরের নাম। এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী যোগী বলেছেন, ''এইসব শহরের নাম শুনলে মুখে স্বাদ চলে যায়! সব কিছু বদলে দেওয়া হবে। দেশ থেকে ঔপনিবেশিকতাবাদের সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলে আমাদের নিজেদের ঐতিহ্যকে সম্মান দিতে হবে।'' প্রসঙ্গত এর আগে মুঘলসরাই স্টেশন থেকে শুরু করে একাধিক শহরের নাম পাল্টেছেন তিনি। মুঘলসরাই স্টেশনের নাম হয়েছে দীন দয়াল উপাধ্যায়।শুধুমাত্র আকবরপুরের নাম বদল হচ্ছে না। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে আলিগড়, আজমগড়, শাহজাহানপুর, গাজিয়াবাদ সহ একাধিক জায়গার নাম বদলেরও প্রস্তাব আনা হয়েছে। তালিকায় রয়েছে ফিরোজাবাদ, মোরাদাবাদও।২০১৭ সালে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসার পরই যোগী আদিত্যনাথ এই নাম বদলের কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। ২০১৯ কুম্ভ মেলার আগে এলাহাবাদ শহরের নাম বদলে তা প্রয়াগরাজ করা হয়েছিল। সম্প্রতি আবার আলিগ। নাম বদলে তা হরিগ। করার আর্জি জানানো হয়েছে স্থানীয় পুরসভা তরফে। তাছাড়া ফিরোজাবাদকে চন্দ্রনগর নাম দিতে উদ্যোগী আদিত্যনাথ সরকার। ইতিমধ্যে ফৈজাবাদের নাম পরিবর্তন করে অযোধ্যা করা হয়েছে, ঝাঁসি স্টেশনের নাম বদলে হয়েছে রানি লক্ষ্মী বাঈ।

৫ বন্দি ভারতীয় নাবিককে ফেরাল ইরান,কূটনৈতিক সাফল্য নয়াদিল্লির

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃমোদী কূটনীতির জয়জয়কার। বন্দি ৫ ভারতীয় নাবিককে মুক্তি দিল ইরান। তাঁরা ভারতের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। ইরানে ভারতীয় দূতাবাসের তরফে এই তথ্য জানানো হয়েছে। ইরানের কর্তৃপক্ষকেও ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে একটি পোস্ট করে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল ওই পাঁচ জনের মুক্তি পাওয়ার কথা জানান। পাঁচ জনকে মুক্তি দেওয়ার জন্য ভারতীয় দূতাবাসের তরফে ইরানের প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানানো হয়। বলা হয়, সে দেশের প্রশাসন সর্বদা তেহরানের ভারতীয় দূতাবাস এবং বন্দর আব্বাস শহরের উপদূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে গিয়েছিল।গত ১৩ এপ্রিল হরমুজ প্রণালীতে ইরানের বিশেষ বাহিনী 'গার্ডস অ্যারোস্পেস ফোর্স'-এর হাতে আটক হয় একটি জাহাজ। সেই জাহাজে ছিলেন ১৭ জন ভারতীয় নাবিক। তাঁদের মধ্যে এক জন মহিলা নাবিক দেশে ফিরলেও বাকিরা এত দিন আটক ছিলেন। তবে ইরানের তরফে আগেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল যে, কেবল ভারতীয়েরা নন, আটক হওয়া অন্য নাবিকেরা মুক্তি পাবেন শীঘ্রই।ইরানের অর্থমন্ত্রী আমির আবদুল্লাহিয়ানের জানিয়েছিলেন, 'দিক' থেকে বিচার করেই ওই জাহাজের সঙ্গে আটক করা নাবিকদের মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, মোট ২৫ জন নাবিককে আটক করা হয়েছিল। তার মধ্যে এক জন ভারতীয় মহিলা নাবিককেই দেশে পাঠানো হয়। বাকিদের মুক্তি নিয়ে টানা কূটনৈতিক আলোচনা চলছিল। সেই আলোচনার পরেই আশার আলো মিলল। সূত্রের খবর, কিছু নথি সংক্রান্ত কাজকর্ম বাকি ছিল। সেগুলি অনেকাংশেই মিটে গিয়েছে। বাকি নাবিকেরাও খুব শীঘ্রই মুক্তি পাবেন বলে ওই সূত্রের খবর।ইরানের হাতে আটক জাহাজে ছিলেন ২৫ জন কর্মী। তাঁদের মধ্যে ১৭ জন ভারতীয়। জাহাজটির পরিচালনা দায়িত্বে ছিল ইটালীয়-সুইস সংস্থা এমএসসি। সংস্থাটি জানায়, হেলিকপ্টারে চেপে ওই জাহাজে ওঠেন ইরানের প্রশাসনের আধিকারিকেরা। সংবাদ সংস্থা এপি সূত্রে জানা যায়, জাহাজটি আদতে লন্ডনের জোডিয়াক গোষ্ঠীর। জোডিয়াক গোষ্ঠী হল ইজরায়েলি ধনকুবের ইয়াল অফারের। গত ১২ এপ্রিল দুবাই থেকে জাহাজটি মুম্বইয়ের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। পরের দিনই হরমুজ প্রণালীতে সেই জাহাজটি বাজেয়াপ্ত করে ইরানের বিশেষ বাহিনী। ১৭ জন ভারতীয়ের মধ্যে ত্রিশূরের অ্যান টেসা জোসেফকে আগেই ছেড়ে দিয়েছিল তেহরান। গত ১৮ এপ্রিল কোচিন বিমানবন্দরে পা রাখেন তিনি।পশ্চিম এশিয়ায় রাজনৈতিক এবং সামরিক চাপানউতরের মধ্যেই প্যালেস্টাইনি সশস্ত্র সংগঠন হামাসের পাশে দাঁড়িয়ে ইজরায়েলের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে ইরান। সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাসে ইরানি দূতাবাসে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছিল ইজরায়েলের সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে। ওই ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় মৃত্যু হয় সাত জনের, যাঁদের মধ্যে ছিলেন ইরানের সামরিক বাহিনীর দুই জেনারেল। তার পরেই ইজরায়েলে পাল্টা হামলা চালায় ইরান। অন্তত ৩০০টি ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ো দুই দেশের মধ্যে সেই উত্তেজনা এখনও বহাল রয়েছে।

বহরমপুর থানার আইসিকে সরিয়ে রাতেই আইসি-কে নিয়োগ করল নির্বাচন কমিশন,উদয়শঙ্করের জায়গায় সৌনক

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ দেশজুড়ে নির্বাচন চলাকালীন ফের মুর্শিদাবাদ জেলাতে এক শীর্ষ পুলিশ আধিকারিককে বদলি করল নির্বাচন কমিশন। কমিশনের নির্দেশে গত বৃহস্পতিবার সরিয়ে দেওয়া হল বহরমপুর থানার আইসি উদয় শঙ্কর ঘোষকে। আগামী ১৩ মে বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচন। তবে কী কারণে তাঁকে সরানো হল, কমিশনের তরফে আনুষ্ঠানিক ভাবে তার কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। ওই আইসি-কে সরিয়ে কমিশন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে তিন জনের প্যানেল থেকে এক জনকে নতুন আইসি হিসাবে নিয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছিল। তার পরেই ওই পদে সৌনককে নিয়োগ করা হল।গত বুধবার নির্বাচন কমিশনের কাছে চিঠি লিখে বহরমপুরের বিদায়ী সাংসদ তথা কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরী অভিযোগ করেন, তাঁকে প্রচারে বাধা দিচ্ছে তৃণমূল। বৃহস্পতিবার কংগ্রেসের তরফে কমিশনকে আরও একটি চিঠি দিয়ে বহরমপুর থানার আইসি উদয়শঙ্করের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয়। দুপুরেই তাঁকে ওই পদ থেকে সরিয়ে দেয় কমিশন।কিছু দিন আগেই মুর্শিদাবাদ রেঞ্জের ডিআইজি মুকেশ কুমারকে সরিয়ে দিয়েছিল কমিশন। তার পর রামনবমীতে বিক্ষিপ্ত অশান্তির ঘটনার জেরে মুর্শিদাবাদের শক্তিপুর এবং বেলডাঙা থানার দুই ওসিকে সরানো হয়। এর আগে মার্চ মাসে রাজ্য পুলিশের ডিজি পদ থেকে রাজীব কুমারকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন।

পুলিশ যদি বেশি প্রভুভক্তি দেখায় থানা জ্যাম করে রেখে দেব',ফের দিলীপের নিশানায় পুলিশ

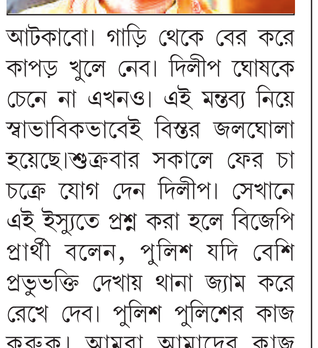

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কুকথা বলেছিলেন দিলীপ ঘোষ। তার জন্য দল সেন্সর করেছিল। নির্বাচন কমিশন নোটিশ পাঠিয়েছিল এই বিজেপি প্রার্থীকে। কিন্তু তারপরও কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। শুক্রবার সকালে পুলিশকে আক্রমণ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তাঁর সাফ জবাব, ' প্রভুভক্তি দেখালে থানা জ্যাম করে দেব'। বিজেপি প্রার্থীর এই মন্তব্যে তুঙ্গে বিতর্ক। মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করেছে শাসকদল।বরাবরই ঠোঁটকাটা হিসেবেই পরিচিত বিদায়ী সাংসদ তথা বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। বিভিন্ন ইস্যিতে বরাবর চাঁচাছোলা ভাষায় বিরোধীদের আক্রমণ করতে দেখা যায় তাঁকে। বৃহস্পতিবারই রোড শো-এ বাধা প্রসঙ্গে পুলিশকে তুলোধোনা করেছিলেন দিলীপ ঘোষ। আইসিকে বেলাগাম আক্রমণ করেন তিনি। বলেন, আইসি কত বড় চামচা হয়েছে আমি দেখছি। দেখে নেব কী করে সারা জীবন চাকরি করে। আইসিকে রাস্তায় আটকাবো। গাড়ি থেকে বের করে কাপড় খুলে নেব। দিলীপ ঘোষকে চেনে না এখনও। এই মন্তব্য নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই বিস্তর জলঘোলা হয়েছে।শুক্রবার সকালে ফের চা চক্রে যোগ দেন দিলীপ। সেখানে এই ইস্যুতে প্রশ্ন করা হলে বিজেপি প্রার্থী বলেন, পুলিশ যদি বেশি প্রভুভক্তি দেখায় থানা জ্যাম করে রেখে দেব। পুলিশ পুলিশের কাজ করুক। আমরা আমাদের কাজ করছি। রাজনীতি করতে এলে রাজনৈতিকভাবেই মোকাবিলা করব। এদিন স্থানীয় তৃণমূল নেতাদেরও একহাত নিলেন দিলীপ। তাঁর কথায়, এখানে তৃণমূলের কিছু ছোট নেতারা দাপাদাপি করার চেষ্টা করছে। ত্রিশূল থেকে গদা, সব তৈরি আছে। প্রয়োজন মতো ব্যবহার করা হবে। তাঁর হুঁশিয়ারি, কেউ বাড়াবাড়ি করলে প্রয়োজনে বড় ঘরে পাঠিয়ে দেব!

ভোটের মাঝে বড় ঘটনা,মাদক উদ্ধারে গিয়ে বারুইপুরে রক্ত ঝরল পুলিশের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ বাংলায় ফের আক্রান্ত পুলিশ। মাদক উদ্ধারে গিয়ে আক্রান্ত উর্দিধারীরা। ৪ জন সাব ইন্সপেক্টর, ৩ জন অ্যাসিস্ট্যাঃট সাব ইন্সপেক্টর-সহ মোট ১৩ জন পুলিশকর্মী জখম হয়েছেন। এই ঘটনায় উত্তপ্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর।অভিযোগ, তল্লাশি চালানোর সময়ই সেখানে পুলিশ কর্মীদের ওপর লাঠি, বাঁশ, রড, বটি দিয়ে হামলা চালানো হয়। মারধরের পর জখম পুলিশ কর্মীদের একটি ঘরের মধ্যে আটকেও রাখা হয়।বৃহস্পতিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে বারুইপুর থানা এলাকার বন্দাখালি গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায়। হামলার খবর পেয়ে এসডিপিও বারুইপুর অতীশ বিশ্বাস ও আইসি বারুইপুর সৌম্যজি রায় বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আক্রান্ত পুলিশ কর্মীদের উদ্ধার করেন।অভিযানে গিয়েছিলেন ৪ জন সাব-ইন্সপেক্টর, ৩ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর-সহ মোট ১৩ জন পুলিশ কর্মী। সকলেই কম বেশি আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের আঘাত গুরুতর। সকলেরই চিকিৎসা চলছে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে।লোকসভা ভোটের মাঝে এভাবে পুলিশ আক্রান্ত হওয়ার খবরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। যদিও এ ব্যাপারে পুলিশের কোনও কর্তার প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।পুলিশ সূত্রের খবর, এদিন বিকেলে সোর্স মারফ থানায় খবর আসে বৃন্দাখালি গ্রামপঞ্চায়েতের একটি বাড়িতে মাদক লুকিয়ে রাখা আছে। এরপরই সেখানে অভিযানে যায় থানার পুলিশ বাহিনী। একটি বাড়িতে তল্লাশি চালানোর সময় পুলিশের উপর চড়াও হয় এলাকার কিছু সশস্ত্র মানুষ।হামলার নেপথ্যে এবং মাদক কারবারের সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ রয়েছে কি না, খতিয়ে দেখছেন পুলিশের শীর্ষ কর্তারা। সূত্রের খবর, আহত পুলিশ কর্মীদের উদ্ধারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট এলাকায় তল্লাশিও শুরু করেছে পুলিশ।

অফিসে 'সুইটি' 'বেবি, বলা মানেই হেনস্থা ,বিশেষ পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃখাতায়-কলমে নাম যাই হোক না কেন, পরিচিত বা প্রিয়জনকে আদর করে অনেকেই বিভিন্ন নামে ডেকে থাকে। সে সব নামে ডাকলে কি ইঙ্গিতটা বদলে যায়? সেই প্রশ্নই উঠল কলকাতা হাইকোর্টে। কাউকে 'সুইটি, বা 'বেবি, বলে ডাকার অর্থ কি যৌন হয়রানি বলে বিবেচিত হতে পারে? কোস্টগার্ডের এক মহিলা কর্মীর মামলায় প্রশ্ন ওঠে। বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্যের বেঞ্চে ছিল মামলার শুনানি।মামলায় নেভির এক মহিলা অফিসার তাঁর সুপিরিয়রের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ আনেন। হাইকোর্টে দায়ের করা মামলায় ওই মহিলা তাঁর সুপিরিয়রের 'সুইটি ও 'বেবি,সম্বোধনকেই জোরালো প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। যদিও বিচারপতি ভট্টাচার্যের বক্তব্য, এই ধরনের শব্দপ্রয়োগ সামাজিক কিছু ক্ষেত্রে প্রচলিত। শব্দের ক্ষেত্রে একে সেক্সুয়াল রং দেওয়া হয় না।আদালতের সামনে এটাও উঠে আসে যে, ওই মহিলা যখন তাঁর অফিসারকে জানান তিনি এই ধরনের সম্বোধন শুনতে অভ্যস্ত নন, ওই অফিসারও সঙ্গে সঙ্গে এই সব শব্দের ব্যবহার বন্ধ করে দেন। এই মামলার ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক তথ্যপ্রমাণ দেখে ' স্টেয়ারিং বা তাকানোর প্রসঙ্গও টেনেছে হাইকোর্ট। আদালতের বক্তব্য, অনেক রকম ভাবেই তাকানো যায়। কিন্তু তাকানো মানেই যৌনহেনস্থা, এমনটা সবসময়ে না-ও হতে পারে।এর আগে ওই মহিলা তাঁর অফিসের ইন্টারনাল কমপ্লেনস কমিটির (আইসিসি) কাছেও এ নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। কমিটি জানায়, এই ধরনের শব্দপ্রয়োগ সঠিক নয়। তবে কমিটি এ-ও লক্ষ্য করেছে, অভিযোগকারিণী যখন হোয়াটসঅ্যাপ করে এবং অন্য ভাবে ওই অফিসারকে তাঁর আপত্তি

পরশুরামের জন্মবার্ষিকীতে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা অমিত শাহর

কলকাতা, ১০ মে, ঃভগবান বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার ভগবান পরশুরামের জন্মবার্ষিকীতে দেশবাসীকে জানাই শুভেচ্ছা। শুক্রবার এক্স হ্যান্ডলে এ কথা লিখেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।তিনি লিখেছেন, অস্ত্র ও শাস্ত্রের একজন মহান বিশেষজ্ঞ ভগবান পরশুরাম তাঁর তপস্যা ও সাহসিকতার মাধ্যমে মানবজাতিকে উপকৃত করেছিলেন। আমি সমস্ত দেশবাসীর সুখ, সমৃদ্ধি এবং সুস্বাস্থ্যের জন্য ভগবান পরশুরাম জির কাছে প্রার্থনা করি।প্রসঙ্গত, পরশুরাম বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার। নামের আক্ষরিক অর্থ কুঠার হস্তে রাম। তিনি ত্রেতা যুগে এবং দ্বাপর যুগে বর্তমান ছিলেন। পরশুরামের বাবা জমদগ্নি ব্রাহ্মণহলেও, মা রেণুকা ছিলেন ক্ষত্রিয়। কঠোর তপস্যা করে তিনি শিবের থেকে 'পরশু'লাভ করেন এবং যুদ্ধবিদ্যা শেখেন। কথিত আছে, তিনি সমুদ্রের আগ্রাসন থেকে কোঙ্কণ ওমালাবার অঞ্চলকে রক্ষা করেছিলেন। এই কারণে কেরল ও কোঙ্কণ উপকূলীয় অঞ্চলকে পরশুরাম ক্ষেত্র বলা হয়।পরশুরাম ছিলেন ব্রহ্মক্ষত্রিয়। তিনিই ছিলেন প্রথম যোদ্ধা ঋষি। তাঁর মা অযোধ্যার সূর্যবংশের সন্তান ছিলেন। উল্লেখ্য, এই বংশেই রামচন্দ্রের জন্ম হয়। পরশুরাম ছিলেন শিবের উপাসক।

হিমালয়ের হিমেল হাওয়ায় জবুথবু উত্তরবঙ্গ

শিলিগুড়ি, ১০ মে ঃ পাহাড়ে রীতিমতো শীতের কাঁপুনি। উত্তরবঙ্গের সমতলেও পাল্লা দিয়ে নেমেছে তাপমাত্রা। হিমেল হাওয়ায় রীতিমতো কাঁপুনি দিতে শুরু করেছে পাহাড় সমতল সর্বত্রই। কোথাও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৩ ডিগ্রির বেশি নয়।বিগত কয়েকদিনে বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলেও তেমন হয়নি। কয়েক জায়গায় দু এক পশলা বৃষ্টি হলেও বেশিরভাগই ছিল শুকনো। তা সত্ত্বেও পারদ পতন অব্যাহত। জানা গেছে, তিব্বতের দিক থেকে হিমালয়ের হিমেল হাওয়া এই পারদ পতনের কারণ। বাতাসের উপরিভাগে একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা তৈরি হওয়ায় বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়-বৃষ্টির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, ফলে বিক্ষিপ্তভাবে হলেও উত্তরবঙ্গের সবকটি জেলার অনেক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। সঙ্গে ঘন্টায় ৩০-৬০ কিমি বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে। শনিবার পর্যন্ত এমন আবহাওয়া থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

চারধামে ভক্তদের স্বাগত জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ধামি

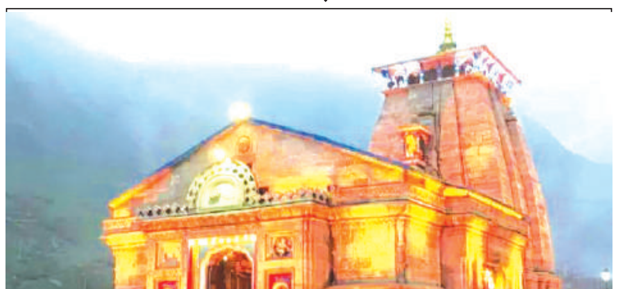

রুদ্রপ্রয়াগ, ১০ মে ঃ শুক্রবার অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্য তিথিতে খুলেছে কেদারনাথের দরজা। পাশাপাশি গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রীর পথও খুলে দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, আগামী ১২ মে খুলবে বদ্রীনাথের দরজাও।শুক্রবার ভোরে কেদারনাথ মন্দিরের দরজা খোলার সময়ে উপস্থিত ছিলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি এবং তাঁর স্ত্রী। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে বলেন, সমস্ত রীতিনীতি মেনে শ্রী কেদারনাথ ধাম, শ্রী যমুনোত্রী ধাম ও শ্রী গঙ্গোত্রী ধামের দরজা খোলা হচ্ছে। চারধাম যাত্রার জন্য আসা সমস্ত ভক্তকে দর্শনের জন্য আন্তরিকভাবে স্বাগত ও অভিনন্দন জানাই। ইতিমধ্যেই চারধাম যাত্রায় অংশ নেওয়ার জন্য সেখানে পৌঁছেছেন কয়েক হাজার ভক্ত। তাঁদের নিরাপত্তা ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটাতে সবরকম প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে রাজ্য প্রশাসন।

পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল, অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৫ ডলারের কাছাকাছি

নয়াদিল্লি, ১০ মে ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়ছে। বেন্ট ক্রুডের দাম লাফিয়ে ৮৫ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুড প্রতি ব্যারেল ৮০ ডলারের কাছাকাছি পৌঁছেছে। পাবলিক সেক্টরের তেল এবং গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি শুক্রবার পেট্রোল এবং ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।এই সপ্তাহের পঞ্চম দিনে, প্রারম্ভিক লেনদেনে, ব্রেন্ট ক্রুড ০.৪৫ ডলার বা ০.৫৪ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ব্যারেল প্রতি ৮৪.৩৩ ডলারে প্রবণতা করছে। ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডও ব্যারেল প্রতি ৭৯.৭৫ ডলারে লেনদেন করছে, ০.৪৯ ডলার বা ০.৬২ শতাংশ বেড়েছে।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৪.২১ টাকা, ডিজেল ৯২.১৫ টাকা, কলকাতায় ১০৩.৯৪ টাকা, ডিজেল ৯০.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা, ডিজেল ৯২.৩৪ প্রতি লিটারে পাওয়া যায়।

কোপা আমেরিকাতে উগ্র সমর্থকদের মাঠে প্রবেশ ঠেকাতে আর্জেন্টিনা কঠোর হচ্ছে

আমেরিকা, ১০ মে ঃকোপার আয়োজক যুক্তরাষ্ট্রের কাছে উগ্র সমর্থকদের তালিকা পাঠাল আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এফএ)।আসন্ন কোপা আমেরিকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করছে আর্জেন্টিনার ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি। সেই ধারাবাহিকতায় তারা উগ্র সমর্থকদের এই তালিকা তৈরি করেছে তারা। পুরো বিষয়টি এক্সে এক পোস্টের মাধ্যমে জানিয়েছেন আর্জেন্টিনার নিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রী প্যাট্রিসিয়া বালরিচ।এই ভক্ত অনুরাগীদের নিয়েই এবার কোপাতে বিপাকে প।তে হচ্ছে আর্জেনটিনাকে। আসন্ন কোপা আমেরিকার খেলতে যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। আর এই কোপা আমেরিকাকে কেন্দ্র করে কিছু সমর্থককে নিষেধাজ্ঞা দিতে যাচ্ছে আর্জেন্টিনা। আর কোপার জন্য কিছু উগ্র সমর্থকের একটি তালিকা তৈরি করে যুক্তরাষ্ট্রকে পাঠিয়েছে আর্জেন্টিনা।উল্লেখ্য, এবার বেশ কিছু আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে।সেদিকে লক্ষ্য রেখে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঠিক রাখতে বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের জাস্টিস এন্ড হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১১ মে মার্ট ঃশুক্রবার, ২৮ বৈশাখ মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৮ বৈশাখ ঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ২৮ বৈশাখ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৮ বৈশাখ মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২৮ বৈশাখ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ

রবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩
পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১
পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২
পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১
পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩
পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১
পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১
পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২
পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩২.১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২১.০১ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯০শতকরা এবং ৫৪শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে বৃহঃবার। জোয়ার- সকাল ১১টা ১০ মিনিট এবং রাত১১টা ১০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-২টা ০০মিনিট। রাত-২টে ১১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৯মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ০৭ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃযদি সম্ভব হয় তাহলে দীর্ঘ ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন কারণ আপনি খুবই দুর্বল এবং এটি আপনাকে আরো দুর্বল করে তুলতে পারে। সংসারে শান্তি হবে

বৃষভ রাশিঃএমন একটি দিন যেখানে আপনি আরাম করতে সমর্থ হবেন। আপনার পেশীগুলিকে আরাম দিতে তেল দিয়ে আপনার শরীর মালিশ করুন। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন।

মিথুন রাশিঃআপনার শৈশব স্মৃতি আপনাকে জড়িয়ে রাখবে। এরফলে আপনি নিজেকে অপ্রয়োজনীয় মানসিক উত্তেজনা দিতে পারেন। বাড়িতে শান্তিহবে

কর্কট রাশিঃঅপ্রয়োজনীয় ব্যাপারে তর্ক করে সময় নষ্ট করবেন না। মনে রাখবেন তর্কে পাওয়ার কিছু নেই বরং কেবল হারাবার আছে। আপনি অর্থ-সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও মামলায় জড়িত থাকলে আদালত আজ আপনার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেবে।

সিংহ রাশিঃসন্ধ্যাবেলায় একটু আরাম করুন। বিভিন্ন উৎস থেকে আর্থিক লাভ হবে। শান্তি সংসারে

কন্যারাশিঃহতাশার মনোভাব আপনার নাগালে আসতে দেবেন না। আজ, আপনি আপনার ভাই বা বোনের সাহায্য থেকে সুবিধা পেতে পারেন। সন্তান হতে পারে

তুলারাশিঃআপনার ক্রমাগত ইতিবাচক চিন্তা পুরস্কৃত হবে।

বৃশ্চিক রাশিঃ গাড়ি চালানোর সময় যত্নশীল হোন। এই রাশিচক্রের সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচিত ব্যবসায়ীদের আজকের অর্থটি খুব চিন্তা করেই বিনিয়োগ করতে হবে। বিবাহের যোগ হবে

ধনু রাশিঃ চাপের কারণে ছোটখাটো অসুস্থতা দেখা দিতে পারে। হালকা বোধ করতে বন্ধু এবং পরিবারের সদস্যদের মাঝে বসুন। আর্থিক সুবিধার যোগ ।

মকর রাশিঃবন্ধুবান্ধবদের সাথে সন্ধ্যাযাপন সুখকর হবে কিন্তু যত্নশীল হোন কারণ অতিরিক্ত খাওয়া আপনার পরের সকালটি খারাপ করতে পারে। শুভদিন

কুম্ভ রাশিঃকাউকে আর্থিক ধার না দেয়া ভালো আজকের দিনে

মীন রাশিঃঅত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সমর্থন আপনার সাহসকে এক বড় উসাহদান করবে। রোগের সমস্যা হতে পারে

রাঁচির জমির জাল নথি তৈরি হত কলকাতায়, দুর্নীতি মামলায় ধৃত বাংলার ২

কলকাতা, ১০ মে ঃ রাঁচিতে জমি দখলের জন্য কলকাতায় বসে জাল নথি তৈরি হত। রাঁচির জমি দুর্নীতি মামলায় এই ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে বলে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি)দাবি। তদন্তে ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, তাঁদের মধ্যে দুজন কলকাতা রেজিস্ট্রার অফিসের কর্মচারী। আর একজন হাজারিবাগ আদালতে চাকরি করেন। ইডি সূত্রের খবর, ধৃত সঞ্জিত কুমার এবং তাপস ঘোষ কলকাতা রেজিস্ট্রার অফিসে ঝাড়ুদারের চাকরি করেন। রাঁচিতে জমি দখলের জন্য কলকাতায় বসে জাল নথি তৈরি করতেন তাঁরা। তারপর সেই নথি চলে যেত ঝাড়খণ্ড হাজারিবাগ আদালতের কর্মচারী মহম্মদ ইরশাদ আখতারের কাছে।

এই তিনজনকে বৃহস্পতিবার রাতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আঞ্চলিক অফিসে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়। জানা গিয়েছে, কলকাতার রেজিস্ট্রার অফ অ্যাসিউরেন্স-এর কর্মচারী তাপস ঘোষ এবং সঞ্জিত কুমার জমির

রেকর্ড থেকে কাগজপত্র গায়েব করে দিতেন। তারপর জমি সংক্রান্ত নথি থেকে সাদা কাগজ বের করে পাঠাতেন ঘটনার মাস্টারমাইন্ড আফসার এবং সাদ্দামের কাছে। পরে সেই কাগজের উপর নকল দলিল তৈরি করতেন ইরশাদ। ইডি আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এই পুরো কাজের জন্য আফসার এবং সঞ্জিতের কাছ থেকে ২১ লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন তাপস ঘোষ। অন্যদিকে, ৮ লক্ষ টাকা করে পেয়েছেন সঞ্জিত এবং ইরশাদ। এমনকী, ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের দুটি জমি সংক্রান্ত জাল কাগজপত্রও তৈরি করেছিল এভাবেই বলে জানা গিয়েছে ফরেনসিক তদন্তে। ধৃতদের শুক্রবার ইডি-র বিশেষ আদালতে তোলা হবে জানা গিয়েছে। সেখানে তিনজনকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আবেদন জানাবেন কেন্দ্রীয় আধিকারিকরা বলে জানা গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, বেনামে সেনার জমি, উপজাতিদের জমি বেআইনিভাবে বিক্রির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে। সেই মামলার সঙ্গে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সঞ্জিত, তাপসরা কীভাবে যুক্ত তা খতিয়ে দেখছেন ইডি আধিকারিকরা।

শুক্রবারও বঙ্গে ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস, চলবে রবিবার পর্যন্ত

কলকাতা, ১০ মে ঃ ঝড়-বৃষ্টির ফলে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে অনেকটাই কমেছে তাপমাত্রা। আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, শুক্রবারের পর ঝড়-বৃষ্টির মাত্রা কিছুটা কমতে পারে। শুক্রবার কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলার কোনও কোনও স্থানে বৃষ্টির সঙ্গে ঘন্টায় ৫০-৬০ কিমি গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। গত কয়েকদিনের ঝড়-বৃষ্টির ফলে গরম কমেছে, ফলে স্বস্তি পেয়েছে সাধারণ মানুষ। অনেকটা বসন্তকালের আবহাওয়া দক্ষিণবঙ্গে। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, সোমবার থেকে আবারও তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করবে। তবে আপাতত ফের দক্ষিণবঙ্গে অসহ্য তাপপ্রবাহ পরিস্থিতি তৈরি হবে না।

অক্ষয় তৃতীয়ায় কমলো সোনার দর, বাড়লো রুপোর দাম

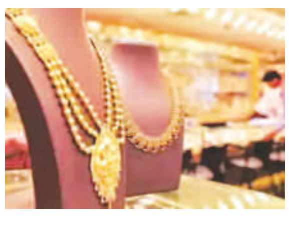

কলকাতা, ১০ মে ঃ শুক্রবার অক্ষয় তৃতীয়া। এই শুভ তিথিতে রয়েছে সোনা কেনার চল। এই বিশেষ দিনে আরও কিছুটা সস্তা হল সোনা। তবে এদিন সামান্য বেড়েছে রুপোর দাম। শুক্রবার ২২ ক্যারেটের ১০ গ্রাম সোনার দাম রয়েছে ৬৬ হাজার ১৪০ টাকা। বৃহস্পতিবারের তুলনায় ১০ টাকা দাম কমেছে। ২৪ ক্যারেটের ১০ গ্রাম সোনার দাম রয়েছে ৭২ হাজার ১৫০ টাকা। বৃহস্পতিবারের তুলনায় ১০ টাকা কমেছে দাম। ১৮ ক্যারেটের ১০ গ্রাম সোনার দাম পড়বে ৫৪ হাজার ১১০ টাকা। বৃহস্পতিবারের তুলনায় এটারও ১০ টাকা দাম কমেছে। তবে এদিন সোনার দাম কমলেও, রুপোর দাম সামান্য বেড়েছে। ১ কেজি রুপোর দাম হয়েছে ৮৫ হাজার ৩০০ টাকা। বৃহস্পতিবারের তুলনায় ১০০ টাকা দাম বেড়েছে এদিন।

শুক্রবার দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পুজো দিয়ে মনোনয়ন জমা দিতে গেলেন দমদম লোকসভা কেন্দ্রের সৌগত রায়। তাঁর সঙ্গে পুজো দিয়ে মনোনয়ন জমা দিতে গেলেন বরানগর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী সায়ন্তিকা ব্যানার্জি।

মন্দিরে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন জগন্নাথদেবের চন্দন যাত্রা উৎসব

নববারাকপুর, ১০ মেঃ হিন্দু পুরাণ মতে, অক্ষয় তৃতীয়ার দিন সত্যযুগের অবসান ঘটিয়ে ত্রেতা যুগের সুচনা হয়। অক্ষয় তৃতীয়া হলো চান্দ্র বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের তৃতীয়া তিথি, অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তিথি, অক্ষয় শব্দের অর্থ হল যা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। বৈদিক বিশ্বাসানুসারে এই পবিত্র তিথিতে কোন শুভকার্য সম্পন্ন হলে তা অনন্তকাল অক্ষয় হয়ে থাকে। বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার পরশুরামের জন্মদিন বেদব্যাস ও গণেশ এই পুন্য দিনে মহাভারত রচনা আরম্ভ করেন। ভগবানের অঙ্গলেপন এক ধরণের ভক্তিমূলক কর্ম এবং চন্দন হল সর্বশ্রেষ্ঠ প্রলেপন। যেহেতু ভারতে বৈশাখ মাস অত্যন্ত উষ্ণ থাকে, তাই চন্দনের শীতল গুণ ভগবানের আনন্দ প্রদান করে। শুক্রবার সকালে বিশ্ব মাতা মন্দিরে জগন্নাথের দুই চক্ষু ব্যতীত সর্বাঙ্গে চন্দন লেপন করা হয়ে থাকে।বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীসমীরেশ্বর বলেন বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘের শাস্ত্র অনুযায়ী ঠাকুরের গায়ে প্রচন্ড দাবদাহে শীতল হওয়ার জন্য তার গায়ে চন্দন লেপন করা হল।

মাদক উদ্ধারে গিয়ে বারুইপুরে আক্রান্ত ১৩ জন পুলিশ কর্মী

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ১০ মেঃ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মাদক উদ্ধার করতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিস।বারুইপুরের বৃন্দাখালি পঞ্চায়েত এর মাছপুকুরের ঘটনা। চারজন সাব-ইন্সপেক্টর, ৩ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর সহ মোট ১৩ জন পুলিস কর্মী আহত। অভিযোগ, ঘরের মধ্যে আটকে বিদ্যুৎ অফ করে মারা হয় পুলিস কে। এমনকী বটি নিয়ে মহিলারা তাড়া করে পুলিস কে এমনই অভিযোগ। বারুইপুর থানার পুলিসের কাছে খবর আসে যে বৃন্দাখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের মাছ পুকুর এলাকায় বাবুন নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে মাদক লুকানো আছে, খবর পেয়ে বারুইপুর থানার পুলিস অভিযানে যায়। যখন পুলিস বাবুনের বাড়িতে গিয়ে অভিযান চালাচ্ছিল, তখনই তাদেরকে কয়েক হাজার মানুষ ঘিরে ধরে। পুলিস কর্মীদের ঘরের মধ্যে আটকে রাখা হয়। তাঁদের উপর লাঠি, রড বঁটি দিয়ে তাদের উপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। পরে এসডিপিও বারুইপুর অতীশ বিশ্বাস ও আইসি বারুইপুর সৌম্যজিত রায়ের নেতৃত্বে বিশাল পুলিস বাহিনী গিয়ে তাদের উদ্ধার করে। আহত পুলিস কর্মীদের উদ্ধার করে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। সেখানেই তাদের চিকিৎসা চলছে।

অভিনব কায়দায় নির্বাচনী প্রচার

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ১০ মেঃ অভিনব কায়দায় নির্বাচনী প্রচার উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের ধান্দালী পঞ্চায়েতের একাধিক এলাকায়। ওরা অনেকেই লক্ষীর ভান্ডার প্রকল্পের আওতায় পাচ্ছে প্রতি মাসে টাকা, আবার স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের সুবিধা,অনেক বাড়িতে পেয়েছে কন্যাশ্রী প্রকল্পের টাকা, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য সবুজ সাথীর সাইকেল, বয়স্ক ব্যাক্তিরা পেয়েছে বার্ধক্য ভাতা সহ একাধিক সুবিধা। বৃহস্পতিবার লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষে ১৭৮নং উলুবেড়িয়া দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের ধান্দালী পঞ্চায়েতের ১৮৮নং কাঁটাখোলা ১নং বুথে দেখা গেল স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা রমিলা খাতুনের নেতৃত্বে একদল তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকদের নিয়ে লক্ষীর ভান্ডার হাতে নিয়ে দেবী লক্ষীর সাজে এবং একাধিক প্রকল্পের লেখা সম্বলিত প্লাকার্ড হাতে নিয়ে বাড়ি বাড়ি প্রচার করে জনসংযোগ কর্মসূচি পালন করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী সাজদা আহমেদের সমর্থনে। বাড়ির দরজায় ভান্ডার হাতে জীবন্ত লক্ষীকে দেখে অনেকেই আপ্লুত। লক্ষী সেজে ভান্ডার হাতে নিয়ে বাড়ি বাড়ি প্রচারে স্থানীয় মহিলাদের মধ্যে ছিল যেমন উৎসাহ ছিল ঠিক তেমনিভাবে লিষ্টে নাম থাকা সত্ত্বেও ঘর না পাওয়ায় সমস্যা ও ১০০দিনের কাজের বিষয়ে রয়েছে মানুষের ক্ষোভ। স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ বলেন আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে যদি কেন্দ্রীয় সরকার নি দেয় তাহলে রাজ্যের সরকার ব্যবস্থা করবেন। কাঁটাখোলা ১নং,গাজীপুকুরিয়ার একাধিক এলাকায় জনসংযোগে পঞ্চায়েত সদস্যার সঙ্গে ছিলেন তপন পাল,সেখ বাপন সহ একাধিক স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থকরা।

জল পুলিশের খপ্পরে দুষ্কৃতী

কলকাতা, ১০ মে ঃ ফের সক্রিয় কলকাতার বন্দরের দুষ্কৃতী চক্র। তবে অতি সক্রিয় হওয়ার আগেই তদন্তে নেমে সাফল্য পেল রিভার ট্রাফিক পুলিশ। দুষ্কৃতী চক্রের মাথাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে লালবাজারের জল পুলিশ শাখা। ধৃতের নাম, মহম্মদ জাকির। শুক্রবার ভোররাতে জ্যোতিনগর কলোনি থেকে গ্রেফতার করেছে উত্তর বন্দর থানার পুলিশ। এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশের ডিসি (বন্দর) হরিকৃষ্ণ পাই সংবাদমাধ্যমকে বলেন, আমরা এই ঘটনায় গুরুত্বপূর্ণ সহকারে তদন্ত করছি। এখনও পর্যন্ত একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে অভিযুক্তকে জেরা করে কোনও সাগরেদের নাম জানতে পারা যায়নি। দুষ্কৃতী দলের নেপথ্যে নতুন কোনও গ্যাং রয়েছে, কি না তা তদন্ত করছে কলকাতা রিভার ট্রাফিক পুলিশ। এই দল মূলত উত্তর কলকাতার কাশীপুর ও মেটিয়াবুরুজের মতো জায়গা লক্ষ্য করে। কলকাতা রিভার ট্রাফিক পুলিশের সূত্র জানা যাচ্ছে, রাতের অন্ধকারে উত্তর কলকাতার কাশীপুর এলাকার জ্যোতিনগর কলোনি থেকে নৌকো নিয়ে বেরোয় এই দুষ্কৃতীদের দল। অভিযোগ, মাঝরাতে যাতে স্টিমারের শব্দ না-হয়, তাই দাঁড়টানা নৌকাই ব্যবহার করে তারা। মেটিয়াবুরুজ থেকে উত্তরপাড়া ঘাট যেখানে কলকাতা রিভার ট্রাফিক পুলিশের আওতাধীন, সেই সকল এলাকায় মূলত এরা রাতের অন্ধকারে টহল দিত। কিছুদিন আগেই উত্তরপাড়া থেকে লোহার বড় বড় দামি জিনিস চুরির যাওয়ারও অভিযোগ ওঠে। মূলত দুষ্কৃতীরা দল লোহার যন্ত্রপাতিগুলো কলকাতা ও তার বাইরে চোরাবাজারে বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করে। লালবাজার সূত্রে খবর, অভিযোগ পাওয়ার পরেই তদন্তে নামে রিভার ট্রাফিক পুলিশ। যেহেতু এটি জল পুলিশের আওতাধীন, ফলে কলকাতা পুলিশের রিভার ট্রাফিক পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত করছে।

শাহজাহানের ভাই ও ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করল ইডি

কলকাতা, ১০ মেঃ সন্দেশখালিতে বেআইনি ভাবে জমি দখলের মামলায় শাহজাহান শেখের ভাই সিরাজউদ্দিন শেখকে ফের তলব করল ইডি। সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করা হল শাহজাহানের আরও কয়েক জন আত্মীয় এবং ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীদেরও। ইডি সূত্রে খবর, সিরাজকেও আগেও ডেকে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি তদন্তকারী আধিকারিকদের জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হননি। সাড়া দেননি সিবিআইয়ের ডাকেও। এর পরেই তাঁর বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিস জারি করা হয়। সিরাজ ও শাহজাহান-ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি তলব করা হয়েছে ধৃত শিবপ্রসাদ (শিবু) হাজরার ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীদেরও। শিবু শাহজাহানেরই শাগরেদ বলে পরিচিত। সন্দেশখালিতে জমি দখল ও ধর্ষণের অভিযোগের মামলায় তাঁকেও গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সূত্রে জানা গিয়েছে, শাহজাহানের ব্যাঙ্কের নথি, জমি লিজ়ের কাগজপত্র খতিয়ে দেখতে গিয়ে এবং ধৃতদের বয়ানে যে সব নাম উঠে এসেছে, তাঁদেরই তলব করা হয়েছে। ইডি সূত্রে খবর, দ্বীপ এলাকা সন্দেশখালির সরবেড়িয়া, ধামাখালি-সহ বেশ কিছু এলাকায় সব মিলিয়ে হাজার বিঘা জমি লিজ় নিয়েছিলেন শাহজাহান। তবে স্বনামে নয়।

অনেকের নাম ব্যবহার করে ওই জমি লিজ় নিয়েছিলেন সন্দেশখালির সাসপেন্ড হওয়া তৃণমূল নেতা। তার তদন্তেই সিরাজ ও শিবুদের নাম উঠে এসেছে।

কোন্নগর রাজরাজেশ্বরী সেবা মঠে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া পালন

দুরন্ত বার্তা, শিয়াখালা, হুগলি, ১০ মেঃ শুক্রবার শুভ অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে শঙ্করাচার্য স্বামী স্বরূপানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত কোন্নগর রাজরাজেশ্বরী সেবা মঠে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব পালিত হয়। অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে রাজরাজেশ্বরী সেবা মঠের পক্ষ থেকে ২০০ জন দুঃস্থ মানুষকে নতুন বস্ত্র উপহার দেওয়া হয়। উপহারের তালিকায় মহিলাদের শাড়ি, ও পুরুষদের ধুতি , ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের গামছা, মাটির জালা, ধুতি, গোটাফল, নগদ টাকা দক্ষিণা, সহ প্রত্যেককে গোটা এক বোতল ফলের জুস উপহার হিসেবে দেওয়া হয়। প্রায় ১০০০ মানুষকে দুপুরে মন্দিরে বসিয়ে মায়ের ভোগ প্রসাদ খাওয়ানো হয়। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ব্রহ্মচারী সচ্চিত স্বরূপ ও মঠের উপপ্রধান পুরোহিত শ্রীধর দ্বিবেদী বলেন অক্ষয় তৃতীয়া

উপলক্ষে কোন্নগর জুড়ে পুলিশের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। জানা গেছে অক্ষয় তৃতীয়া হল চন্দ্র বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথি। অক্ষয় শব্দের অর্থ হল যা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না বৈদিক বিশ্বাস অনুসারে এই পবিত্র তিথিতে কোন শুভ কার্যসম্পন্ন হলে তা অনন্তকাল অক্ষয় হয়ে থাকে। যদি ভালো কাজ করা হয় তার জন্য আমাদের লাভ হয় অক্ষয় পুন্য। আর যদি খারাপ কাজ করা হয় তবে তা লাভ হয় অক্ষয় পাপ। তাই এদিন খুব সাবধানে প্রতিটি কাজ করা উচিত। খেয়াল রাখতে হবে এদিনে ভুলেও যেন কোন খারাপ কাজ হয়ে না যায়। এই দিন পূজা, জপ, ধ্যান, দান, অপরের মনে আনন্দ দেওয়ার মতো কাজ করা উচিত। এই দিনই দেবী অন্নপূর্ণার আবির্ভাব ঘটে। এই দিনই সত্য যুগ শেষ হয়ে ত্রেতা যুগের সূচনা হয়। এই দিনই কুবেরের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাকে অতুল ঐশ্বর্য প্রদান করেন। এই অক্ষয় তৃতীয়ার শুভ অনুষ্ঠানে মধ্যপ্রদেশের পরমহংস গঙ্গা আশ্রম থেকে এসেছেন পন্ডিত রাজেন্দ্র প্রসাদ দ্বিবেদী শাস্ত্রী, জ্যোতিষপীঠ পণ্ডিত আচার্য রবি শংকর দ্বিবেদী, এছাড়াও মঠের প্রধান পুরোহিত ব্রহ্মচারী সচ্চিত স্বরূপ ও মঠের উপপ্রধান পুরোহিত শ্রীধর দ্বিবেদীসহ বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন।

পূজার আয়োজনে ছিলেন প্রভাত পাচৌরি, মঞ্জু পোদ্দার, অনুপ পোদ্দার,লক্ষ্মী পোদ্দার, ঋত্বিক মিশ্রা, সৌরভ মিশ্রা, রবি চৌবে প্রমূখ। এই শুভ অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে মঠে প্রচুর মানুষ সমবেত হয়েছিলেন।

ছেঁড়া টাকা বদলানোর কাজ করেন, বিপুল নগদ উদ্ধার হওয়ায় দাবি কৈলাশ ক্ষেত্রীর

ভোপাল, ১০ মে ঃ ভোপালের পন্ত নগর কলোনির কৈলাশ ক্ষেত্রীর বাড়িতে বিপুল অর্থ উদ্ধার করেছে আয়কর দফতর।

এই প্রসঙ্গে ডিসিপি ভোপাল জোন-১ প্রিয়াঙ্কা শুক্লা বলেছেন, ৩৮ বছর বয়সী কৈলাশ ক্ষেত্রীর বাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণে নগদ উদ্ধার করা হয়েছে। কৈলাশ ক্ষেত্রী বলেছেন যে তিনি গত ১৮ বছর ধরে ছেঁড়া নোট বদলানোর কাজ করছেন। তবে এই সংক্রান্ত কোনও নথি তিনি দেখাতে পারেননি। সূত্রের খবর, তদন্তকারীরা সন্দেহ করছেন, এই বিপুল পরিমাণ টাকা রাজনৈতিক নেতাদের। এও মনে করা হচ্ছে, কালো টাকা সাদা করার কাজ করতেন ওই ব্যক্তি। উল্লেখ্য, শুক্রবার সকালে ভোপালের পন্ত নগর কলোনির কৈলাশ ক্ষেত্রীর বাড়িতে হানা দেয় আয়কর দফতর।

তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ টাকা। সেখানে ১০ টাকা, ২০ টাকার বান্ডিল যেমন রয়েছে, তেমনই উদ্ধার হয়েছে ২০০, ৫০০ টাকার নোটের বান্ডিলও। বিপুল পরিমাণ টাকা গোনার কাজ এখনও চলছে।

নিউটাউনে সরকারি জমিতে তৃণমূলের পার্টি অফিস ভেঙে ফেলার নির্দেশ বিচারপতির

কলকাতা, ১০ মে ঃ হিডকোর জমি দখল করে দলীয় কার্যালয় করার অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি গড়িয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত। তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। শুক্রবার মামলার শুনানিতে তিনটি পার্টি অফিস ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বেআইনি পার্টি অফিস তাঁদের জমিতেই গড়ে উঠেছে বলে এদিন রিপোর্ট দিয়ে জানায় হিডকো। এরপরেই দলই কার্যালয়গুলো ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেন বিচারপতি। আদালত সূত্রে খবর, শুধু একটি পার্টি অফিস নয়, হিডকো জমিতে এমন ৩৫ টি আরও রাজনৈতিক কার্যালয় বানানো হয়েছে। আদালতে এমনটাই দাবি করেছেন মামলাকারী।

বিচারপতি এদিন বলেন, ‘হিডকো কেন নিজেদের সম্পত্তি রক্ষা করতে পারছেন না? দখল হয়ে যাচ্ছে ফুটপাত! নির্মাণ করা হচ্ছে অবৈধ ভাবে! আপনাদের কি কোন নির্দিষ্ট আইন নেই?’ বেআইনিভাবে গজিয়ে ওঠা পার্টি অফিসগুলিকে এরপর ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেন তিনি।

হুগলিতে তৃণমূল-ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের বাড়িতে আয়কর হানা

হুগলি, ১০ মেঃ এক যোগে একাধিক ব্যবসায়ীর বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি চালালেন কেন্দ্রীয় সংস্থার আধিকারিকেরা। শাসকদলের দাবি, ব্যবসায়ীদের বাড়িতে আয়কর হানার নেপথ্যে রয়েছেন হুগলির বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়। লকেটেরও বক্তব্য, দুর্নীতি করলে কেউ ছাড় পাবে না। স্থানীয় সূত্রে খবর, শুক্রবার সকালে মগড়া ও বাঁশবেড়িয়ার ‘তৃণমূল-ঘনিষ্ঠ’ ব্যবসায়ী কমল দাস, বৈদ্যনাথ সাহা (বৈদ্য), সত্যরঞ্জন শীল (সোনা), দিলপ্রীত সিংহ, অভিজিৎ ঘটক (টিঙ্কু)-সহ একাধিক ব্যবসায়ীর বাড়ি ও অফিসের ঠিকানায় হানা দেন আয়কর দফতরের আধিকারিকেরা। সঙ্গে রয়েছেন সিআরপিএফের জওয়ানেরাও। ঘটনাচক্রে, গত ৩ এপ্রিল এই ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধেই অভিযোগ করেছিলেন লকেট। তাঁর দাবি ছিল, ওই ব্যবসায়ীরা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত।

দুর্নীতির টাকা তাঁরা তৃণমূলকে দেন। তার পরেই এই আয়কর হানা। ব্যবসায়ীদের বাড়িতে আয়কর তল্লাশি নিয়ে হুগলি-শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতি অরিন্দম গুইন বলেন, “ব্যবসা করা কি অপরাধ? না কি তৃণমূল ঘনিষ্ঠ হওয়া অপরাধ? লকেট চট্টোপাধ্যায় আগে থেকেই বলে রাখছেন, কোথায় ইডি যাবে, কোথায় সিবিআই যাবে আর কোথায় আয়কর দফতর যাবে। তার মানে এজেন্সিগুলো বিজেপি হয়ে গিয়েছে। আর যদি ব্যবসায়ীদের কথা বলি, তা হলে ইলেক্টোরাল বন্ডটা কী! বিজেপি কত টাকা নিয়েছে ব্যবসায়ীদের থেকে?”

কৃষকবন্ধু প্রকল্পে নথিভুক্ত নন চাষিদের থেকেও সহায়ক মূল্যে ধান নেবে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ মেঃ রাজ্য সরকার এখন কৃষকবন্ধু প্রকল্পে নথিভুক্ত নন এমন চাষিদের কাছ থেকেও সহায়ক মূল্যে ধান সংগ্রহ করবে। চলতি খরিফ মরশুমের বাকি সময়, অর্থাৎ আগামী সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত যে কোনো কৃষক সরকারের কাছে সর্বোচ্চ ৩০ কুইন্টাল ধান বেচতে পারবেন। কৃষকবন্ধু প্রকল্পে নথিভুক্ত যেসব কৃষক ইতিমধ্যেই সরকারের কাছে ধান বিক্রি করেছেন তাঁরাও বাড়তি ধান বিক্রির সুযোগ পাবেন বলে খাদ্য দফতর জানিয়েছে। সরকারি উদ্যোগে ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতেই এই উদ্‌য়োগ বলে খাদ্য দফতর সূত্রে জানা গেছে। রাজ্‌য়ে এবার সহায়ক মূল্যে ৭০ লক্ষ টন ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। যেখানে চলতি মরশুমে এপর্যন্ত সাড়ে ৪৫ লক্ষ টন ধান সংগ্রহ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। গতবছর সরকারি উদ্যোগে ৫৫ লক্ষ টন ধান সংগ্রেহ করা হয়েছিল।

সরকার অনুমোদিত বাসে ভাড়ার সুস্পষ্ট তালিকা টাঙাতে হবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ মেঃ বেসরকারি বাসেও সরকার অনুমোদিত ভাড়ার সুস্পষ্ট তালিকা টাঙাতে হবে। অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থাও রাখতে হবে। সম্প্রতি বেসরকারি বাসের ভাড়া সংক্রান্ত একটি মামলায় হাই কোর্টের রায়ের প্রেক্ষিতে আঞ্চলিক পরিবহণ দফতর সম্প্রতি নতুন করে বাসমালিক সংগঠনগুলিকে এই নির্দেশ পাঠিয়েছে। সেই নির্দেশে বেসরকারি বাসে ভাড়ার তালিকা এমন ভাবে টাঙাতে বলা হয়েছে, যাতে তা সকলের চোখে পড়ে। কোথাও বেশি ভাড়া নেওয়া হলে যাত্রীরা যাতে অভিযোগ জানাতে পারেন, তার ব্যবস্থাও করার কথা বলা হয়েছে।

আয়কর হানা, বিপুল টাকার হদিশ মধ্যপ্রদেশে

ভোপাল, ১০ মে ঃ ঝাড়খণ্ডের পর এবার মধ্যপ্রদেশের থেকে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ টাকা। থরে থরে সাজানো ১০, ২০, ২০০, ৫০০ টাকার নোটের বান্ডিল। শুক্রবার আয়কর হানায় বিপুল টাকার খোঁজ মিললো ভোপালে। এখনও টাকা গোনা চলছে। জানা গিয়েছে, এদিন সকালে ভোপালের পন্ত নগর কলোনির কৈলাশ ক্ষেত্রীর বাড়িতে হানা দেয় আয়কর দফতর। তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ টাকা। সেখানে ১০ টাকা, ২০ টাকার বান্ডিল যেমন রয়েছে, তেমনই উদ্ধার হয়েছে ২০০, ৫০০ টাকার নোটের বান্ডিলও। বিপুল পরিমাণ টাকা গোনার কাজ এখনও চলছে।

চারধামে ভক্তদের স্বাগত জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ধামি

রুদ্রপ্রয়াগ, ১০ মে ঃ শুক্রবার অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্য তিথিতে খুলেছে কেদারনাথের দরজা। পাশাপাশি গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রীর পথও খুলে দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, আগামী ১২ মে খুলবে বদ্রীনাথের দরজাও। শুক্রবার ভোরে কেদারনাথ মন্দিরের দরজা খোলার সময়ে উপস্থিত ছিলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি এবং তাঁর স্ত্রী। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে বলেন, সমস্ত রীতিনীতি মেনে শ্রী কেদারনাথ ধাম, শ্রী যমুনোত্রী ধাম ও শ্রী গঙ্গোত্রী ধামের দরজা খোলা হচ্ছে। চারধাম যাত্রার জন্য আসা সমস্ত ভক্তকে দর্শনের জন্য আন্তরিকভাবে স্বাগত ও অভিনন্দন জানাই। ইতিমধ্যেই চারধাম যাত্রায় অংশ নেওয়ার জন্য সেখানে পৌঁছেছেন কয়েক হাজার ভক্ত। তাঁদের নিরাপত্তা ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটাতে সবরকম প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে রাজ্য প্রশাসন।

সাতসকালে ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল কার্গিল

লাদাখ, ১০ মে ঃ সাতসকালে ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল কার্গিল। শুক্রবার সকাল ৭টা ২২ মিনিট নাগাদ কার্গিলে ভূকম্পন অনুভত হয়। রিখটার স্কেলে কম্পনের তীব্রতা ছিল ৪.৩ মাত্রা। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির তথ্য অনুযায়ী, লাদাখের কার্গিল থেকে উত্তর-উত্তর পশ্চিম প্রান্তে ৩৪৬ কিমি দূরে তাজাখিস্তান সীমান্তে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল। ভূমিকম্পের গভীরতা ছিল ১৬০ কিমি। এদিন সকালে কার্গিলে ভূমিকম্প অনুভূত হওয়ায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয় এলাকায়। যদিও এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

হাওড়া - ভাগলপুর বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন চালুর ভুয়ো খবর

কলকাতা, ১০ মেঃ বেশ কিছু স্বনামধন্য পত্রপত্রিকা, এমনকি স্থানীয় ভাষায় প্রচারিত বহুলপ্রচলিত পত্রিকাতেও সম্প্রতি হাওড়া - ভাগলপুর বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন চালুর খবর দেখা যাচ্ছে। এই খবর সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং উপযুক্ত তথ্যের ভিত্তিতে নয়। পত্রপত্রিকাগুলি আরেক ধাপ এগিয়ে ট্রেনের যাত্রাপথ এবং সময়সারণিও প্রচারিত করে জনমানসে অযথা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। শ্রী কৌশিক মিত্র, পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোক আধিকারিক বলেন, বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত হাওড়া - ভাগলপুর বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন চালুর এজাতীয় খবর সম্পূর্ণ মিথ্যে এবং বিভ্রান্তিকর এবং নিকট ভবিষ্যতে এই ধরণের ট্রেন চালানোর কোনো পরিকল্পনা এখনো অবধি রেল কতৃপক্ষ নেয়নি। জনসাধরণের কাছে অনুরোধ, তারা যেন এজাতীয় বিভ্রান্তিকর খবরে বিশ্বাস না করেন এবং কেবলমাত্র উপযুক্ত রেল কতৃপক্ষ কতৃপক্ষের দ্বারা প্রচারিত বার্তাকে অনুসরণ করেন । রেল কতৃপক্ষ জনসাধারণকে অনুরোধ করছে ভুয়ো খবরে বিশ্বাস করে অযথা হয়রানির স্বীকার হবেন না।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৬১ সংখ্যা, শনিবার, ২৮ বৈশাখ, ১৪৩১

বলির পাঁঠা ইউক্রেন

রাশিয়ার তেল গ্যাস কিনছে না ইউরোপের কোনও দেশ। এখন বাজি জেতার তাসটা আমেরিকা গ্রহণ করার চেষ্টা করছে। নিলামে ইউক্রেনকে চড়িয়ে দিয়েছে রাশিয়া এবং আমেরিকা। ইউক্রেনবাসী মরে গেলে তাদের কোনও ক্ষতি নেই। ইউক্রেনের শহরগুলি ধ্বংস হয়ে গেলে তাদের কোনও ক্ষতি নেই। কিন্তু ইউক্রেনের পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র, গবেষণাগারগুলির ক্ষতি যাতে না হয় তার দিকে নজর দিতে শুরু করে দিয়েছে আমেরিকা এবং রাশিয়া। বলা হচ্ছে ইউক্রেনের গবেষণাগারে জৈব অস্ত্র রয়েছে। সেখান থেকে করোনা ভাইরাস সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল কিনা তার তথ্য কেউ জোগাড় করতে পারছে না। চিনের উহান প্রদেশের ওপরে দোষ চাপানো হয়েছে বটে। কিন্তু এখন তা ক্রমশ প্রকাশ্য। উহান এবং ইউক্রেনের গবেষনাগার থেকে করোনা ভাইরাস বিস্ফোরণ হয়েছিল কিনা তার কোনও খবর এখন প্রকাশিত হয়নি। এদিকে আমেরিকা ইউক্রেনের জৈব অস্ত্রগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করার ব্যাপারে আর্থিক সাহায্য করতো বলে জানতে পারা গিয়েছে। সেখানে জৈব বিস্ফোরক এবং ভাইরাস জীবাণু বিস্ফোরক রয়েছে তা আমেরিকা এবং রাশিয়ার জানা রয়েছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি এ ব্যাপারে খোলাখুলি কোনও আলোচনা করেননি বা তিনি ভিডিও বক্তব্য রাখেন নি। ইউক্রেন যুদ্ধটা হঠাৎ করে দানা কেন বাঁধল তা নিয়ে বিস্তর গবেষণা করতে শুরু করে দিয়েছেন যুদ্ধ বিশারদেরা। তারা মনে করছেন এই যুদ্ধ তৈরি হওয়ার পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে। যাকে ধামা চাপা দিতে চাইছে রাশিয়া এবং আমেরিকা উভয়ই। তারা ভয় পেতে শুরু করে দিয়েছে ইউক্রেন যদি আগামি দিনে মুখ খুলতে শুরু করে তাহলে কিন্তু সব গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যাবে। সেই কারণে সব প্রমাণ একেবারে লোপাট করে দাও। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি এখন কোথায় রয়েছেন তা কারোর জানা নেই। কিভের চারদিকে রুশ সেনা। তারা আগামি সপ্তাহের কোনও একদিন কিভতে প্রবেশ করবে। এদিকে জেলেনস্কিকে উদ্ধার করতে আমেরিকা ইতিমধ্যে নৌ সেনা নেভি সিলসদের নিয়োগপত্র দিয়েছে। তারা জেলেনস্কিকে উদ্ধার করে ওয়াশিংটনে নিয়ে আসতে চায়। তাহলে কি আমেরিকা জেলেনস্কি উদ্ধার করার নাম করে তাঁর মুখ বন্ধ করে দিতে চাইছে সেটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে যেতে শুরু করেছে। কেন নেটোভুক্ত রাষ্ট্র নেতারা ইউক্রেনে প্রেসিডেন্টকে উস্কানি দিয়ে পিছু হটতে শুরু করে দিয়েছিল তার কোনও উত্তর মেলাতে পারছে না। কেন নেটো বাহিনী চুপ করে বসে থাকলো পোলাণ্ড রুমানিয়া হাঙ্গেরী সীমান্তে তার কোনও উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না। তবে কি রাশিয়া এবং আমেরিকার মধ্যে একটি বোঝাপড়া শুরু হয়ে গিয়েছিল আগে থেকেই? তা নিয়ে প্রশ্ন জাগতে শুরু করেছে। কিভের পতন হলে আমেরিকা কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেটাই খতিয়ে দেখতে শুরু করে দিয়েছে যুদ্ধ বিশারদেরা। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা বলতে শুরু করে দিয়েছে আবার রাশিয়া এবং আমেরিকার মধ্যে ব্যবসাগত ভাগাভাগি হতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়া এখন থেকে ইউক্রেনের শাসন ব্যবস্থার ওপরে খবরদারি করতে থাকবে।

ভারতের চিন নীতি

ভারতের চিন নীতিই হল শান্তিপূর্ণতা। এই নীতি গ্রহণ করেই ভারত চিনের দিকে ধাবমান হতে চায়। চিনের আগ্রাসী নীতির প্রতিবাদ করতে শুরু করেদিয়েছেন বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এখনও পর্যন্ত চিনের ব্যাপারে কোনও রকমভাবে মুখ খুলতে চাইছেন না। তিনি মাত্র একটি বার বলেছেন চিনের নাম না করে বলেছেন, বিশ্বে এখন আগ্রাসন নীতি নিযে কোনও রাষ্ট্র যচি চলতে চায় তাহলে তার পতন অনিবার্য। বর্তমান যুগটা শক্তির যুগ নয়। বর্তমান যুগটা হচ্ছে সহযোগিতার যুগ। এই মুহূর্তে চিনের বিরুদ্ধে ভারত সরকার কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চায় না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখলকে প্রাধান্য দিতে চান মোদি। সেই কারণে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এখন চিনের বিরুদ্ধে কোনও রকমভাবে মুখ খুলতে চাইছেন না। চিন লাদাখের কতখানি ভারতের জমি অধিকার করে রয়েছে তা নিয়ে কোনও রকম মন্তব্য করতে চাইছেন না প্রধানমন্ত্রী মোদি। তার ওপরে হঠাৎ করে চিনের আগ্রাসন নথি একে বারে হাওয়া হয়ে গেল। এটার পেছনে কৌশল নিশ্চয় রয়েছে। সেই কৌশলটা হচ্ছে এখন চিনেক একেবারে চটাতে চাইছে না ভারত। মোদির সঙ্গে যে চিনের চেয়ারম্যানের দোলনা কূটনীতি করেছেন সেখানে কি কথা হয়েছে তা তিনি বক্তব্য পেশ করেননি সাংসদে। চিনের নাম করে আগ্রাসন নীতি নিয়ে একটি কথাও বললেন কেন মোদি তা নিয়ে দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা সোচ্চার। তাঁরা মনে করতে শুরু করে দিয়েছিলেন যে চিনের সঙ্গে কূটনৈতিক সংঘাত থাকলেও সরাসরি কোনও রকম যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হোক সেটা চায় না মোদি সরকার। চিনকে আর্থিক দিক দিয়ে বয়কট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু চিনের সঙ্গে আলোচনার পথটাকে খোলা রেখে দিয়ে চাইছেন মোদি। তিনি কোনও সময়ে চিনের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ করে কোনও কথা বলতে একেবারে রাজি নন। সেটা প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে প্রতিটি পদক্ষেপে। চিনের আর্থিক করিডর নিয়ে ভারত কোনও কথা বলেনি। শুধু চিন সরকারকে জানিয়েছিল যে চিন যেখানে আর্থিক করিডর তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে সেটা ভারতের অংশ। পাকিস্তানের অংশ নয়। পাকিস্তান আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করে ভারত থেকে কাশ্মীরের কিছু অংশ ছিনিয়ে নিয়েছে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

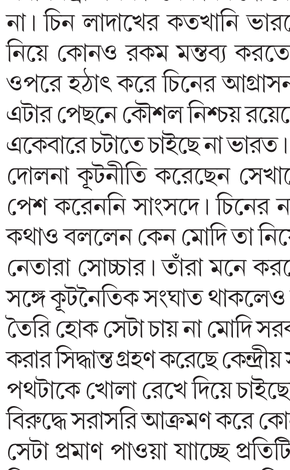

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র বলেন, দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়।

সিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা শিক্ষা হোক বা অর্থ হোক। কিছু দান না করলে কোনও কিছুই পাওয়া সম্ভব হবে না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম দেবতার সাক্ষাৎ পান। পরম দেবতা শরীরে অবস্থান করেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জগত প্রবাহিত হতে থাকে। তিনি হচ্ছেন জগত পতি। তিনি আছেন বলে সবাই সুস্থভাবে থাকে।

ভগিনী নিবেদিতা দর্শন

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, মানবজগতে ঈশ্বর না থাকলে এই জগ রক্ষা করা খুবই মুশকিল হতো। ঠাকুর বলতেন, মা ভবতারিণীর পুজো করতে হবে। ভবতারিণী জগতমাতার আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তবেই তিনি সাড়া দিয়ে থাকেন। পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণের জোরে সবাই জগতে টিঁকে রয়েছে। না হলে এই পৃথিবীতে কেউই চিরকারে জন্য বসবাসহীন হতো। মা ভবতারিণী হচ্ছেন সেই মধ্যাকর্ষণ। তাঁকে ঘিরে সবাই চলাফেরা করে। কাজ করতে হবে। মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। পাপটাকে মন থেকে দূর করে দিতে হবে। মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। শক্তিই হচ্ছে জগৎ রক্ষাকারী। যার শক্তি রয়েছে তিনি এই জগতে বাঁচার অধিকার বহন করেন। শক্তিহীন মানুষেরা কাপুরুশের মতো বসবাস করে। তারা পরজীবী হয়ে থাকে। তাদের বাঁচার অধিকার লুপ্ত হয়।

রাসবিহারী বোসের নেতৃত্বে ভারতের ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জকে বোমা মারার অপরাধে বসন্ত বিশ্বাসের ফাঁসি

রবীন্দ্র কুমার শীল

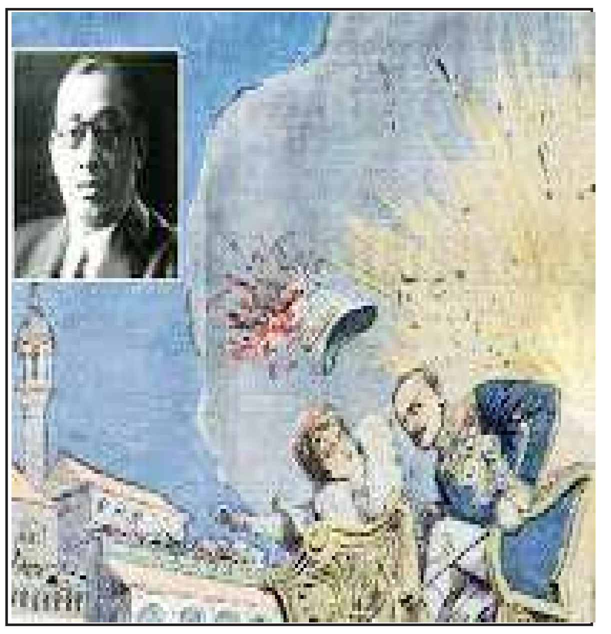

(বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস জন্মগ্রহণ করেছিলেন নদিয়া জেলার শহর কৃষ্ণনগরের থেকে পাঁচ ছয় কিলোমিটার দূরে ‘পোড়াগাছা’ গ্রামের সম্ভ্রান্ত মাহিষ্য সম্প্রদায়ের বিশ্বাস বংশে ১৮৯৫ সালের ৬ ফেব্রয়ারি। পিতার নাম ছিল মতিলালা বিশ্বাস। এবং মায়ের নাম ছিল কুঞ্জবালা। বসন্ত কুমার ছিলন কনিষ্ঠ। এই পরিবারের আরএকজন বিপ্লবী জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁর নাম মন্মথনাথ বিশ্বাস। বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের অধীডেনি থাকতেন বসন্ত বিশ্বাস। এই যুবককে দেখে দেশের কাজের লাগানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন রাসবিহারী বোস। বসন্ত বিশ্বাসের ছদ্মনাম দিয়েছিলে ‘বিশু দাস’। এই নামেই পরিচিত ছিলেন বসন্ত বিশ্বাস। কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন কর্তা ড. তপন চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, রাসবিহারী বোস ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের পুলিশের গুপ্তচর। তিনি ব্রিটিশ পুলিশদের হয়ে কাজ করতেন নিজের পিঠ বাঁচানোর জন্য। তিনি একদিনে ব্রিটিশ পুলিশদের হয়ে কাজ করতেন আবার সুযোগ বুঝে বিপ্লবীদের কাজে অংশ গ্রহণ করতেন। বহু সময়ে কলকাতা পুলিশ রাসবিহারী বোসের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের খবর তারা পেয়েছিল। কিন্তু রাসবিহারী বোসের ওপরে কোনও রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তিনি ব্রিটিশ পুলিশদের হয়ে কাজ করতেন বলে। ব্রিটিশরা তাঁকে বিশ্বাস করতে শুরু করলে সেই বিশ্বাসের সুযোগ গ্রহণ করে তিনি বিপ্লবী আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করতেন। তিনি কিন্তু ব্রিটিশদের হয়ে কাজটি করতেন তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তিনি যে সব বিপ্লবী কাজকর্ম করছেন তার দিকে যেন বেশি নজর দিতে না পারে পুলিশ বিভাগের কর্তারা। ব্রিটিশ পুলিশদের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য তাদের পক্ষ নিয়ে কথা বলেছেন আবার বক্তব্যও রেখেছিলেন। তিনি লর্ড হার্ডিঞ্জকে হত্যা করার পরিকল্পলনা গ্রহণ করেছিলেন আবার তিনি দেরাদুনে দাঁড়িয়ে লড হার্ডিঞ্জ হত্যার পরিকল্পনার নিন্দা করেছেন।)

১৯১২ সাল। ২৩ ডিসেম্বর। দিল্লিতে কনকনে ঠাণ্ডা। দিল্লির চাঁদনি চক থেকে শুরু করে দেওয়ান-ই -আম পর্যন্ত রাস্তার দুই ধারে লোকে লোকারণ্য। কোথাও পা খেলার জায়গা নেই। সাদা পোশাকের পুলিশ সতর্ক নরজদারি করতে শুরু করে দিয়েছে। কাউকে এক পাও এগোতে দিচ্ছে না। কড়া নিরাপত্তা। ভারতীয়দের বিশ্বাস করতে পারছে না ইংরেজ সরকার। সেই কারণে কড়া নজরদারি চালু রেখেছে। রাস্তার ভিড় করা জনতার মধ্যেও সাদা পোশাকের পুলিশ ভিড়ে গিয়েছে। তারাও জনাতর ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দিল্লির সেন্ট্রাল স্টেশন থেকে বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের স্পেশাল ট্রেন এসে পৌঁছাল। হাতির পিঠে বসে আছেন লর্ড হার্ডিঞ্জ। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। উড়ছে ব্রিটিশ জাতীয় পতাকা। সেই সময়ে ‘লীলাবতী’ নাম গ্রহণ করে মহিলার ছদ্মবেশ ধারন করে মহিলা দলের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক যুবক। অল্প বয়স। প্রেমদাসজীর বারন্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন সেই যুবকটি। রাসবিহারী বোস তাঁকে নির্দেশ দিলেন বারন্দা থেকে রাস্তায় নেমে আসতে। সঙ্গে সময় নষ্ট না করে এক ছুটে রাস্তায় এসে উপস্থিত হল সেই বাঙালি তরুণটি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে চূড়ান্ত নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে থাকল তরুণ যুবকটি। শরীর কঠিন। শক্তপোক্ত। গুরু রাসবিহারীর নির্দেশ পাওয়া মাত্র ভিড়ের মধ্যে থেকে হাতের বোমাটি লর্ড হার্ডিঞ্জের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। বিশাল আওয়াজ হল। চারদিক কাঁপতে শুরু করে দিল। লর্ড হার্ডিঞ্জ দারুণভাবে আহত হলেন। অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেলেন। লেডি হার্ডিঞ্জ কিন্তু তখন মনোবল একেবারে হারাননি। তিনি মনকে একেবারে শক্ত করে রেখে দিয়েছিলেন। তখন তিনি কর্নেল ম্যাকওয়েলকে ডাকলেন। সকলের সাহায্য নিয়ে লর্ড হার্ডিঞ্জক নিয়ে যাওয়া হল রাজপ্রসাদে। সেখানে ডাক্তাররা চিকিৎসা করলেন। তার ফলে সুস্থ হলেন লর্ড হার্ডিঞ্জ। রাসবিহারী বোস, অবোধবিহারী এবং তরুণ যুবকটি সবার চোখের আড়াল দিয়ে পলিয়ে গেলেন। কেউই তাঁদেরকে কেউ সন্দেহ করতে পারেনি। রাসবিহারী বোসের নির্দেশ ছিল কাজ শেষ হলে তরুণ যুবকটি লাহোরে ফিরে যাবে। কিন্তু তরুণ যুবকটি লাহোরে ফিরে না গিয়ে একেবারে রাসবিহারী বোসের আস্তানা দেরাদুনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তরুণ যুবকটি সেই সময়ে মনে করেছিলেন তার কাজ সাফল্য লাভে গুরু খবই প্রশংসা করবেন। সেও একেবারে আনন্দে মেতে উঠতে শুরু করে দিয়েছিল। ভারতের বড় লাটকে হত্যা করতে পেরেছে। তার কাজ সফল হয়েছে। এতদিন ধরে যে সব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। সেই আনন্দে সেই যুবকটি লাহোর না গিয়ে একেবারে গুরুর আস্তানা দেরাদুনে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

দেরাদুনে গিয়ে তরুণ যুবকটিকে দেখে গুরু রাসবিহারী বোস সেখানে নেই। তিনি শুনলেন যে তাঁর গুরু রাসবিহারী বোস বড় লাটকে বোমা মারার প্রতিবাদ সভায় যোগ দিতে গিয়েছেন। সেই সভায় সভাপতিত্ব করছেন রাসবিহারী বোস স্বয়ং। গতকাল যিনি লর্ড হার্ডিঞ্জকে বোমা মারার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনিই দেরদুনে এসে সেই বড় লাটকে মারার নিন্দা করতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি সভায় বলছেন, ‘ ত্রিশকোটি ভারতবাসী এরপর থেকে ঘিরে রাখবে আমাদের নয়নের মণি সম্রাট প্রতিভূকে।.. সর্বোচ প্রতিনিধি আমাদের বড়লাট বাহাদুরের প্রতি নিক্ষিপ্ত এই বোমা আমাদের গায়ে এসে লেগেছে। ঈশ্বর করুণাময়ী। বড়োলাট বাহাদুরের প্রাণহানি হয়নি।” গুরু রাসবিহারী বোসের এই বক্তব্য শুনে তরুণ যুবকটি একেবারে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। সে ভাবতে পারছিল না যে বিপ্লবী রাসবিহোরী বোস এই রকম একজন ইংরেজদের ধামাধরা মানুষ। বড়োলাটকে হত্যা করার জন্য যিনি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁকে দিয়ে বোমা নিক্ষেপ করিয়েছিলেন দিল্লির শোভাযাত্রাকে লক্ষ্য করে তিনি আবার দেরাদুনে এসে বড় লাটকে বোমা মারার জন্য সমগ্র ভারতবাসীকে দুষতে শুরু করে দিয়েছেন। দুই মুখো নীতি গ্রহণ করছেন তাঁর গুরু। তাহলে কী তাঁর গুরু বিপ্লবী নন। হৈ রকম মনে সনেহদ দেখা দিতে শুরু করলো। মনটা একেবারে খারাপ হয়ে গেল। তাঁর গুরুর এই আচরণ দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল যুবকটির। বড় লাটের পক্ষ নিয়ে বিপ্লবীগুরুর জ্বালাময় বক্তৃব্য শুনে তাঁর মনটা একেবারে বিষিয়ে গিয়েছিল। তিনি ভাবতে শুরু করেছিলেন এই কারণেই সে বিপ্লবী দলে নাম লিখিয়েছিল? এই দৃশ্য দেখবে বলেই সে বিপ্লবীদের হয়ে কাজ করতে শুরু করেছিল? এই রকম ইংরেজ সরকারের ধামাধরা ব্যক্তিকেই সে গুরু বলে গ্রহণ করে নিয়েছিল। তাঁর মনচা বিদ্রোহ হতে থাকলো। মাথা একেবারে ঠিক রাখতে পারছিল না। গুরুর আসল চেহারাটা প্রকাশ পেয়ে গেল কি? ও এই কারণে গুরু তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন লাহোরে ফিরে যেতে। গুরুর আসল চরিত্রটি প্রকাশ পেল তাহলে এতদিনে। কী করবে ভেবে কুল কিনারা করতে পরছিল না। দেরাদুনে তাঁকে কেউ চেনে না। তারওপরে পুলিশের ভয় ছিল। পুলিশ যদি একবার জানতে পারে যে বাইরের অচেনা লোক দেরাদুনে এসে উপস্থিত হয়েছে রাস্তাঘাট চেনে না তাহলে বিপদ রয়েছে। সাতপাঁচ ভেবে আবার রাসবিহারী বোসের আস্তানায় ফিলে গেলেন। প্রচণ্ড ক্ষিদে পেয়েছিল। পকেটে পয়সা নেই যে খাবার কিনে খাবে। অগত্যা তাঁরে আবার গুরুর বাসস্থানে ফিরতে হল। সেখানে তখনও রাসবিহারী বোস এসে উপস্থিত হননি। প্রচণ্ড ক্ষিদে পেয়েছে। খাবার পেটে নেই। গুরুর ঘরের দরজার কাছে বারন্দার সমানে এসে ঘুমিয়ে পড়ল। সন্ধ্যার সময়ে ফিললেন রাসবিহারী বোস। এসে দেখলেন ক্ষুধার্থ যুবকটি ঘরের বারন্দায় ঘুমিয়ে রয়েছে। রাসবিহারী তাঁকে দেখতে পেয়ে কোলে করে একেবারে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁকে ধরে নাচানাচি করতে শুরু করে দিলেন রাসবিহারী বোস। তারপরে বজ্র কঠিন ভাষায় যুবকটিকে নিন্দা করলেন। গালে একটি থাপ্পড় কষিয়ে দিয়েছিলেন আজ্ঞা পালন না করার জন্য।

‘লীলাবতী’ নাম গ্রহণ করে যুবকটি দিল্লিতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। মহিলা পোশাক পরার আদব কায়দা শেখার চেষ্টা করে। কীভাবে মহিলারা কাপড় পরে তার প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। বোমা মেরে মহিলা পোশাক পরা অবস্থাই দিল্লি ত্যাগ করেছিল তরুণ যুবকটি। তখনও তাঁর আসল নামটা কেইউ জানতো না। দেরাদুনে এসে গুরু রাসবিহারী বোস তাঁকে বকা ঝকা দেওয়া সময়ে তাঁর আসল নামটা উচ্চারণ করলেন। এই যুবকটির নাম ছিল বসন্ত বিশ্বাস। ঘোষণা করল ইংরেজ সরকার যে কলকাতা থেকে রাজধানি দিল্লিতে স্থানান্তরিত হবে। সেই ঘোষণা দিতে আসছেন ভাইসরয় (বড় লাট) লর্ড হার্ডিঞ্জ। এই সম্পর্কে বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, ‘সারা দেশ জুড়ে তখন বঙ্গভঙ্গ রোধের ব্যাপক আন্দোলন চলছে। এই দিন লর্ড হার্ডিঞ্জ দিল্লির আমদরবারে উপস্থিত হয়ে বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্ত বাতিলের কথা ঘোষণা করবেন। তাই শোভাযাত্রা সহকারে তিনি আমদরবার অভিমুখে চলেছেন।’ বিপ্লবী রাসবিহারী বোস আগেই পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন যে দিল্লির লর্ড হার্ডিঞ্জের শোভাযাত্রার ওপরে বোমা বর্ষন করবেন। সেই বোমা বর্ষনের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছিল বসন্ত কুমার বিশ্বাসের ওপরে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অবোধবিহারী। লাহোর থেকে বসন্ত কুমার বিশ্বাসকে নিয়ে আসা হয়েছিল দিল্লিতে। দিল্লির রাস্তাঘাট তাঁর কাছে একেবারে অজানা ছিল। রাসবিহারী বোস বসন্ত কুমারকে নিয়ে আমীরচাঁদজীর বাসায় উঠলেন। দিল্লিতে বসন্ত কুমার বিশ্বাসকে নিয়ে এসে কোথায় রেখেছিলেন রাসবিহারী বোস সেটা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবে রাসবিহারী বোস বসন্ত কুমার বিশ্বাসকে এমন কোনও জায়গায় তোলেননি যা নিয়ে কারোর কোনও সন্দেহ দেখা দিতে পারে। রাতের বেলায় দুইজন রাস্তায় পরিদর্শন করতে বের হয়েছিলেন। ‘কল্ক টাওয়ার’ এবং ‘পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক’ কোথায় চিনিয়ে দেওয়া হয়েছিল বসন্ত বিশ্বাসকে। ছদ্মবেশ ধারন করতে ওস্তাদ ছিলেন রাসবিহারী বোস। তিনি বসন্ত বিশ্বাসকে বলে দিয়েছিলেন স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশ ধারন করে মহিলাদের মধ্যে মিশে থাকবে। পুলিশ মহিলাদের ওপরে বিশেষ করে নজর দেবে না। পুলিশের নজর এড়িয়ে নিজের কাজকে হাসিল করতে হবে। বসন্ত কুমারকে ল্যাম্পপোস্ট এবং একটি পানের দোকান দেখিয়ে চিহ্নিত করে দেওয়া হল। বড় লাটকে বোমা ছোড়ার আগে একটি নির্জন স্থানে গিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরে বোমা ছোঁড়ার প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন বসন্ত কুমার। তবে বলা হয়েছিল তিনি যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হন তাহলে অবোধবিহারী বোমা ছোঁড়ার দায়িত্ব পালন করবেন। হাতে সময় না নিয়ে পরপর দুটি বোমা নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। একটি যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তাহলে দ্বিতীয় বোমা ছোঁড়া হবে লর্ড হার্ডিঞ্জকে লক্ষ্য করে। তবে কার্য সিদ্ধি করে লাহোরে ফিরে যেতে বসন্ত কুমার বিশ্বাসকে নির্দেশ দিয়েছিলেন রাসবিহারী বোস। তিনি দেরাদুনে ফিরে যাবেন। ভারতের সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয়েছিল অরবিন্দের হাত ধরে। সেখানে ভগিনী নিবেদিতাও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বাংলায় সশস্ত্র সংগ্রামকে আমদানি করেছিলেন। তিনি ছিলেন আয়ারল্যাণ্ডের একজন বিপ্লবী দলের সদস্যা। তাঁর পরিচয়কে গোপন করে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে নিয়ে এসেছিলেন। ভারতে আসার ফলে ভগিনী নিবেদিতার জীবন রক্ষা পেয়ে যায়। আয়ারল্যাণ্ডের ব্রিটিশ পুলিশ যখন মার্গারেট নোবেলকে সন্ধান করতে শুরু করে দিয়েছিল তখন একটি জাহাজে করে ভারতের উদ্দেশ্য পাড়ি জমিয়ে ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। তখন তাঁর নাম ভগিনী নিবেদিতা হয়নি। তখন তিনি মার্গারেট নোবেল নামেই পরিচিত ছিলেন।

আধুনিক শিক্ষা প্রচলন হলেও জোড়াসাঁকোর অন্দরমহলে দেশি রান্না

বিশেষ প্রতিবেদক

জীবনস্মৃতি’-তে রবীন্দ্রনাথ ফলারের এক অন্যরকম বর্ণনা দিয়েছেনঞ্চ‘আমসত্ত্ব দুধে ফেলি, তাহাতে কদলী দলি,/ সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে-/ হাপুস হুপুস শব্দ, চারিদিক নিস্তব্ধ,/ পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।’ ছড়া লেখার সূচনালগ্নে বোধহয় নিজের খাওয়ার অভিজ্ঞতাই এইভাবে ছড়ার ছন্দে প্রকাশ করেছিলেন কবি। ঠাকুরবাড়ির লোকেরা যথার্থ ভোজনরসিক ছিলেন। নানারকম এক্সপেরিমেন্ট করতেও তাঁরা কুণ্ঠিত হতেন না। ঠাকুরবাড়িতে পাকা আম ভাতে, পাকা পটলের টক, কাঁচা ও কচি তেঁতুলের ঝোল, বেগুন ও কাঁচা কুলের টক, তিল বাটা দিয়ে কচি আমড়ার অম্বল রান্না হত। রবি ঠাকুরের স্ত্রী মৃণালিনী দেবী পাকা আমের মিঠাই বানাতেন। শেষ পাতে দই ও সন্দেশ অপরিহার্য ছিল। মিষ্টির নানারকম নামও দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। একবার একটি মিষ্টি খেয়ে নাম দেন ‘এলোঝেলো’, পরে বদলে রাখেন ‘পরিবন্ধ’। রানী চন্দকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘জানো সবরকম কলার মতো রন্ধনকলাতেও আমার নৈপুণ্য ছিল। একদা মোড়া নিয়ে রান্নাঘরে বসতাম এবং স্ত্রীকে নানাবিধ রান্না শেখাতাম।’ এভাবেই তৈরি হয়েছিল মানকচুর জিলিপি। শান্তিনিকেতনে থাকার সময় তিনি স্ত্রীকে মানকচুর জিলিপি তৈরি করতে বললেন। মৃণালিনী প্রথমে হেসে আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু খেয়ে দেখা গেল সেটা জিলিপির চেয়ে ভালো হয়েছে। কবি বললেন, ‘দেখলে তোমাদের কাজ তোমাদেরই কেমন শিখিয়ে দিলুম।’ কবি পত্নী হেসে বললেন, ‘তোমাদের সঙ্গে পারবে কে? জিতেই আছ সকল বিষয়ে।’ তাঁর সময় ঠাকুর বাড়িতে ‘পাঁঠার বাংলা’ নামক এক পদের উল্লেখ আছে। ১৯৪১ সালে, কবিগুরু মৃত্যুর ঠিক দুই বছর আগে কালিম্পং থেকে জোড়াসাঁকোতে আসেন ক্লান্ত, অবসন্ন শরীর নিয়ে। এই বিশেষ পাঁঠার মাংস তাঁর খাদ্য তালিকায় ছিল। এই মেনু বাঙালির খাদ্যতালিকায় অবলুপ্ত। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন,তাঁর খুব প্রিয় খাদ্যের মধ্যে ছিল কাবাব। তা ছাড়াও তিনি খুব পছন্দ করতেন আনারস দিয়ে তৈরি রোস্টেড পাঁঠার মাংস। নানান রান্নার ক্ষেত্রেই প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের এক অদ্ভুত মেল বন্ধন ঠাকুরবাড়ির হেঁশেল ঘটিয়েছিল। পূর্ণিমা ঠাকুর ‘ঠাকুরবাড়ির রান্না’ বইতে তা লিপিবদ্ধ করেছেন। ১৯১৩ সালে কবি নোবেল পুরস্কার পেলেন। এর আগের বছর ১৯১২ সালে লন্ডনে ‘গীতাঞ্জলি’র ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ওই দিনের অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিল ইন্ডিয়ান সোসাইটি, লন্ডন। সেদিনের খাদ্যতালিকা হয়েছিল কবির পছন্দে। এই খাবারের তালিকায় ছিলঃ গ্রিন ভেজিটেবল স্যুপ, ক্রিম অব টমেটো স্যুপ, স্যামন ইন হল্যান্ডেন সস অ্যান্ড কিউকামবার, প্রি সলটেড ল্যাম্ব উইথ গ্রিন ভেজিটেবল, রোস্ট চিকেন, ফেঞ্চ ফ্রাই, গ্রিন স্যালাড ও আইসক্রিম। বাইরে এই ধরনের খাবার খেলেও বাড়িতে তিনি কম তেল-মশলাযুক্ত খাবার খেতেন। কবির স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর রান্না ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে খুব জনপ্রিয় ছিল। তাঁর হাতের রান্না খেতে সবাই খুব পছন্দ করতেন, বিশেষত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি নাকি টকের সঙ্গে ঝাল মিশিয়ে বেশ নতুন নতুন পদ তৈরি করতেন। স্বাস্থ্য সচেতন কবি নিজের খাদ্যাভাস নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। একবার এক বিদেশি বন্ধু এসে বললেন, ডিম হচ্ছে আসল খাদ্য। ওতে সব রকমের গুণ আছে। এরপর কী হল? রানী চন্দ লিখেছেন, ‘গুরুদেব কাঁচা ডিম ভেঙে পেয়ালায় ঢালেন, একটু নুন-গোলমরিচ দেন, দিয়ে চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলেন। রাতের খাবার, দিনের খাবার এই একভাবে চলে।’ একবার এক আয়ুর্বেদজ্ঞ বললেন নিমপাতার রস সর্বরোগনাশক। ব্যস, শুরু হয়ে গেল নিমপাতার রস খাওয়া। রানী চন্দকে বললেন, ‘বেশি ডিম খাওয়া ভালো নয়। বেশি কেন, ডিম একেবারেই খাওয়া উচিত নয়। বরং নিমপাতার রস খাবি রোজ কিছুটা করে।’ ঠাকুর বাড়িতে প্রায়শই খামখেয়ালি সভা বসত। সেই সভায় কবি থাকতেন মধ্যমণি। সেই খামখেয়ালিপনা থেকেই হয়তো তিনি রাত দুটোর সময় মৃণালিনী দেবীকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে কিছু রান্না করে খাওয়াতে বলতেন। শোনা যায় এই ঘটনা প্রায়শই ঘটত আর মাঝরাতে মৃণালিনী দেবী রান্না করে রবীন্দ্রনাথকে খাওয়াতেন। কবি দেশি খাবারের মধ্যে পছন্দ করতেন কাঁচা ইলিশের ঝোল, চিতল মাছ আর চালতা দিয়ে মুগের ডাল এবং নারকেল চিংড়ি। এ ছাড়া তিনি কাবাব খেতে খুব পছন্দ করতেন। এর মধ্যে ছিল শ্রুতি মিঠা কাবাব, হিন্দুস্তানি তুর্কি কাবাব, চিকেন কাবাব নোসি। এখানেই শেষ নয়, কবিগুরু ছিলেন পানের ভক্ত। তাঁর নাতজামাই কৃষ্ণ কৃপালনী তাঁকে একটি সুদৃশ্য পানদানি বা ডাবর উপহার দিয়েছিলেন, যা আজও ঠাকুরবাড়িতে রক্ষিত আছে। ঠাকুরবাড়ির রান্নায় বেশি করে মিষ্টি দেওয়ার প্রচলন ছিল। গরম মশলা, লবঙ্গ, দারুচিনি বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হত। রান্নার তালিকায় প্রতিদিনই দীর্ঘ পদ থাকত। আর তাতে নিয়মিত অবশ্যই থাকত শুক্তো আর দই মাছ।

ঠাকুর বাড়ির আর এক রত্ন অবনীন্দ্রনাথ যে লাইব্রেরি থেকে রান্নার বই বার করে রীতিমত রান্নার ক্লাস খুলেছিলেন, সে কথাও তাঁর দৌহিত্র মোহনলাল লিখে গেছেন। অবন ঠাকুরের রাঁধুনি রাধুকে নিয়ে নতুন নতুন পরীক্ষা চলত। প্রচলিত প্রথাকে বদলে দেওয়া হত। পেঁয়াজ প্রথমে ভাজার হলে তাকে শেষে ভাজতেন। শেষে সাঁতলাবার জিনিস প্রথমেই সাঁতলাতেন। যাকে ভাজতে হবে তাকে সিদ্ধ করতেন। এই প্রথাতেই তিনি ‘মুরগির মাছের ঝোল’ আর ‘মাছের মাংসের কারি’ আবিষ্কার করেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও কয়েকটি রান্না আবিষ্কার করেছিলেন। সে রান্নার কথা একটি খাতায় লেখা হয়ে তাঁর বড়ো মেয়ের কাছে ছিল। বড়ো মেয়ে মারা যাওয়ায় সে খাতাও হারিয়ে যায় চিরকালের মতো। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী নিজে রান্না না করলেও রন্ধন বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। ভালো কিছু খেলেই তাঁর রেসিপি লিখে রাখতেন লাল একটা খাতায়। পরে পূর্ণিমা ঠাকুর সেই খাতাটি উপহার পেলে, খাতার রেসিপি আর তাঁর মা নলিনী দেবীর রেসিপি মিলিয়ে ‘ঠাকুরবাড়ির রান্না’ নামে দারুণ একটা বই লেখেন। এখানে স্যালাড, চাটনি আর মিষ্টি তৈরির নানা অভিনব পদ্ধতির কথা বলা আছে।

সম্পাদক সমীপেষু,

কলকাতার সাহেবি নিউ মার্কেট

কলকাতার নিউ মার্কেট বাজার কলকাতা পৌরসভার উদ্যোগে প্রথম বাজার। এর আগে বাজার ছিল যেমন বৈঠকখানা বাজার, মল্লিক বাজার, বড় বাজার সব ছিল। এই সব বাজার ছিল নেটিভদের অধিকারে। এদের কাছ থেকে সাহেবরা সস্তায় পণ্য ক্রয় করে বিদেশে পাঠাতো। কিন্তু সাহেবি বাজার বলতে তখন নিউ মার্কেটকে বোঝতো। সেখানে এক সময়ে সাদা চামড়ার ব্যক্তিরা ছাড়া কারোর প্রবেশাধিকার ছিল না। তবে কলকাতার বনেদি পরিবার এবং আভিজাত পরিবারের সদস্যদের সেখানে যাতায়াত করা এবং কেনা কাটা করার অধিকার লাভ করেছিল। সাধারণ লোকের বা মধ্যবিত্ত বাঙালিদের প্রবেশাধিকার ছিল না। জানা যায় এই জমিটা রানি রাসমনির জমি ছিল। ১৯০৩ সালে স্যার স্টুয়ার্ট হগের নাম অনুসারে এই বাজারটি নামকরম করা হয়। তখন কলকাতা পুরসভা গঠন এবং কলকাতা পুলিশ গঠন করা ব্যাপারে হগ সাহেবের বিশাল ভূমিকা ছিল। ১৮৭৪ সালে ১ জানুয়ারি নিউ মার্কেট প্রস্তুত করা হয়েছিল। স্যার স্টুয়ার্ট হগ ছিলেন একজন ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিস পাশ করা একজন প্রশাসনিক কর্তা। তিনি ১৮৩৩ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রয়াত হন ১৯২১ সালে। স্যার জেমস হক ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোমাপনির পরিচালক এবং কলকাতা হাইকোর্টের রেজিস্টার। ১৮৬৫-৬৬ সালে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি উদার চিত্তে পীড়িতদের সাহায্য করেছিলেন। ১৮৬৬ সালে কলকাতায় আসলে তাঁকে দুটি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। একদিনে তিনি ছিলেন কলকাতা করপোরেশন চেয়ারম্যান এবং কলকাতা পুলিশ কমিশনার। ১৮৬৮ সালে ১ এপ্রিল আমহার্স্ট স্ট্রিটে রোজ ব্রাউন নামে একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান খুন হন। সেই হত্যার কিনারা করতে রিটার্ড রিডকে সর্বত্রভাবে সাহায্য করেছিলেন পুলিশ কমিশনার হগ সাহেব। ১৮৬৮ সালে কলকাতার পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এটাই ভারতের প্রথম গোয়েন্দা দফতর। এই দফরের গোয়েন্দাদের দিয়ে ব্রিটিশরা সারা ভারত শাসন করে গিয়েছিল। এই গোয়েন্দা বিভাগকে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে তুলনা করা হতো। চোরবাগানে মুক্তারাম বাবু স্ট্রিটে রাজেন্দ্র মল্লিকের অভিভাবক ছিলেন হগ সাহেব। ১৮৭৫ সালে প্রিন্স ওয়েলস কলকাতায় আসলে তাঁকে স্যার উপাধি দেওয়া হয়। আগে সাহেবরা কলকাতার টেরেটি বাজার, লালবাজার কাশাইটোলা, ধর্মতা থেকে বাজার করতো। সেখানে আবার নেটিভরা বাজার করতো বলে সাহেবরা এই সব বাজারে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতো না। তার ফলে ১৮৭১ সালে সাহেবদের জন্য মার্কেট তৈরি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। স্থপতিবিদ রিচার্ড রোস্কেল বেইনকে এই বাজার তৈরি করা নকসা করতে দেওয়া হয়েছিল। ম্যাকিনটোস কোম্পানি বাজারটি নির্মাণ করে।

রেকর্ড পরিমান বেআইনি মদ বাজেয়াপ্ত করলো পূর্ব বর্ধমান জেলা আবগারি দপ্তর

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১০ মে ঃ নির্বাচনী বিধি চালু হওয়ার পর পূর্ব বর্ধমান জেলা জুড়ে ব্যাপক অভিযান চালিয়ে চোলাই, দেশী, বিদেশী মদ মিলিয়ে রেকর্ড পরিমান বে আইনি মদ বাজেয়াপ্ত করেছে পূর্ব বর্ধমান জেলা আবগারী বিভাগ। উল্লেখ্য চলতি বছরের ১৬ মার্চ থেকে লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষ্যে সারা দেশে নির্বাচনী বিধি বলব হয়েছে। নির্বাচনী বিধি চালু হওয়ার পর আরও তৎপর হয় পূর্ব বর্ধমান জেলা আবগারী বিভাগ। জেলা জুড়ে তারা অভিযান শুরু করে। পূর্ব বর্ধমান জেলা আবগারী সূত্রে জানা গেছে, ওই সময় থেকে ৯ মে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সব মিলিয়ে প্রায় ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ৬০৩ লিটার বে - আইনি মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। যার আর্থিক মূল্য প্রায় ৩ কোটি ৮৭ লক্ষ লক্ষ টাকার মত। এই বিপুল পরিমানে আটক বে- আইনি মদের মধ্যে চোলাই এর পরিমান প্রায় ১৬ হাজার ৮৭৬ লিটার, ফার্মানেন্ট ওয়াস বা চোলাই তৈরীর উপকরণ রয়েছে প্রায় ১ লক্ষ ৪২ হাজার লিটার, ১৯২ লিটার অবৈধ দেশী মদ বা কান্ট্রি স্পিরিট, ২১৩ লিটার বিভিন্ন কোম্পানির বিয়ার ও ৭৩ লিটার বিদেশী মদ রয়েছে। তাছাড়া বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে চোলাই তৈরীতে ব্যবহৃত অ্যালুমিনিয়ামের ৭৫২ হাঁড়ি। আটক করা হয়েছে ১১ টি বাইক, ৪ টি টোটো ও ৭ টি সাইকেল। এই যানবাহনগুলি সাধারণত অবৈধ মদ পরিবহনের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছিল। জেলা আবগারী দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, এবছর ১৬ মার্চ থেকে ৯ মে পর্যন্ত জেলা জুড়ে ২০৮৩ টি অভিযান চালানো হয় জেলা আবগারী বিভাগ ও জেলা পুলিশের যৌথ উদ্যোগে। চোলাই তৈরী, বিক্রয় সহ অবৈধ ভাবে দেশী বিদেশী মদ মজুত করা ও পাচার করার অভিযোগে ৬৮ জনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হয়। বাজেয়াপ্ত হওয়া দেশি মদ, বিয়ার ও বিদেশী মদের বোতলগুলি সাধারণত আবগারির বিভাগের অনুমোদন ছাড়াই বিক্রয় করা এবং পাচার করা হচ্ছিল। বিগত কয়েক বছরে এত কম সময়ের মধ্যে এত পরিমান অবৈধ মদ আটক করার নজির নেই পূর্ব বর্ধমান জেলায়। নির্বাচনী বিধি চালু হওয়ার পর এ বছরই রেকর্ড অর্থমূল্যের বে আইনি মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

ফ্ল্যাটের লোন মেটেনি এখনও! ১৫০ কোটির আবাসন ভেঙে ফেলার নির্দেশ, উদ্বেগে শতাধিক পরিবার

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ১০ মে ঃ আবারও এক বড় নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের। ১৫০ কোটির বহুতল ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিল আদালত। বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ উঠেছিল। সেই মামলায় শুক্রবার হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, তিন মাসের মধ্যে ভেঙে ফেলতে হবে নির্মাণ। বিচারপতি পার্থসারথী চট্টোপাধ্যায় এই নির্দেশ দিয়েছেন। তমলুক পুরসভাকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, সাত তলার বাড়ির কোনও বেসমেন্টই নেই। যেখানে বেসমেন্ট, একতলা সহ পাঁচতলা বিল্ডিং তৈরির অনুমতি ছিল, সেখানে সাত তলা বাড়ি অবৈধ তৈরি হল কী করে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এছাড়াও একাধিক বেনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। আদালতের নির্দেশ, ফ্ল্যাটের জন্য অগ্রিম টাকা দেওয়া থাকলে তা সুদসহ গ্রাহকদের মিটিয়ে দিতে হবে। বহুতলে ইতিমধ্যেই ৭টি পরিবার বসবাস শুরু করছেন, তাঁদের ফ্ল্যাট ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। জানা যাচ্ছে, তমলুক ডাউনটাউন এনক্লেভ নামে ওই বহুতল ২০৮১৭ বর্গমিটার জুড়ে হয়েছে। নির্ধারিত আয়তনের বেশি অংশ জুড়ে বহুতল নির্মাণ করা হয়েছে বলেই অভিযোগ। আদালতের নির্দেশের পর ঘোর বিপাকে পড়েছেন আবাসিকরা। তমলুক শহরের এই বহুতলে বসবাস করে প্রায় ১৫২ টি পরিবার। বৃহস্পতিবার রাতে এই আবাসন ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ আসে। খবর পাওয়ার পর থেকেই আতঙ্কিত আবাসনে বসবাসকারী মানুষজন। ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে অনেকেই ফ্ল্যাট কিনেছিলেন। সবাই আপাতত উদ্বেগে রয়েছেন। এক আবাসিক বলেন, আমরা স্তম্ভিত। আমরা কিছু বুঝতে পারছি না। বিল্ডারের সঙ্গে সরাসরি কোনও কথা হয়নি। তাঁর দাবি, বেসমেন্ট ছিল কি না, সেটা জানেন না তাঁরা। ফ্ল্যাট নির্মাণ হওয়ার পরে কিনেছিলেন তাঁরা। নিয়ম মেনে রেজিস্ট্রিও হয়েছে, পুরসভায় মিউটেশনও করিয়েছেন বাসিন্দারা। নিয়মিত দিচ্ছেন ট্যাক্স।

এঁচোড়েই বেশি লাভ, হিড়িক চাষে! নদীয়া থেকে পাড়ি দিচ্ছে ভিন রাজ্যে

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১০ মে ঃ কাঁঠাল নয় এঁচোড় বেঁচেই হচ্ছে ভাল লাভ, তাই ফলন বাড়াতে এঁচোড় চাষে হিড়িক। নদীয়ার এঁচোড় বিক্রি হচ্ছে ভিন রাজ্যে। এক মরশুমি ফল অপরদিকে গাছের ফলন বাড়াতে এবং লাভের আশায় একাধিক কাঁঠাল ব্যবসায়ী কাঁচা অবস্থাতেই এঁচোড় বিক্রি করছেন আড়তে। এই বিষয়ে চাষীরা জানাচ্ছেন কাঁঠালের থেকে এঁচোড়ের চাহিদা সবসময় বেশি। কাঁঠাল পেকে গেলে দাম পাওয়া যায় না কিন্তু এঁচোড় বিক্রিতে দাম পাওয়া যায় বেশ ভাল, তাতে মুনাফাও হয় অনেক এবং গাছের ফলন বৃদ্ধি হয় বেশি। চাষিরা প্রতি কেজি এঁচোড় আট থেকে নয় টাকা দামে বিক্রি করছে আড়তে। আর সেই এঁচোড় ভিন রাজ্যে গিয়ে বিক্রি হচ্ছে কোন সময় ২০ টাকা কোন সময় ১৮ টাকায়। চাষীদের কথায় এঁচোড় বিক্রি করলে তার লভ্যাংশ বেশি পাওয়া যায় কিন্তু এঁচোড় পেকে যাওয়ার পর বিক্রি করলে দুই থেকে তিন টাকা প্রতি কিলোতে বিক্রি করতে হয়, তাতে করে লাভ হয় না বলেই চলে। অন্যদিকে পাকা ফল পাঠানো যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ তাই কাঁচা এই এঁচোড় ভিন রাজ্যে পাঠাতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। লরিতে বিচুলি, হোগলা পাতা দিয়ে চারিদিক মুড়ে ফেলে বস্তায় এঁচোড় এবং গাছের পাতা দিয়ে বিশেষভাবে সিল করা হয় বস্তার মুখ। তারপর গাড়িতে লোড করা হয়ে গেলে বস্তার উপর দিয়ে দেওয়া হয় একাধিক কচুরিপানা যাতে করে ২৭ থেকে ২৮ ঘন্টা ঠান্ডা থাকে এই কাঁচা এঁচোড়। তার কারণ তীব্র দাবদহে সবজি নষ্ট হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়, তাই এই বিশেষ কৌশল অবলম্বন করা হয় এঁচোড় রফতানিতে। অপরদিকে এই এঁচোড়

বিক্রি প্রসঙ্গে আড়তের মালিক জানাচ্ছেন, প্রতিবছরই তারা মরশুমি ফলের রফতানি করে থাকেন। আম, কাঁঠাল, লিচু সমস্ত কিছুই ভিন রাজ্যে পাঠানো হয়, তবে সমস্ত কাঁঠাল পেকে যাওয়ার আগে এঁচোড় অবস্থাতেই বিক্রি করে দেওয়া হয় ভিন রাজ্যে। গাড়ি ভাড়া এক থেকে দেড় লক্ষ টাকা, তবে পেট্রোলের দাম বাড়াতে রফতানি খরচ বেশি হওয়ায় ভিন রাজ্যে গিয়ে এই সবজির দাম অনেকটাই বেড়ে যায়। এলাকার বাসিন্দা চাষি তাদের গাছের এঁচোড় ভিন রাজ্যে বিক্রি করার জন্য সকাল থেকেই চলে আসেন আড়তে। যাওয়ার সময় দুটো মুনাফা পাওয়ার আশায়। অপরদিকে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত কর্মচারীরা জানান, এই কাজের ওপরেই তাদের রুজি রুটি। মরশুমি ফলের ওপরেই তাদের সংসার চলে, ২৫ থেকে ২৭ জন কর্মচারী প্রতিদিন এঁচোড় প্যাকিং এবং গাড়িতে লোডিং করে দুটো অর্থ উপার্জন করে পরিবারের মুখে হাসি ফোটান। তাই কর্মসংস্থানের ও নতুন দিশা দেখাচ্ছে মরশুমি ফলের এই আড়তে।

কাঁকসার ২৮ জন বিশেষ ভোটারের ভোটদান

দুরন্ত বার্তা, কাঁকসা, ১০ মে ঃ আগামী সোমবার চতুর্থ দফায় পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুটি লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচন। আসানসোল লোকসভা কেন্দ্র এবং বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে ভোট হবে ওইদিন। ভোটকে কেন্দ্র করে রীতিমত উৎসবের মেজাজে সেজে উঠছে জেলা। কিন্তু কিছু ভোটার এমনও ছিলেন, যারা বুথে গিয়ে নিজেদের ভোটদানে সক্ষম ছিলেন না। কাঁকসায় এমন ভোটারের সংখ্যা সবমিলিয়ে প্রায় ২৮ জন। বর্ধমান- দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কাঁকসা এলাকায় বয়স্ক ভোটার রয়েছেন অনেকেই। তাছাড়াও বেশ কয়েকজন বিশেষভাবে সক্ষম ভোটারও রয়েছেন। বয়স্ক ভোটারদের আশঙ্কা ছিল, তারা লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিতে পারবেন না। তাছাড়া ভোট গ্রহণ কেন্দ্র পর্যন্ত যাওয়াও তাদের কাছে এক একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। কিন্তু সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সহায় হয়েছে নির্বাচন কমিশন। যার ফলে নির্বিঘ্নে ওই বিশেষ ভোটারা সকলেই নিজেদের জনমত ইভিএম বন্দি করতে সফল হয়েছেন। মূলতঃ নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকেই বিশেষ ভোটারদের ভোটদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যে ছবি আগেই দেখা গেছে আসানসোলে। কিন্তু কাঁকসা এলাকায় এমন বিশেষ ভোটারের সংখ্যা ছিল ২৮ জন। যে সমস্ত ভোটারদের বয়স ৮৫ বছরের বেশি এমন অনেক ভোটার রয়েছেন, যাদের বয়স ১০০'র গণ্ডি ছুঁইছুঁই। বয়সের ভারে তারা বিশেষভাবে সক্ষম হয়ে বসেই কাটিয়ে দেন। ফলে তাদের কাছে ভোট দিতে যাওয়া যে চ্যালেঞ্জ ছিল, তা বলার অপেক্ষা থাকে না। তার জন্যই বিশেষ ভোট দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে। যে সমস্ত লোকসভা কেন্দ্রগুলোতে আগামী সোমবার নির্বাচন হয়েছে, সেই সমস্ত লোকসভা কেন্দ্রের বিশেষ ভোটারদের বাড়িতেই ভোটদানের ব্যবস্থা করেছিল কমিশন। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের নিয়ে গিয়ে ভোট কর্মীরা বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে ভোট করিয়েছেন। যার ফলে এই সমস্ত বিশেষ ভোটার, যারা বুথে গিয়ে ভোট দিতে পারতেন না, তারাও ভোট দিতে পেরেছেন। নিজের গুরুত্বপূর্ণ ভোট নিজে দিতে পেরে তারা ভীষণভাবে খুশি। কমিশনের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন ওই সমস্ত ভোটার পরিবারের সদস্যরাও।

ছিনতাই করে পালানোর সময় পাকড়াও দুই দুষ্কৃতি

দুরন্ত বার্তা, সুতি, ১০ মে ঃ ব্যাঙ্ক থেকে বাড়ি যাওয়ার পথে এক যুবকের কাছ থেকে প্রকাশ্যে দিনে দুপুরে টাকা ভর্তি ব্যাগ ছিনিয়ে পালানোর চেষ্টা দুই যুবকের। সুতির অরঙ্গাবাদে ব্যাগ ভর্তি টাকা নিয়ে পালিয়ে যাবার পথে পুলিশ এবং জনতার হাতে পাকড়াও দুই দুষ্কৃতী। শুক্রবার দুপুরে ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয় মুর্শিদাবাদের সুতি থানার অরঙ্গাবাদ এলাকায়। যদিও ওই দুই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সামশেরগঞ্জের নিমতেতা এলাকার ধানঘরা গ্রাম থেকে। তারপরেই তাদের থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে একটি বাইকও। সূত্রের খবর, এদিন অরঙ্গাবাদ স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন এক যুবক। তিনি পাশের একটি দোকানে দাঁড়ান, দাঁড়াতেই হঠাৎ বাইক নিয়ে এসে দুই যুবক টাকার ব্যাগ হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। বিষয়টিতে হইচই পড়তেই ওই দুষ্কৃতিদের পিছু ধাওয়া করে স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে মুহূর্তেই তাদের পিছু ধাওয়া করে সুতি থানার পুলিশ। সুতি পেরিয়ে সামশেরগঞ্জের ধানঘরা এলাকায় প্রবেশ করে তারা। কিন্তু সামনের নদী পড়ে যাওয়ায় আটকে যায় ও দুষ্কৃতীরা। তখনই পুলিশ এবং জনতার হাতে ধরা পড়ে যায় তারা। ধৃতরা বিহারের বাসিন্দা বলেই জানতে পারা গেছে। যদিও পুরো ঘটনা তদন্ত করে দেখছে সুতি থানার পুলিশ।

চার কৃতি ছাত্রীকে সংবর্ধনা জানালো স্কুল কর্তৃপক্ষ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১০ মে ঃ ৪৭৯ পেয়ে জেলায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে বেলাকোবা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী তৃষা রায়। শুক্রবার স্কুলে মার্কশিট বিতরণের সময় সেই তৃষা রায় সহ ঝিলি দাস (৪৫২), অনুস্কা ভৌমিক (৪৪৫) এবং রাখি শিল (৪৪২) এই চারজনকে জনকে সংবর্ধনা জানালো স্কুল কর্তৃপক্ষ। স্কুল সূত্রের খবর, বেলাকোবা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে এবছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল ১৮১ জন। যার মধ্যে সাফল্যের দোড়গোড়ায় পৌঁছাতে পেরেছে ১৪৩ জন। এদের মধ্যে তৃষা স্কুলের সর্বোচ্চ নম্বরের পাশাপাশি জেলায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে। ইতিমধ্যেই খুশির হাওয়া স্কুলে। তাই বিদায় বেলা স্কুলের এই চার কৃতি ছাত্রীকে সংবর্ধনা জানালো স্কুল কর্তৃপক্ষ। তাদের হাতে ফুলের তোড়া এবং মিস্টি মুখ তুলে দিলেন স্কুলের সভাপতি সহ প্রধান শিক্ষিকা সহ অনান্য শিক্ষিকারা। ভবিষ্যতে ছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কামনা করেছেন স্কুলের সভাপতি প্রসেনজিত দে। অন্যদিকে খুশির সাথে স্কুলের প্রধান শিক্ষকা ড. অর্পনা রায় বলেন, করোনা কাটিয়ে পড়ুয়ারা আবার তাদের নিজেদের ছন্দে ফিরতে চলেছে। ভবিষ্যতে WBCS অফিসার ইচ্ছে প্রকাশ করেন তৃষা।

যুগল কিশোর রায় বীরের পুর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপনের উদ্যোগ

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার , ১০ মে ঃ উত্তরবঙ্গের এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব যুগল কিশোর রায় বীরের পুর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর সমতা কেন্দ্রের সদস্যদের উদ্যোগে যুগল কিশোর রায়বীরের জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন এবং যুগল কিশোর রায়বীরের পুর্ণাবয়ব মূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হবে আগামী ১৭ ই-মে তারই প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। জানা গিয়েছে, যুগল কিশোর রায়বীর আজীবন সমাজবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ইতিমধ্যে জটেশ্বরের কাজলী হল্টের সমতা কেন্দ্রে প্রস্তুতির কাজ চলছে জোরকদমে। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে ওই অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত থাকার জন্য সকলকে আন্তরিক ভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

আবারও কিং কোবরা উদ্ধার, আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ১০ মে ঃ আবারও কিং কোবরা! ফের উদ্ধার হল বিশালাকার এক কিং কোবরা। এবার মালবাজারে ঘরের ভেতর থেকে উদ্ধার হল বিরাট কিং কোবরা। মালবাজার মহকুমার মেটেলি ব্লকের মঙ্গলবাড়ি বস্তি সংলগ্ন নর্থ ইনডং এলাকার একটি বাড়ি থেকে এদিন প্রায় ১৪ ফিটের ওই কিং কোবরা সাপটিকে উদ্ধার করা হয়। এদিন সকালে বাড়ির লোকজন ওই কিং কোবরাটিকে দেখতে পায়। এরপরেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বাড়ির লোকজন। কিং কোবরাটিকে ঘরের ভিতর দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খবর দেওয়া হয় চালসার সর্পপ্রেমী যুবক দিবস রাই-কে। খবর পেয়ে দিবস রাই এসে কিং কোবরাটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। সাপটি সুস্থ থাকায় এদিনই সেটিকে খুনিয়া স্কোয়াডের সহযোগিতায় জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন দিবস রাই। উল্লেখ্য, ওই এলাকার পাশেই রয়েছে চাপরামারি জঙ্গল। ওই জঙ্গল থেকেই কিংকোবরা সাপটি এলাকায় চলে এসেছিল বলে অনুমান স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান। প্রসঙ্গত, গতকালই কিলকোট চা বাগান থেকে একটি কিং কোবরা সাপ উদ্ধার করেন দিবস রাই। এদিন আরও একটি কিং কোবরা উদ্ধার হল! দুদিনে ২টো কিং কোবরা উদ্ধার হওয়ায় এলাকায় আতঙ্ক।

কৃষ্ণনগর শহর পরিক্রমা করে নির্বাচনী প্রচার সারলেন মহম্মদ সেলিম

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১০ মে ঃ ইতিমধ্যে গোটা রাজ্য জুড়ে শুরু হয়ে গেছে লোকসভা নির্বাচন। আর এই মূহুর্তে তৃতীয় দফায় শেষ হয়েছে নির্বাচন এখনো বাকি রয়েছে চার দফা নির্বাচন, আর হাতেগোনা মাত্র কিছু দিন বাকি তারপরেই গোটা নদীয়া জুড়ে চতুর্থ দফায় লোকসভা নির্বাচন শুরু হবে, আর আজ একদম নির্বাচনের শেষ লগ্নে কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের বর্তমান সিপিএম প্রার্থী এস এম সাধির জনসমর্থনে কৃষ্ণনগর কদমতলা ঘাট থেকে শুরু করে গোটা কৃষ্ণনগর শহর পরিক্রমা করে নির্বাচনী প্রচার সারলেন বামফ্রন্টের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম সহ কংগ্রেসের বর্তমান জেলা সভাপতি অসীম সাহা ও বিশিষ্ট অভিনেত্রী ঊষসী চক্রবর্তী সহ বিশিষ্ট নেতৃত্ববৃন্দরা।

হাওড়া ময়দানের গ্রিন লাইন এবং এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত পরিদর্শন করছেন

কলকাতা, ১০ এপ্রিলঃ শ্রী ব্রজ মোহন আগরওয়াল, মহাপরিচালক (নিরাপত্তা) রেলওয়ে বোর্ড, গ্রীন লাইনের এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত এবং ব্লু লাইনের মহানায়ক উত্তম কুমার প্রসারিত এসপ্ল্যানেড পরিদর্শন করেছেন। এই পরিদর্শনের আগে, তিনি মেট্রো রেল ভবনে মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডির উপস্থিতিতে মেট্রো রেলের সমস্ত প্রধান বিভাগীয় প্রধানের সাথে একটি উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠক করেন। কলকাতা মেট্রোতে স্বাগত জানিয়ে ডিজি (নিরাপত্তা) শ্রী রেড্ডি এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাকে মেট্রো রেলে গৃহীত বিভিন্ন নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেন। আগরওয়াল নতুন এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশন থেকে হাওড়া ময়দান স্টেশন পর্যন্ত এবং মোটরম্যানের ক্যাবে তার ফুটপ্লেট পরিদর্শন শুরু করেছিলেন। তিনি এন্ট্রি এবং এক্সিট গেটস, এএফসি-পিসি গেটস, টিকিট সিস্টেম, এসকেলেটর, লিফট, সাইনেজ বোর্ড, প্ল্যাটফর্ম, ফায়ার ডিটেকশন এবং সাপ্রেশন সিস্টেম এবং অন্যান্য যাত্রী সুবিধা, স্টেশন কন্ট্রোল রুম, নতুন এসপ্ল্যানেড এবং হাওড়া মেট্রো স্টেশনের সিগন্যালিং সিস্টেম পরিদর্শন করেন। ট্র্যাক বরাবর প্রসারিত. এই পরিদর্শনের সময়, মেট্রো রেলের পাশাপাশি কলকাতা মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটেডের (কেএমআরসিএল) উচ্চ পর্যায়ের আধিকারিকরা তাঁর সাথে ছিলেন। ডিজি (নিরাপত্তা) এসপ্ল্যানেড স্টেশনে ব্লু লাইন এবং গ্রিন লাইন ২ এর মধ্যে যাত্রী বিনিময় ব্যবস্থাও পরিদর্শন করেছেন। এর পরে, তিনি এসপ্ল্যানেড থেকে মহানায়ক উত্তম কুমার স্টেশন পর্যন্ত ব্লু লাইনের ফুটপ্লেট পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শনের সময়, তিনি ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ, পয়েন্ট, যাত্রীদের বিভিন্ন সুযোগ- সুবিধা ইত্যাদির দিকে মনোনিবেশ করেন। আগরওয়াল, পরিদর্শনের পরে, কলকাতা মেট্রোতে গৃহীত সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখে তার সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

CORRIGENDUM NOTICE

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the e-N.I.T No. WBMAD/DKM/CP/e-NIT-WBMAD/DKM/CP/e-NIT-246/2023-24, WBMAD/DKM/CP/e-NIT- 256/2023-24(2 nd Call), WBMAD/DKM/CP/e-NIT-268/2023-24(2 nd Call), WBMAD/DKM/CP/e-NIT- 280/2023-24 & WBMAD/DKM/CP/e-NIT-291/2023-24. Bid Submission closing date (Online)- 21/05/2024 instated of 09/05/2024 and Bid Submission opening date (Online) 24/05/2024 instated of 14/05/2024. Details may be seen from www.wbtenders.gov.in the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.

Sd/- Chairperson
Dankuni Municipality

শিলিগুড়িতে বোমাতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১০ মে ঃ শিলিগুড়িতে বোমাতঙ্ক। শিলিগুড়ির নিউ মিলনপল্লি এলাকার সুকান্ত বাইলেনে শুক্রবার ওই বোমাতঙ্কের ঘটনা ঘটে। এদিন বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যালয়ের কাছে ওই বোমা জাতীয় বস্তু পরে থাকতে দেখে একটি কিশোর। সে সেটি দেখে অন্যদের খবর দেয়। বিষয়টি স্থানীয়রা দেখে খবর দেয় পুলিশকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। খবর দেওয়া হয়েছে বোম স্কোয়াডে।

ধর্ষণে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১০ মে ঃ কাজ দেওয়ার নাম করে লাগাতার ধর্ষনে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা। লিখিত অভিযোগ দায়ের হতেই নেতাকে গ্রেফতার করে আদালতে তুলল পুলিশ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জলপাইগুড়িতে। জলপাইগুড়ি পাহাড়পুর গ্রামপঞ্চায়েতের এলাকার বালা পাড়া এলাকার বাসিন্দা এক গৃহবধূর সাথে স্কুলে সন্তানকে পৌঁছে দেওয়ার সুবাদে পরিচয় হয় ময়নাগুড়ি দোমহনী এলাকার বাসিন্দা পেশায় পুল কার ড্রাইভার নান্টু ছেত্রীর সাথে। জানা গেছে নান্টু বাবু ময়নাগুড়ি বিধানসভা এলাকার ১৬ / ৭০ নম্বর বুথের বুথ সভাপতি। অভিযোগ পরিচয় এর সুযোগ নিয়ে মাস ছয়েক ধরে মহিলার বাড়িতে যাতায়াত শুরু হয়। এরপর মহিলাকে কাজের প্রলোভন দেখায় অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা। এরপর লাগাতার ধর্ষণ করে। এবং সেই ভিডিও মোবাইল বন্দী করে অভিযুক্ত। পরে কাজ চাইলে মহিলাকে ভিডিও ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকি দেয় অভিযুক্ত নেতা। এরপর বিষয়টি বুঝতে পেরে গতকাল রাতে জলপাইগুড়ি মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করে ওই মহিলা। অভিযোগের ভিত্তিতে নান্টু ছেত্রীকে গ্রেফতার করে শুক্রবার আদালতে তোলে পুলিশ। অপরদিকে মহিলাকে মেডিক্যাল করতে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পাশাপাশি গ্রামবাসীরাও নান্টুর শাস্তির দাবী জানিয়েছেন।

যুবতীর দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, ইসলামপুর, ১০ মে ঃ ভুট্টার জমি থেকে এক অজ্ঞাত পরিচয় যুবতীর মৃত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। চাকুলিয়া থানার বিলাতি বাড়ি এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে রাস্তার ধারে ভুট্টা জমিতে এক যুবতীর মৃত্যু দেহ দেখে পুলিশকে খবর দেয় ঘটনাস্থলে পৌঁছায় চাকুলিয়া থানার পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, যুবতীর পরিচয় জানা যায়নি, অন্য জায়গা থেকে এনে কে বা কারা জমিতে ফেলে দিয়ে গেছে গোটা ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

PWD (GOVT. OF W.B.) TENDER

NOTICE

EE/HCD/P.W.Dte. invites Offline Short Notice of Quotation for the work of Name of Work: Laying of Brick Flat Soling on Hire basis at Kitchen & Dining Shed in different places under Hooghly Construction Division ,PWD for Security forces in ensuring Lok sabha Election-2024 under the jurisdiction of Singur P.S.- of Hooghly Rural Police District (List of Schools and requirements are mentioned in Annexure –A) Tender Reference No. WBPWD/EE/HCD/SHORT NIQ 07/2024-25 Last Date and time limit of the application : 13.05.2024from 2.00 p.m. Last Date and time limit for issue of quotation paper : 13.05.2024 from 3.00 p.m. Last Date and time limit for submission of quotation paper : 13.05.2024 up to 3.30 p.m. Date and time of opening of quotation : 13.05.2024 at 4.00 p.m. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ and other documents to be downloaded from: http://wbpwd.gov.in/home/tender.html

Sd/- N.C.Pal
Executive Engineer, PWD
Hooghly Construction Division.

বাড়ি বিক্রয়

মধ্য কলকাতার ১৩৪ সি, লেলিন সরণি, কলকাতা-৭০০০১৩ ঠিকানায় রাস্তার উপর চারতলা বাড়ি বিক্রয় আছে। অসীম কুমার মন্ডলের সহিত এই মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করিবেন ৬২৯১৭৪৭৪৫০।

সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি

টেন্ডার নং ঃ ইএল-জিএইচ-৯৫৬ অফ ২০২৪-২৫, তারিখ ঃ ০৪-০৫-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নাম ঃ** ০২ বছরের জন্য গুয়াহাটিতে প্রাথমিক রক্ষণাবেক্ষণ ডিপোর এসজি এসি কোচে লাগানো আরএমপিইউ-গুলির জন্য সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৯২,৬৯,৪১০/- টাকা, **বায়না মূল্য ঃ** ১,৮৫,৪০০/- টাকা, টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ২৭-০৫-২০২৪ তারিখে ১১:০০ ঘণ্টায়। সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

সিনিয়র ডিইই, গুয়াহাটি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

মালিগাওঁয়ে সিসিটিভি নিরীক্ষণ পদ্ধতি

টেণ্ডার নোটিস নং. ০২ অফ ২০২৪-২৫। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **ই-টেণ্ডার সংখ্যা. এন-২০২৪-২৫-০২-ডিওয়াই. সিএসটিই-এনডব্লিউ। কাজের নামঃ** উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মুখ্য কার্যালয় পরিসর এবং নামবাড়ি অফিসার কলোনিতে সিসিটিভি নিরীক্ষণ পদ্ধতির ব্যবস্থা করা (সিসিটিভি পদ্ধতির এএমসি সহিত)। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১,০৪,৫১,৮৬০.৮৫ টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,০২,৩০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ২৯-০৫-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং **খোলা যাবেঃ** ২৯-০৫-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।

জ্যেষ্ঠ সিগন্যাল এবং টেলিকম অভিযন্তা/নেটওয়ার্ক, মালিগাওঁ
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

শিলচর স্টেশনে সিগন্যালিং ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ

ই-টেন্ডার নং.ঃ এসএনটি-১২-এলএমজি-২০২৪-২৫, তারিখঃ ০৮-০৫-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ও এর স্থানঃ** লামডিং ডিভিশনের এএসটিই/বদরপুর জং. অধিক্ষেত্রের অধীনে শিলচর স্টেশনে প্রচলিত ট্র্যাক সার্কিটের পাশাপাশি এমএসডিএসি-এর মাধ্যমে সিগন্যালিং ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ। টেন্ডার মূল্যঃ ২,৭৭,৮১,৭৪৯.৭৫ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ২,৮৮,৯০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ৩০-০৫-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং **খুলবে** ৩০-০৫-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। সবিশেষের জন্য www.ireps.gov.in দেখুন।

সিনি. ডিএসটিই, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল যে কোম্পানির নীচের উল্লিখিত ইক্যুইটি শেয়ারের শংসাপত্র হারিয়ে গেছে / ভুল হয়ে গেছে এবং উল্লিখিত ইক্যুইটি শেয়ারের ধারক(গুলি) কোম্পানির কাছে ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করার জন্য আবেদন করেছে।
উল্লিখিত শামসের বিষয়ে যে কোনো ব্যক্তির দাবি আছে, তাকে এই তারিখ থেকে ২১ দিনের মধ্যে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে এটি জমা দিতে হবে অন্যথায় কোম্পানি পরবর্তী কোনো তথ্য ছাড়াই পূর্বোক্ত আবেদনকারীদের ডুপ্লিকেট শংসাপত্র ইস্যু করতে এগিয়ে যাবে।

ফোলিও নং	শেয়ারহোল্ডারের নাম	শেয়ার সংখ্যা	স্বাতন্ত্র্যসূচক সংখ্যা		প্রশংসাপত্র সংখ্যা	
			ফর্ম	টু	ফর্ম	টু
এ০০৫১১১	অজয় কুমার আগরওয়াল ও সুনিতা আগরওয়াল	২০০	১১২১২৭৩২	১১২১২৯৩১	৭২৬৬৯	৭২৬৬৯

শেয়ারহোল্ডারদের নাম
অজয় কুমার আগরওয়াল ও সুনিতা আগরওয়াল
তারিখঃ ০৯.০৫.২০২৪
কোম্পানির নাম এবং নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানাঃ কিউপিড লিমিটেড, ক-৬৮, এমআইডিসি, সিনার মালেগাঁও, এনএ, নাসিক- ৪২২১১৩, মহারাষ্ট্র

নোটিশ

এক রাজ্য থেকে এলএলপি-র নিবন্ধিত অফিসে পরিবর্তনের জন্য বিজ্ঞাপন
আরেকটি
হোমলিমেস ডেকোর স্টুডিও এলএলপি
এর আগে কেন্দ্রীয় সরকারের রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
সীমিত দায়বদ্ধতা অংশীদারি আইন, ২০০৮ এর ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৩) এর ক্ষেত্রে এবং
সীমিত দায়বদ্ধতা অংশীদারিত্ব বিধি, ২০০৯ এর নিয়ম ১৭।
সীমিত দায়বদ্ধতা অংশীদারি আইন, ২০০৮, ধারা ১৩ (৩) এর বিষয়ে
এবং
হোমলিমেস ডেকোর স্টুডিও এলএলপি বিষয়ে
বসুন্ধরা কমপ্লেক্স, সালুয়া আজাদহিন্দগড়, ফ্ল্যাট নং ৩এ-এ এর নিবন্ধিত অফিস রয়েছে
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৩৬। আবেদনকারী

নোটিশ এতদ্বারা সাধারণ জনগণকে দেওয়া হল যে এলএলপি সীমিত দায়বদ্ধতা অংশীদারি আইন, ২০০৮ এর ধারা ১৩ (৩) এর অধীনে কোম্পানির নিবন্ধক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গের কাছে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করেছে, যাতে রাজ্য থেকে তার নিবন্ধিত অফিস পরিবর্তন করার অনুমতি চাওয়া হয়। ''পশ্চিমবঙ্গ'' থেকে ''তেলেঙ্গানা'' রাজ্য। এলএলপি-এর নিবন্ধিত অফিসের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে যার স্বার্থ প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সে তার / তার আগ্রহের প্রকৃতি উল্লেখ করে একটি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত তার/তার আপত্তি নিবন্ধিত পোস্টের মাধ্যমে সরবরাহ করতে বা পাঠাতে পারে। এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে কোম্পানীর নিবন্ধকের কাছে একটি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত বিরোধিতার কারণগুলি উপরে উল্লেখিত ঠিকানায় আবেদনকারী এলএলপির নিবন্ধিত অফিসে একটি অনুলিপি সহ।

হোমলিমেস ডেকোর স্টুডিও এলএলপি এর পক্ষে,
স্বা / - প্রিয়াঙ্কা দাস ,
পশ্চিমবঙ্গ মনোনীত অংশীদার (DIN: 08341487)
তারিখ ঃ ১০ মে, ২০২৪
স্থান ঃ কলকাতা

R. C. A. LIMITED
Registered Office : 10, Middleton Row, Kolkata - 700 071
E-mail : rcaltd@rediffmail.com **CIN : U64990WB1899PLC000255**

TRANSFER OF EQUITY SHARES TO THE INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND

NOTICE is hereby given to the Shareholders of **R. C. A. Limited** ("the Company") that pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 and the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended (hereinafter called 'the Rules') all those equity shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more, shall be transferred by the Company to the demat account in the name of Investor Education and Protection Fund ("IEPF") pursuant to the Rules.

The Company has dispatched individual notices to the concerned shareholders on 09.05.2024 at their respective registered address whose shares are liable to be transferred to the IEPF Suspense Account as per the said Rules.

The Company has upload the details of such shareholders and shares due for transfer to IEPF Suspense Account on its website www.rcaltd.co.in. Shareholders are requested to refer to the Investor's section on the website to verify the details of the shares liable to be transferred to IEPF Suspense Account. The concerned shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF Suspense Account, may note that the company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) for the purpose of transfer to IEPF Suspense Account as per the Rules, and upon such issue the original share certificate(s) stands registered in their name shall automatically stand cancelled.

The shareholders may further note that the details uploaded by the company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF pursuant to the provision of the Rules.

Notice is also hereby given to all such shareholders to forward the requisite documents to the Company or Registrar Maheshwari Datamatics Pvt. Ltd. by October 10, 2024 with a request of claiming the unpaid dividends for the year 2016-17 and onwards so that the shares are not transferred to IEPF Suspense Account. It may please be noted that if no claim is received by the Registrar by October 10, 2024, the Company shall transfer the aforesaid shares without any further notice, by following the process as enumerated in the said Rules which is as under:

1) In case of shares held in physical form by issuing duplicate share certificate(s) and thereafter transferring the same to IEPF Suspense Account.
2) In case of shares are held in demat mode by directly transferringsuch shares to IEPF Suspense Account.

It may be noted that upon such transfer the shareholders can claim the transferred shares along with dividend from the IEPF Authority for which details are available at **www.iepf.gov.in**. You are also requested to update your Bank Account Details with the Company or Registrar.

For any information/ clarification on this matter concerned shareholders can contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent **Maheshwari Datamatics Pvt. Ltd, 5th Floor, 23, R. N. Mukherjee Road, Kolkata - 700001.**

Place : Kolkata
Date : 10.05.2024

PINAKI SEN
Director
(DIN: 00568355)

Binod Jute and Fibre Limited
CIN-L17232WB1980PLC032819
Registered Office: Ground Floor, 5A, Little Russell Street, Kolkata -700071,
Phones: 22872607 / 40060331 / 40073219 Fax: 22873159, **Email:** jkk@kankariagroup.com

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS

Shareholders of Binod Jute and Fibre Limited are hereby informed that pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, to the extent notified, the company has on Friday, May 10, 2024 completed the dispatch of Postal Ballot Notice dated May 03, 2024 with the proposed Special Resolution and explanatory statement thereto along with Postal Ballot Form and a self-addressed envelope, to the shareholders of the company whose names appear in the Register of Members/ List of Beneficial Owners as on the cut-off date, i.e, Friday, May 03, 2024 seeking their consent to the voluntary delisting of the equity shares of the company from The Calcutta Stock Exchange Limited ("CSE") where the equity shares of the company are listed, in compliance with the SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 as amended from time to time including any statutory modifications or amendments or re-enactments thereof, the SEBI (Listing Obligations And Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time and The Companies Act, 2013 and rules made thereunder. Shareholders may note that the business is to be transacted through Postal Ballot includes remote e-voting by electronic means.

The Board of Directors of the Company at their meeting held on Friday, May 03, 2024 has appointed M/s. Namita Agarwal & Co., a Company Secretary in whole-time practice (Membership No. F12983 C.P. No. 14563) as the Scrutinizer for conducting the postal ballot voting in a fair and transparent manner and in compliance with the applicable laws and regulations.

The voting through postal ballot and electronic means starts from 09:00 A.M.[IST] on Sunday, May 12, 2024 and shall end on 05:00 P.M [IST] On Monday, June 10, 2024. Shareholders are requested to note that the Postal Ballot Forms duly completed and signed should reach the Scrutinizer not later than the close of working hours at 05:00 P.M [IST] on, Monday, June 10, 2024. Any Postal Ballot Forms and remote e-voting done beyond the said date, i.e. Monday, June 10, 2024 will not be valid. Shareholders who do not receive the Postal Ballot Form may obtain a duplicate from M/s Niche Technologies Private Limited, Registrar and Share Transfer Agents of the company. Any query/ grievances connected with the postal ballot including voting by electronic means, may be addressed to Ms. Ruchika Beriwal, (Company Secretary and Compliance Officer) at Binod Jute and Fibre Limited, Ground Floor, 5A , Little Russell Street, Kolkata - 700071, West Bengal, India or email at jkk@kankariagroup.com or contact at +91-9831000419 at https://binodjute.com

Date :10.05.2024
Place: Kolkata

By Order of the Board
For Binod Jute and Fibre Limited
Sd/-
Whole Time Director
DIN: [00381223]

‘গাজার রাফায় সর্বাত্মক অভিযান চালালে তা হামাসের জন্য কৌশলগত বিজয় এনে দিতে পারে’

ওয়াশিংটন, ১০ মেঃ ইসরায়েলকে সতর্ক করে যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, তারা পরিকল্পনামতো গাজার রাফায় সর্বাত্মক অভিযান চালালে তা হামাসের জন্য কৌশলগত বিজয় এনে দিতে পারে। হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা মুখপাত্র জন কারবি বৃহস্পতিবার এ সতর্কবার্তা দিয়েছেন। জন কারবি বলেন, ‘আমরা মনে করছি, রাফায় যেকোনো বড় ধরনের অভিযান প্রকৃতপক্ষে সমঝোতা আলোচনার টেবিলে হামাসের হাতকে শক্তিশালী করবে, ইসরায়েলের হাতকে নয়।’ ইসরায়েল রাফায় অভিযান চালালে দেশটিতে সামরিক সরঞ্জাম পাঠানো স্থগিত করা হবে বলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ঘোষণা করার পরদিন জন কারবি এ অভিমত জানালেন। এদিকে

ফিলিস্তিনকে আরও ‘অধিকার ও সুবিধা’ দেওয়ার সুপারিশসংবলিত একটি প্রস্তাবে আজ শুক্রবার জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ভোট হতে পারে। ওই প্রস্তাবে ফিলিস্তিনকে জাতিসংঘের ১৯৪তম সদস্যদেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের প্রতি আহ্বান জানানো হবে। এর আগে গত এপ্রিলে এ ধরনের একটি প্রস্তাবে ভেটো দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। ওই প্রস্তাবেও ফিলিস্তিনকে জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্যপদ দেওয়ার পথ তৈরির প্রস্তাব করা হয়েছিল। ফিলিস্তিন দীর্ঘদিন ধরে জাতিসংঘের সদস্যপদ পাওয়ার চেষ্টা করছে এবং ইসরায়েল তা ঠেকাতে পদক্ষেপ নিয়ে আসছে। জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের উপরাষ্ট্রদূত রবার্ট উড গতকাল স্পষ্ট করেছেন, সাধারণ পরিষদে যে প্রস্তাব তোলা হচ্ছে, সেটিতে আপত্তি রয়েছে বাইডেন প্রশাসনের। হামাস ও ইসরায়েল যদি যুদ্ধবিরতি ও বন্দিবিনিময় নিয়ে একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে চায়, তাহলে দুই পক্ষকে অবশ্যই আরও নমনীয়তা দেখাতে হবে বলে উল্লেখ করেছে মিসর। যুদ্ধবিরতির আলোচনায় মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে আসা মিসরের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আজ এক বিবৃতিতে এ কথা বলেছে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ও মিসরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সামেহ শুকরির ফোনালাপেও একই অভিমত উঠে এসেছে।

আজ ভোরে হামাসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, যুদ্ধবিরতির আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য তাদের প্রতিনিধিদল কায়রো থেকে দোহার উদ্দেশে রওনা হয়েছে। বল এখন ইসরায়েলের কোর্টে বলেও উল্লেখ করেছে তারা।

অপর দিকে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, ইসরায়েল প্রয়োজনে একা দাঁড়াবে এবং সামর্থ্যের শেষটুকু দিয়ে লড়াই করে যাবে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের অস্ত্রের চালান বন্ধের সতর্কবার্তার জবাবে এ কথা বলেন তিনি।

কংগ্রেস নেতারা ভারতে থাকলেও মন পড়ে থাকে পাকিস্তানে, আইয়ার ইস্যুতে নিশানা অনুরাগ ঠাকুরের

নয়াদিল্লি, ১০ মে ঃ কংগ্রেস নেতা মণিশঙ্কর আইয়ারের বেফাঁস মন্তব্যের প্রেক্ষিতে তাঁকে ও কংগ্রেসকে নিশানা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অনুরাগ ঠাকুর। তিনি বলেন, কংগ্রেস নেতারা ভারতে থাকলেও তাঁদের মন পড়ে থাকে পাকিস্তানে। পাকিস্তানের কত সাহস আছে? ভারত জানে কীভাবে যোগ্য জবাব দিতে হয়।উল্লেখ্য, সাম পিত্রোদার পর এবার আইয়ারের মন্তব্যকে ঘিরে রাজনৈতিক তরজা জমে উঠেছে। তিনি বলেন, পাকিস্তানকে সমীহ করে চলুক ভারত। তা না

হলে ওরা পরমাণু বোমা মারতে পারে। আর এই মন্তব্যকে ঘিরেই উত্তাল জাতীয় রাজনীতি। একটি অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে কংগ্রেসের এই বর্ষীয়ান নেতাকে বলতে শোনা যায়, পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা শুরু করা উচিত ভারতের। পাকিস্তান সম্মানিত দেশ। তাই তাদের সঙ্গে কথা সম্মানের সঙ্গেই বলা উচিত বলে মন্তব্য করেন কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা। সেই সঙ্গে আইয়ারকে আরও বলতে শোনা যায়, পাকিস্তানের কাছে পরমাণু বোমা রয়েছে।

তাই পাকিস্তানকে সম্মান দেওয়া না হলে, তা আমাদের উপর এসে পড়তে পারে। মণিশঙ্কর আইয়ারের ওই মন্তব্যের ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই, তা ভোট বাজারে চরম বিতর্কের জন্ম দেয়। কংগ্রেস নেতার দাবি, পাকিস্তানকে সম্মান দিয়ে কথা না বললে, তা দুই দেশের মাঝে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানে যদি ক্ষমতায় একজন গোলমেলে লোক বসেন, তিনি যদি পরমাণু বোমার তার কেটে দেন, তাহলে কী হবে বলে প্রশ্ন তোলেন মণিশঙ্কর আইয়ার। মণিশঙ্কর আইয়ারের ওই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই তাঁকে পালটা নিশানা করেছেন বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা।

কেজরিওয়ালকে ছাড়তে দেরি হলে জেলের বাইরে শুয়ে থাকবেন এএপি নেতারা

নয়াদিল্লি, ১০ মে ঃ শুক্রবার সন্ধ্যা বা তারপরেই তিহার জেল থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এমনই দাবি করেছে তাঁর দল আম আদমি পার্টির নেতৃত্ব। এদিন বিকেলেই দলনেতার মুক্তির জন্য আপের নেতৃত্ব এবং কর্মী-সমর্থকরা তিহার জেলের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। দলীয় নেতৃত্বের কথায়, কেজরিওয়ালের জামিনে মুক্তি পেতে যদি দেরি হয়, তাহলে তাঁরা শনিবার সকাল পর্যন্ত জেলের বাইরে শুয়ে থাকবেন। উল্লেখ্য, দেশের সর্বোচ্চ আদালত আপ সুপ্রিমোর অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করেছে। লোকসভা ভোটের শেষ দফা ১ জুন পর্যন্ত জেলের বাইরে থাকবেন তিনি। ২ জুন তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে হবে কারা কর্তৃপক্ষের কাছে।

ব্রাউন সুগার রাখার অভিযোগে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ পাঁচ যুবককে গ্রেফতার করেছে

আগরতলা, ১০ মে ঃ ব্রাউন সুগার রাখার অভিযোগে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ পাঁচ যুবককে গ্রেফতার করেছে। বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানীর শিবনগর মডার্ন ক্লাব ও কল্যাণী এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। সংবাদমাধ্যমকে বিস্তারিত জানিয়ে পূর্ব আগরতলা থানার ওসি জানান, গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। প্রথমে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশকর্মীরা কলেজটিলা ফাঁড়ি পুলিশের সহায়তায় কলেজ চত্বরের কাছে মাদকদ্রব্য ব্রাউন সুগার বিক্রিকারী তিন যুবককে গ্রেপ্তার করে। পরে কল্যাণী এলাকা থেকে একই মাদকসহ আরও দুজনকে আটক করা হয়। আটককৃতরা হল- বিশ্বজিৎ নমঃ, জুয়েল মিয়া, সুজিত সাহা ও ভিকি তাঁতি।

পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের সময় তারা রাজধানীজুড়ে বিভিন্ন এলাকায় মাদক বিক্রির কথা স্বীকার করেছে। পুলিশ মোট ১৬ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে। যার বাজার মূল্য আনুমানিক ৮০ হাজার টাকা। তাছাড়া, ১৫০টি শিশি, দুটি মোবাইল ফোন এবং একটি স্কুটি জব্দ করেছে। পুলিশ এনডিপিএস অ্যাক্টে একটি মামলা নিয়েছে।

পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল, অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৫ ডলারের কাছাকাছি

নয়াদিল্লি, ১০ মে ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়ছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম লাফিয়ে ৮৫ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুড প্রতি ব্যারেল ৮০ ডলারের কাছাকাছি পৌঁছেছে।

পাবলিক সেক্টরের তেল এবং গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি শুক্রবার পেট্রোল এবং ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। এই সপ্তাহের পঞ্চম দিনে, প্রারম্ভিক লেনদেনে, ব্রেন্ট ক্রুড ০.৪৫ ডলার বা ০.৫৪ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ব্যারেল প্রতি ৮৪.৩৩ ডলারে প্রবণতা করছে।

ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডও ব্যারেল প্রতি ৭৯.৭৫ ডলারে লেনদেন করছে, ০.৪৯ ডলার বা ০.৬২ শতাংশ বেড়েছে। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৪.২১ টাকা, ডিজেল ৯২.১৫ টাকা, কলকাতায় ১০৩.৯৪ টাকা, ডিজেল ৯০.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা, ডিজেল ৯২.৩৪ প্রতি লিটারে পাওয়া যায়।

কংগ্রেসকে রামমন্দিরের জায়গায় আবার বাবরি মসজিদ করতে দেওয়া যাবে নাঃ হিমান্ত

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক সপ্তাহ আগেও বলেছিলেন, তিনি এবারের নির্বাচনে ৫৪৩ আসনের মধ্যে ৪০০ আসন চান, যাতে ভবিষ্যতে কংগ্রেস আর রামমন্দিরে তালা লাগাতে না পারে। প্রধানমন্ত্রীর সেই সুরেই বৃহস্পতিবার আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেছেন, কংগ্রেস অযোধ্যায় রামমন্দিরের জায়গায় বাবরি মসজিদ পুনর্নির্মাণ করতে পারে। সেই কারণেই বিজেপিকে ৪০০ আসন পেতে হবে। ওড়িশা রাজ্যে একটি নির্বাচনী সভায় মসজিদের পুনর্নির্মাণ রোধে বিজেপিকে ৪০০ আসনে জয়ী করার আহ্বান জানান আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। আসামের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘মানুষ আমাদের জিজ্ঞাসা করে, কেন আমরা ৪০০ আসন চাই। আমরা ৪০০ আসন চাই, কারণ কংগ্রেস রামমন্দিরের জায়গায় বাবরি মসজিদ পুনর্নির্মাণ করতে পারে। আমাদের নিশ্চিত করতে হবে, বাবরি মসজিদ যাতে ভারতে পুনর্নির্মিত না হয়। এ কারণেই আমাদের প্রধানমন্ত্রী মোদিকে ৪০০-এর বেশি আসনে জয়ী করতে হবে এবং আবার প্রধানমন্ত্রী করতে হবে।’গত ১৯

এপ্রিল প্রথম দফার ভোটের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরাসরি হিন্দু ভোটের জন্য সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের রাস্তায় হাঁটেন। তাঁর ভাষণ থেকে এটা স্পষ্ট, তিন দফা নির্বাচনের পর সাম্প্রদায়িক মেরুকরণই নির্বাচনে জেতার সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য পন্থা বলে মনে করছে বিজেপি নেতৃত্ব। সেই পথেই হাঁটছেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী। হিমন্ত গতকাল আরও বলেন, বিজেপি শুধু রামমন্দির বানিয়েই থেমে থাকবে না, ভবিষ্যতে তারা আরও মন্দির নির্মাণ করবে। আসামের হিন্দুত্ববাদী মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আগে কংগ্রেস আমাদের জিজ্ঞাসা করত, রামমন্দির কবে তৈরি হবে। এখন তারা এই প্রশ্ন করা বন্ধ করেছে। কংগ্রেস জানে, আমরা রামমন্দিরে থামব না। আমাদের দেশের প্রতিটি মন্দিরকে মুক্তি দিতে হবে। আমাদের অ্যাজেন্ডা দীর্ঘ।’ কংগ্রেস রামমন্দিরের তালা লাগাবে বলে প্রধানমন্ত্রী যে অভিযোগ করেছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মিথ্যা কথা বলছেন। কংগ্রেস সুপ্রিম কোর্টের রায়কে সম্মান দেয়। প্রিয়াঙ্কা বলেন, ‘এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। কংগ্রেস দল বহুবার বলেছে, তারা আদালতের রায়কে সম্মান করবে। আমরা (অতীতে) এটি করেছি এবং ভবিষ্যতেও করব।’

মায়ের বকুনি সহ্য করতে না পেরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করল নেশাসক্ত ছেলে

বিশালগড়, ১০ মে ঃ মায়ের বকুনি সহ্য করতে না পেরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করল ছেলে। ঘটনা সিপাহীজলা জেলার বিশালগড় থানার অধীন রাস্তার মাথা এলাকায় শুক্রবার রাতে। নিহত যুবকের নাম আপন দেবনাথ। জানা গিয়েছে, রাস্তার মাথা এলাকার বাসিন্দা আপন দেবনাথ দীর্ঘদিন যাবৎ নেশাসক্ত। মায়ের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত জোরপূর্বক টাকা নিয়ে বাইরে থেকে বন্ধুদের সাথে নেশা সেবন করে বাড়িতে ফিরে। শুক্রবার রাতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় শুক্রবার রাতে বাড়িতে আসার পর আপন দেবনাথের মা ছেলেকে শাসন করেন। মায়ের সাথে কিছুটা সময় কথা কাটাকাটি হওয়ার পর মা

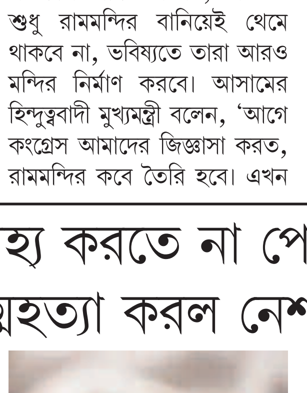

ঘুমিয়ে পড়েন। হঠাৎ করে মা ঘুম থেকে উঠে দেখতে পায় আপন দেবনাথ ঘরের বারান্দায় ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। ছেলের এমন অবস্থা দেখতে পেয়ে মা চিৎকার শুরু করেন। আপন দেবনাথের মায়ের চিৎকার শুনে রাতে এলাকাবাসীর জড়ো হতে থাকে বাড়িতে। খবর দেয়া হয় বিশালগড় থানায়। ঘটনার খবর পেয়ে রাতে বিশালগড় থানার পুলিশ ছুটে যায়। কিন্তু রাতে পুলিশ মৃতদেহ ঝুলন্ত অবস্থায় থেকে নামানোর কোনরকম উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। রাত ১.৩০ মিনিট থেকে সকাল পর্যন্ত মৃতদেহ বারান্দায় ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল। এলাকাবাসী সকাল হতে একাধিকবার থানায় যোগাযোগ করা হলে পুলিশ মৃতদেহ নামিয়ে আনার মত কোনরকম উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। এমনকি পরিবারের লোকেদের বলে দেন যদি আপনারা পারেন তাহলে মৃতদেহ নামিয়ে নিন। পুলিশের দায়িত্ব জ্ঞানহীনতার নিয়ে প্রশ্ন তুললেন এলাকাবাসী। পরে মৃতদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যাবস্থা করা হয়। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু র মামলা নিয়েছে।

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের প্রবুদ্ধ নাগরিক সম্মেলন নামখানায়

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১০ মে ঃ অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের (বিদ্যালয় শিক্ষা) উদ্যোগে শুক্রবার সুন্দরবনের নামখানায় প্রবুদ্ধ নাগরিক সম্মেলন হয়ে গেল। এদিন নামখানার দক্ষিণ চন্দ্র নগরের কল্পনা ভিলাতে শিক্ষক সংগঠন এর পক্ষ থেকে তে প্রবুদ্ধ নাগরিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বামী আধ্যত্মানন্দজী মহারাজ। রাজ্য অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক, স্কুল শিক্ষার সৈকত মন্ডল, সংগঠনের জেলা সম্পাদক অভিজিৎ মৃধা, অবসর প্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক ফাল্গুনী মণ্ডল সহ আরো অনেকে। এদিন ১ লা জুনের লোকসভা ভোটে ১০০ ভোটদান,নাগরিক হিসেবে নিজেদের কর্তব্য ও সচেতনতার উপর আলোকপাত করা হয়।

গর্ভধারিণী মাকে মারধর করে পাঠানো হয়েছে হাসপাতালে

বিশালগড়, ১০ মে ঃ তথাকথিত সভ্য সমাজে আরও একটি কলঙ্কজনক ঘটনা। গর্ভধারিণী মাকে মারধর করে পাঠানো হয়েছে হাসপাতালে। ন্যাক্কারজনক ঘটনাটি ঘটেছে সিপাহীজলা জেলার বিশালগড়ে। জানা গিয়েছে, শুক্রবার বিশালগড় থানাধীন ঘনিয়ামারা এলাকায় ছেলে জয়নাল আবদীন তার মা আলেজা খাতুনকে বেধড়ক মারধর করে পারিবারিক বিষয়কে কেন্দ্র করে। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে ফেলে রাখা হয়। ভেঙে দেওয়া হয় পা। মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে প্রতিবেশীরা দেখতে পেয়ে খবর দেয় হয় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের। তারা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় আহত মহিলাকে উদ্ধার করে মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। খবর পেয়ে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে ছুটে আসে থানার পুলিশ। অপরদিকে ঘনিয়ামারা নিজ বাড়ি থেকে মাকে আধমরা করে হাসপাতালে পাঠিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল ছেলে জয়নাল আবদিন। উক্ত ঘটনায় গোটা এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। পুলিশ মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। অভিযুক্ত ছেলের কঠোর শাস্তির দাবী জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

অরুণাচলের সমুদ্রতল থেকে ৮৭০০ ফুট ওপরে তৈরি হচ্ছে ফুটবল মাঠ

তাওয়াং, ১০ মেঃ অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং জেলার সমুদ্রতল থেকে ৮ হাজার ৭০০ ফুট উঁচুতে তৈরি হচ্ছে এক নয়নাভিরাম ফুটবল মাঠ। বিসিসিআই পক্ষ থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় এ ব্যাপারে জানানো হয়েছে। ফেডারেশনের সচিব কিপ অজয় পোস্ট-এর মাধ্যমে জানিয়েছেন, ‘অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং জেলার তাওয়াং মাঠে একটি কৃত্রিম ফুটবল টার্ফ ইনস্টলেশন শীঘ্রই সম্পূর্ণ হতে চলেছে। মাঠটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮৭০০ ফুট উঁচুতে। এই প্রথম অরুণাচল প্রদেশের কোনও জেলা ফিফা সার্টিফায়েড কৃত্রিম ফুটবল টার্ফ গ্রাউন্ড তৈরি করতে চলেছে। আশা করি ভবিষ্যতে রাজ্যের প্রতিটি জেলা একটি করে ফিফা স্বীকৃত টার্ফ ফুটবল মাঠ পাবে।’

জনসভা থেকে দেশবিরোধী মানসিকতা এবং নেতিবাচক রাজনীতির জন্য ইন্ডি জোটকে একহাত মোদীর

মুম্বই, ১০ মে ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী, শুক্রবার মহারাষ্ট্রের নন্দুরবারে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময়, ভগবান শ্রী রামের ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য কংগ্রেসকে কঠোরভাবে আক্রমণ করেন। এছাড়াও, তিনি দেশবিরোধী মানসিকতা এবং নেতিবাচক রাজনীতির জন্য ইন্ডি জোটেকে একহাত নেন। অনুষ্ঠান চলাকালীন, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী একনাথ শিন্ডে, উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীস এবং নন্দুরবারের লোকসভা প্রার্থী শ্রীমতি হিনা বিজয় গাভিত এবং অন্যান্য নেতারা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত ও আদিবাসীদের সেবা করা, আমার পরিবারের সদস্যদের সেবা করার মতো। মোদী কংগ্রেসের শাহী পরিবারের মতো কোন বড় পরিবারের সন্তান নন, কিন্তু দারিদ্রতার মধ্যে বড় হয়েছেন এমন একজন ব্যক্তি। স্বাধীনতার ৬০ বছর পরেও এই অঞ্চলের গ্রামে বিদ্যুত ছিল না, তাই মোদী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে প্রত্যেক দরিদ্র্য ও আদিবাসীকে বাড়ি, জল এবং বিদ্যুৎ দেওয়ার কথা। এনডিএ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে নন্দুরবারের প্রায় ১.২৫ লক্ষ দরিদ্র মানুষকে স্থায়ী বাড়ি দিয়েছেন এবং যারা এখনও বিজেপি সরকারের প্রকল্পের সুবিধা পাননি তারা মোদীর তৃতীয় মেয়াদে সমস্ত প্রকল্পের সুবিধা পাবেন, এটাই মোদীর গ্যারান্টি । গত ১০ বছরে, বিজেপি ৪ কোটি পাকা বাড়ি দিয়েছে এবং তৃতীয় মেয়াদে ৩ কোটি নতুন বাড়ি তৈরি করা হবে। এনডিএ সরকার মহারাষ্ট্রের ২০ হাজারেরও বেশি গ্রামে কলের জল সরবরাহ করেছে, যার মধ্যে নন্দুরবারের ১১১টি গ্রামও রয়েছে। এই মুহূর্তে এটি একটি ট্রেলার, মোদীর এখনও অনেক কিছু করার আছে। একদিকে বিজেপির প্রচেষ্টা এবং অন্যদিকে কংগ্রেস রয়েছে যারা কখনও আদিবাসীদের কথা চিন্তা করেনি। উপজাতীয় এলাকায় সিকেল সেল অ্যানিমিয়া একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু কংগ্রেস কখনও এই রোগের দিকে মনোযোগ দেয়নি। শুধুমাত্র বিজেপিই সিকেল সেল অ্যানিমিয়া নির্মূল করার জন্য প্রচার শুরু করেছে। শ্রী মোদী বলেন যে এনডিএ এই বিষয়টি নিয়েও উদ্বিগ্ন যে কোনও দরিদ্র যেন অপুষ্টির শিকার না হয়। এখন নন্দুরবারের ১২ লক্ষেরও বেশি মানুষ বিনামূল্যে রেশন পাচ্ছেন। উন্নয়নে কংগ্রেস কখনোই মোদীর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। তাই এই নির্বাচনে কংগ্রেস মিথ্যার কারখানা খুলেছে এবং মিথ্যে প্রচার করে ভোট পেতে চায়। সংরক্ষণ নিয়ে কংগ্রেসের অবস্থা খুবই উদ্বেগজনক। ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ বাবা সাহেবের চেতনা ও সংবিধানের পরিপন্থী। কিন্তু কংগ্রেসের এজেন্ডা হল দলিত, অনগ্রসর শ্রেণী ও আদিবাসীদের সংরক্ষণ কেড়ে নিয়ে তাদের ভোটব্যাঙ্কে দেওয়া। কখনও কংগ্রেস সংরক্ষণ নিয়ে মিথ্যা বলে আবার কখনও সংবিধান নিয়ে। কংগ্রেস কর্ণাটকের মুসলিম সম্প্রদায়কে রাতারাতি ওবিসি বানিয়ে ধর্মের ভিত্তিতে রিজার্ভেশন দিয়েছে, যার কারণে তারা ওবিসি রিজার্ভেশনের সবচেয়ে বড় অংশ লুট করেছে এবং কংগ্রেস সারা দেশে কর্ণাটকের একই মডেল বাস্তবায়ন করতে চায়। এই আঘাড়িরা সংরক্ষণ কেড়ে নেওয়ার অভিযান করছে। আর এসসি, এসটি ও ওবিসিদের সংরক্ষণ অটুট রাখতে মোদী সংরক্ষণের মহাযজ্ঞ করছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন আমি যে গত ১৭ দিন ধরে কংগ্রেসকে চ্যালেঞ্জ করে আসছি যে তারা লিখিতভাবে জানাক এসসি, এসটি এবং ওবিসি-দের থেকে সংরক্ষণ কেড়ে নিয়ে ধর্মের ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণিকে সংরক্ষণ তারা দেবে না। কিন্তু কংগ্রেস এই চ্যালেঞ্জের কোনও উত্তর দিচ্ছে না। এর অর্থ হল কংগ্রেস তার গোপন এজেন্ডা নিয়ে এসসি, এসটি এবং ওবিসিদের সংরক্ষণ কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করছে। কংগ্রেসের এই নীরবতা স্পষ্টই বোঝায় যে এই ঘটনায় অন্যায় কিছু আছে। কংগ্রেস যতই চেষ্টা করুক না কেন, দেশবিরোধী শক্তির সঙ্গে মিলে যতই মিথ্যা প্রচার করুক না কেন, জনগণের কাছে মোদীর ভরসা আছে। যতদিন মোদী বেঁচে থাকবেন, ততদিন এসসি, এসটি এবং ওবিসিদের সংরক্ষণ কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। মোদী বঞ্চিত মানুষদের জন্য লড়েন। মোদীর মতো প্রহরী থাকলে বঞ্চিতদের অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। বিজেপি মাতা শবরীর পূজা করে কিন্তু কংগ্রেস কখনোই জনজাতি সমাজকে সম্মান দেয়নি। স্বাধীনতা সংগ্রামে আদিবাসী বিপ্লবীরা অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে। কিন্তু কংগ্রেস সেই ত্যাগকে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত নয় এবং কংগ্রেস স্বাধীনতার পুরো কৃতিত্ব একটি মাত্র পরিবারকে দিয়ে আসছে। কিন্তু বিজেপি সারা দেশে জনজাতি মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে জাদুঘর তৈরি করছে যাতে আগামী প্রজন্ম জানতে পারে যে আদিবাসী পূর্বপুরুষরা দেশের জন্য বিশাল ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন।

মাননীয় মোদী বলেছেন যে এনডিএ প্রথমবারের মতো একজন আদিবাসী মহিলাকে রাষ্ট্রপতি করেছে। কিন্তু কংগ্রেস দিনরাত চেষ্টা করে গেছে শ্রীমতি দ্রৌপদী মুর্মুকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে পরাজিত করার জন্য। এর আসল কারণ সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে। আমেরিকায় বসবাসকারী রাহুল গান্ধীর উপদেষ্টা স্যাম পিত্রোদা ভারতীয়দের বিরুদ্ধে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য করেছেন। যাদের গায়ের রং ভগবান কৃষ্ণের মতো কংগ্রেস তাদের আফ্রিকান বলে মনে করে, তাই কংগ্রেস চায়নি যে শ্রীমতি দ্রৌপদী মুর্মু রাষ্ট্রপতি হন। আদিবাসী সমাজকে অপমান করতে গিয়ে কংগ্রেস এখন বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য করছে। স্যাম পিত্রোদা কংগ্রেসের গোপন এজেন্ডা ফাঁস করে দিয়েছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন যে স্যাম পিত্রোদা বলেছিলেন যে রাম মন্দির নির্মাণ এবং রাম নবমী উদযাপন ভারতীয় সংস্কৃতির বিরুদ্ধে। তিনি মোদীর মন্দিরে যাওয়া পছন্দ করেন না। কংগ্রেসও আমার মন্দিরে যাওয়াকে ভারতবিরোধী বলে অভিহিত করেছে। ইন্ডি জোটের এই আক্রমণ মোদীর ওপর নয়, ১৪০ কোটি দেশবাসীর বিশ্বাসের ওপর। কংগ্রেস দেশ থেকে হিন্দু ধর্মকে মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র করছে। ভগবান শ্রী রাম হলেন জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ, সর্বশ্রেষ্ঠ গুণাবলী এবং সবচেয়ে সুন্দর মূল্যবোধের মহান সঙ্গম। ভারতের অস্তিত্বের ভিত্তি ভগবান শ্রী রামের সাথে নিহিত এবং ভারতের ভবিষ্যতের অনুপ্রেরণাও ভগবান শ্রী রাম। এই মহারাষ্ট্রের মাটিতেই এই আওয়াজ উঠেছিল যে ‘‘বিশ্বছা বিশ্রাম রে, স্বামী মাঝা রাম রে অর্থাৎ আমার রাম সমগ্র বিশ্বের আশ্রয়। ভগবান শ্রী রামের শিক্ষা হল ‘‘পরিত সারিস ধর্ম নাহি ভাই, পরপিদা সাম নাহি আধামাই অর্থাৎ অন্যের সেবা ও দান করার চেয়ে বড় কোনো ধর্ম নেই এবং কাউকে কষ্ট দেওয়া সবচেয়ে বড় পাপ। আমাদের রাম স্বয়ং বলেছেন, ‘‘কোমল চিত তিন পর দিয়া, মন ওয়াচ ক্রাম মম ভক্তি অমায়া অর্থাৎ যে গরীবের কষ্ট জানে সে আমার ভক্ত। ভগবান রামের শিক্ষা হল ধর্ম না দুসার সত্য সমানা, আগম নিগম পুরাণ বখান অর্থাৎ সত্যের সমান অন্য কোন ধর্ম নেই। তিনিই রাম যিনি সমস্ত দরিদ্র ও নিঃস্বকে আলিঙ্গন করেন এবং তাদের কাছে বসিয়ে বলেন সহজ সানেহ বিবাস রঘুরাই, পুঞ্চি কুসল নিক্ত বৈতাই। আমাদের রাম যখন আদিবাসী সম্প্রদায়ের সাথে দেখা করেন, তখন বলা হয় পুরজন করি জোহারু ঘর আয়ে অর্থাৎ রাম জোহর করার সময় আদিবাসীদের এবং তাদের সংস্কৃতির সাথে দেখা করেন। আমাদের ভগবান শ্রী রাম আমাদের শিখিয়েছেন যে ‘‘অপি স্বর্ণময়ী লঙ্কা, না মে লক্ষ্মণ রোচে। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গড়িয়াসী মানে আমাদের মাতৃভূমি স্বর্গের চেয়েও বড় অর্থাৎ জাতি সবার আগে। কংগ্রেস নেতারা এমন ভগবান রামকে ভারতের ঐতিহ্য বিরোধী বলে মনে করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, কংগ্রেস নেতারা এতই অহংকারী যে, তাদের কাছে গরীবদের কোনও দাম নেই। কংগ্রেস যখন ক্ষমতায় থাকে তখন গরিবদের কষ্ট দেয়, লাঞ্ছনা করে। কিন্তু আজ গরিবের ছেলে, জনগণের সেবক হয়ে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কাজ করছে, তাই গরিববিরোধী মানসিকতার এই শাহীপরিবারের এটা সহ্য হচ্ছে না। এই নকল শিবসেনা গরিবদের কতটা ঘৃণা করে তা তারা আবারও প্রকাশ্যে এসেছে। এই নকল শিবসেনার লোকেরা মোদীকে জীবন্ত কবর দেওয়ার কথা বলছে। একদিকে কংগ্রেস মোদীর কবর খোঁড়ার কথা বলছে। অন্যদিকে এই নকল শিবসেনা আমাকে জীবন্ত কবর দেওয়ার কথা বলছে। আমাকে কটাক্ষ করলেও, এই লোকেরা যাদের তোষণ করে তাদের ভালভাবে খেয়াল রাখে। বালাসাহেব ঠাকরে এসব দেখে দুঃখ পেতেন। এখন এই নকল শিবসেনার লোকেরা প্রচারের জন্য তাদের সাথে বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো সন্ত্রাসবাদীদের নিয়ে যাচ্ছে এবং পশুখাদ্য কেলেঙ্কারিতে জড়িত লালু যাদবকে কাঁধে নিজেদের কাঁধে বসিয়েছে। এসব মানুষ জনগণের আস্থা ও সমর্থন হারিয়েছে। কিন্তু এই লোকেরা জানে না যে আমার কাছে মায়ের আশীর্বাদ আছে। তারা চাইলেও আমাকে কবর দিতে পারবে না, জীবিত অবস্থায়ও নয়, এমনকি মৃত্যু র পরেও নয়। শ্রী মোদী বলেন যে মহারাষ্ট্রের একজন প্রবীণ নেতা, যিনি ৪০-৫০ বছর ধরে রাজনীতি করছেন, তিনি মনে করেন যে ৪ জুনের পরে রাজনৈতিক জীবন টিকিয়ে রাখতে ছোট রাজনৈতিক দলগুলিকে কংগ্রেসের সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। এর মানে হল ভুয়ো এনসিপি এবং নকল শিবসেনা কংগ্রেসের সাথে মিশে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে। ১৩ মে জনগণের ভোটেই কংগ্রেস এবং ইন্ডি জোট জবাব পাবে।

তৃণমূলের বিজয় মিছিল

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১০ মেঃ ভোট গ্রহনের পরে এতদিন বিজয় মিছিল দেখে অভ্যস্ত বাংলার মানুষ, কিন্তু ভোট গ্রহনের আগেই বিজয় মিছিল বার করে কটাক্ষের শিকার পূর্ব বর্ধমানের ভাতার ব্লক তৃণমূলের নেতা নেত্রীরা। পূর্ব বর্ধমান জেলার দুটি লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন ১৩ মে।

Name Change

I SANJEEV MODANI(OLD NAME), SON OF OMPRAKASH MODANI, RESIDING AT 24 GOPI KRISHNA PAL LANE,PO-BEADON STREET, KOLKATA -700006, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANJEEV KUMAR MODANI (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/05/2024. THAT SANJEEV MODANI AND SANJEEV KUMAR MODANI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, (Old Name) MD JAHARLAL SK S/o-MOSTAKIM SEIKH, Residing at, Vill- Naoyapara, Post- Kumarsanda, Ps- Kandi, Dist-Murshidabad, Pin- 742136, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MD JAHARLAL SK To JAHARLAL SEIKH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) JAHARLAL SEIKH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, JAHARLAL SEIKH and MD JAHARLAL SK both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) AJIJUL SK S/o- HAMIJDDIN SEKH, Residing at, Vill- Jajan, Post- Jajan, Ps- Burwan, Dist- Murshidabad, Pin- 742140, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from AJIJUL SK To AZIZUL SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) AZIZUL SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, AZIZUL SK and AJIJUL SK both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) MD RAFIKUL SAIKH S/o-RAFATULLA SAIKH, Residing at, Vill-Dudhsar, Post- Dudhsar, Ps- Naoda, Dist-Murshidabad, Pin- 742174, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MD RAFIKUL SAIKH To RAFIKUL SAIKH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) RAFIKUL SAIKH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, RAFIKUL SAIKH and MD RAFIKUL SAIKH both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) MOHAMMAD MOSA SEKH S/o- LATE KADIR, Residing at, Vill- Bamangram (Chharkapara), Post- Bamangram, Ps-Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732206, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MOHAMMAD MOSA SEKH To MUSHA (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MUSHA in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, MUSHA and MOHAMMAD MOSA SEKH both are Same and one identical person.

Name Change

I, Kamal Hosen S/o. Abul Hossain R/o. Vill.- Chakseherdi, P.O. + P.S. Baishnabnagar, Malda, Pin- 732210, W.B., India shall henceforth be known as Mostafa Kamal Hossain. I declare that Mostafa Kamal Hossain and Kamal Hosen is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public Kolkata on 10-05-2024.

Name Change

I, NIRUPAMA SHIT W/O Pritish Kumar Shit Resident of Vill. Dakshin Chandanpiri, P.O. Chandanpiri, PS-Namkhana, Dist.- South 24 Pgs WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name NIRUPAMA SHIT instead of NIRUPAMA SHEET which is wrongly recorded in my son Anupam Shit's passport being No. N2816226 Dt. 30/07/1995, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Kakdwip, South 24 Parganas on 10/05/2024. NIRUPAMA SHIT and NIRUPAMA SHEET both are same and one identical person.

Name Change

I, Amit Mallick , S/o Kailash Mallick, by faith Hindu by nationality Indian residing at Room no. 214, of 33, Eden Hospital Lane, P.O- Chittaranjan Avenue, Kolkata -700073. That my Correct Name is Amit Mallick as per Aadhar Card being no. 6769 9004 0879. That I am the holder of P.F. A/c no. WBTLO00384980000012766. wherein my name had been recorded Sekh Amir in place of Amit Mallick. That in said P.F. a/c wherein my father's name had been recorded as Saiyad Alam in place of Kailash Mallick. That my both name i.e. Amit Mallick and Sekh Amir are the same and one identical person and my father's name i.e. Kailash Mallick and Saiyad Alam are the same and one identical person indicating himself only. That I am changing my name /Surname and my father's name/surname from Sekh Amir, S/o Saiyad Alam to Amit Mallick, S/o Kailash Mallick and also I am changing my Caste/religion from Muslim to Hindu by showing the said Affidavit in the Court of the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore Court as on 10th May 2024 at Kolkata. Being Registration no.4999 dated 10.05.2024.

Name Change

I, Tanusri Ray W/o. Sougata Ray R/o. 39, S.K. Deb Road, Patipukur, P.O.- Sreebhumi, P.S.- Lake Town, Dist.- 24 Pgs. (N), Pin-700048 shall henceforth be known as Tanusri Karmakar Ray. I declare that Tanusri Karmakar Ray and Tanusri Ray is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 10-05-2024.

Name Change

I, Nimai Charan Biswas S/o. Prafulla Biswas R/o. N.S. Road, (Purbasha), P.O.- Hridaypur, P.S.- Barasat, Dist.- 24 Pgs. (N), Pin-700127 shall henceforth be known as Nimai Chandra Biswas. I declare that Nimai Chandra Biswas and Nimai Charan Biswas is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public Kolkata on 10-05-2024.

Name Change

I, Rahmate Alam Mohammad S/o. Mohammad Noor Alam R/o. 99/H/20/2, Cossipore Road, P.S.- Cossipore, Dist.- Kolkata, Pin-700002 shall henceforth be known as Md Rahmate Alam. I declare that Md Rahmate Alam and Rahmate Alam Mohammad is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public Kolkata on 10-05-2024.

ইসকন মন্দিরে শুরু হল ২১ দিনব্যাপী চন্দন যাত্রা উৎসব

দুরন্ত বার্তা, মায়াপুর, ১০ মে ঃ মায়াপুর ইসকন মন্দিরের অসংখ্য ভক্ত সমাগমে শুরু হল ২১ দিনব্যাপী চন্দন যাত্রা উৎসব। রাধামাধবের চন্দন যাত্রা উসবকে কেঃদ্র করে মায়াপুর ইসকন পরিণত হল মিলনমেলায়। দূর-দূরান্ত থেকে অসংখ্য দেশি ও বিদেশি ভক্তের সমাগম হয়েছে মায়াপুর ইসকন মন্দিরে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত স্তরের মানুষ রাধামাধবকে যেমন ভোগ দিচ্ছেন, তেমনই বিগ্রহকে কাঁধে তুলে নিয়ে আসছেন প্রভুপাদ সমাধি মন্দিরের পুষ্করিণীতে। সেখানেই নৌকাবিহার করেন রাধামাধব। তাই রাধামাধবকে স্পর্শ করে পুণ্যলাভ করতে মরিয়া ইসকন ভক্তরা দলে-দলে ভিড় করছেম চন্দন যাত্রা উৎসবে। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে, অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্যলগ্নে শুরু হয়েছে চন্দন যাত্রা উৎসব। ২১ দিন ব্যাপী এই উৎসবে মিলিত হন মায়াপুর ইসকন সহ দেশ- বিদেশের ইসকন-ভক্তরা। মূলত গ্রীষ্মের দাবদাহে থেকে মুক্তি পেতেই মায়াপুর ইসকন সহ বিশ্বের সমস্ত ইসকন মন্দিরে একযোগে পালিত হয় চন্দন যাত্রা উৎসব। তবে মায়াপুর ইসকনে ভক্তদের ঢল নামে। একেবারে মিলনমেলায় পরিণত হয় ইসকন মন্দির চত্বর। চন্দন শরীরে লেপন করলে শরীর ঠাণ্ডা হয়। তাই রাধামাধবকেও প্রচণ্ড দাবদাহ থেকে মুক্তি দিতে চন্দন যাত্রা উৎসবের ২১ দিন ধরে বিগ্রহের গায়ে চন্দন লেপন করা হয়। এরপর বিকেল হতেই ইসকনের প্রভুপাদ সমাধি মন্দিরের পুষ্করিণীতে নৌকাবিহার করানো হয় বিগ্রহকে। হরিনাম-সংকীর্তন সহ ইসকনের চন্দ্রোদয় মন্দির থেকে রাধামাধবের বিগ্রহ ভক্তদের কাঁধে করে নিয়ে আসা হয় সমাধি মন্দিরের পুষ্করিণীতে। সেখানে সুসজ্জিত নৌকায় করে চলে বিহার। নৌকার মধ্যে হরিনাম- সংকীর্তন সহ আরতিও হয়। আরতি সহকারে নৌকাবিহারের করিয়ে সন্ধ্যার পর আবার বিগ্রহকে ফিরিয়ে আনা হয় মূল মন্দিরে। প্রতিদিন বিকাল ৫ টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চলে এই উৎসব। এই মনোরম দৃশ্যের সাক্ষী হতেই বহু মানুষ চন্দন যাত্রা উৎসবে ইসকনে ভিড় করেন বলে জানিয়েছেন রসিক গৌরাঙ্গ দাস। চন্দন যাত্রা উৎসবে রাধামাধব বিগ্রহকে স্পর্শ করার, কাছ থেকে নৌকাবিহারের দৃশ্য অবলোকন করার পাশাপাশি ভক্তরা তাঁদের প্রিয় প্রভুকে ভোগ নিবেদন করারও সুযোগ পান। তাই প্রভুর সেবার সুযোগ পেতে মরিয়া দেশি- বিদেশি ইসকন ভক্তরা চন্দন যাত্রা উৎসবে ভিড় জমান মায়াপুরে। ভগবানও এই উৎসবের মাধ্যমে ভক্তদের সেবা নিয়ে থাকেন বলে জানিয়েছেন রসিক গৌরাঙ্গ দাস।

পুলিশকে মারধরের অভিযোগে গ্রেফতার তৃণমূলের ৭, ক্ষুব্ধ শাসকদল

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১০ মে ঃ মুর্শিদাবাদের রানিগনগরের আগের একটি ঘটনায় কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের মারধরের অভিযোগে সাত তৃণমূল কর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, বৃহস্পতিবার রানিনগর থানার মালিবাড়ি-১ অঞ্চলের মরিচা নিচুপাড়া এলাকায় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং তাঁর ভাইয়ের নেতৃত্বে পুলিশের উপর হামলা চালিয়েছিলেন। তাতে এক জন এএসআই, এক জন কনস্টেবল এবং এক জন সিভিক ভলান্টিয়ার আহত হন। এই গ্রেফতারের ঘটনায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় তৃণমূল। ঘটনা প্রসঙ্গে মালিবাড়ি- ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জাহাঙ্গির আলম বলেন, ''পুলিশ সিপিএম এবং কংগ্রেসের দালালি করছে। আমার এর সঠিক বিচার চাই।'' তদন্তকারী পুলিশকর্মীদের আক্রান্ত হওয়ার খবর পেয়ে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী গ্রামে আটকে থাকা পুলিশ বাহিনীকে উদ্ধার করতে যায়। অভিযোগ, সেই সময় তৃণমূলের কয়েক জন পুলিশের উপর হামলা চালান। বাধ্য হয়ে পুলিশ লাঠি চালায়। তার পরেই এই গ্রেফতারি। তৃণমূলের দাবি, পুলিশ দু'পক্ষের কথা না শুনে কেবলমাত্র বাম-কংগ্রেস সমর্থকদের কথা শুনছিল বলে অভিযোগ তোলে শাসকদল। এ নিয়ে ওই এলাকার কিছু তৃণমূল কর্মী এবং সমর্থক পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন।

পি.এন.এন.-এর দুই দিনব্যাপী সভায় পি.এন.এন.-এর কার্যবিবরণীর বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করলেন প্রিন্সিপাল চিফ পার্সোনেল অফিসার অজয় কুমার শ্রীবাস্তব এবং প্রিন্সিপাল চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সঞ্জয় সিংগাল এবং সঙ্গে সাধারণ সম্পাদক কে.এল. গুপ্তাসহ ইউনিয়নের অন্যান্য কর্মকর্তারা।

মোল্লা, মাদ্রাসা, মাফিয়া, ছাড় দিয়ে রেখেছে তৃণমূল সরকার

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১০ মে ঃ মোল্লা, মাদ্রাসা, মাফিয়া, ছাড় দিয়ে রেখেছে তৃণমূল সরকার। এভাবেই রামপুরহাটের কাছে চাকপাড়া মাঠে বিজেপির সভা মঞ্চ থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করলেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মুখে এমন কথা শুনে অনেকেই হতাশ। তিনি কীভাবে মোল্লা এবং মাদ্রাসাকে মাফিয়ার সাথে এক শব্দ বন্ধনীতে রাখলেন, এই প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই। জেলা মাদ্রাসা সদস্য ডঃ ফজলে মাওলা খান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মুখ থেকে এহেন ভাষা শুনে ঘটনার নিন্দা করে বলেন, মাদ্রাসা বা মওলানাদের সম্পর্কে উনার বিন্দুমাত্র জানা নেই বলে এরকম মন্তব্য করেছেন। ফের একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ ভাবেই ঘোষপেটিয়া বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, ঘুষপেটিয়াদের লাল চাদর অভ্যর্থনা দিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। চলছে সংখ্যালঘু তুষ্টিকরণ। এসব কথা বলে উগ্র হিন্দুত্ববাদী জিগিরকে চাগিয়ে ধরলেন তিনি। সন্দেশখালি নিয়েও বিশেষ সম্প্রদায়কে তুষ্টিকরণ বক্তব্য উঠে আসে তাঁর বক্তব্যে। রাম মন্দির প্রসঙ্গে অমিত শা বলেন, রাম মন্দির উদ্বোধনে সোনিয়া, রাহুল, মমতা, অভিষেকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু তারা যায়নি। কারন ভোট ব্যাঙ্ক। এভাবেই দলীয় প্রার্থী দেবতনু ভট্টাচার্য্যের সমর্থনে সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাম্প্রদায়িক তাস খেললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বাংলায় বিজেপি তিরিশটি আসন পেলে শুভেন্দু অধিকারী বড়ো দায়িত্ব পাচ্ছেন। তাহলে ছাব্বিশে কী বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী প্রজেক্ট শুভেন্দু? জল্পনা শুরু হয়েছে বিজেপির অন্দরে। এদিন শুভেন্দু বলেন, ভাইপো শ্যাম সিংহকে বীরভূমে পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিক করে পাঠিয়েছে। এখানে টুলু মণ্ডল তোলা তুলে তাঁর মাধ্যমে পাঠাচ্ছে। এছা।।ও নলহাটির রাজেন্দ্র প্রসাদ সিং, মুরারইয়ের আলি খান তোলা তুলছে। সেই টাকা তৃণমূলের ফাণ্ডে যাচ্ছে। আমরা ক্ষমতায় এলে তোলাবাজি বন্ধ করব।

ঘর গোছাতে পারেনি বিজেপি, দেবাশিস ধরের দেওয়াল লিখনের গায়ে দেবতনু ভট্টাচার্য্যের প্রচারপত্র সাঁটানো

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১০ মে ঃ ঘর গোছাতে পারে নি বিজেপি, দেবাশিস ধরের দেওয়াল লিখনের গায়ে দেবতনু ভট্টাচার্য্যের প্রচারপত্র সাঁটানোর কাজ চলছে শেষ মুহুর্তে। কিন্তু এই মুহূর্তে গোটা জেলা সামাল দেওয়া প্রায় অসম্ভব। বীরভূমের লোকসভার সংগঠন নড়বড়ে। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জেরবার বিজেপির বাধ্য হয়ে স্থানীয় ভূমিপুত্র প্রার্থী পায় নি বিজেপি। প্রথমে দেবাশিস ধরকে প্রার্থী করা হয়। নির্বাচন কমিশন তার প্রার্থীপদ বাতিল করে। তারপর ড্যামি প্রার্থী হিসেবে দেবতনু ভট্টাচার্য্যকে মনোনয়নপত্র দেওয়া হয়। তিনিও আসানসোলের প্রার্থী। হাতে অনেক ইস্যু পেয়েও কাজে লাগাতে পারে নি। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি থেকে মহিলা অত্যাচার প্রচারের ফসল তুলতে পারে নি বিজেপি। সন্দেশখালি এখন বুমেরাং হয়ে ফিরছে বিজেপির ঘরে। উল্লেখ্য, আহমদপুরে দেবাশিস ধরকে প্রধানমন্ত্রীর সভায় উঠতে দেওয়া হয় নি। বিজেপির অন্দরে জল্পনা, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের হাত আছে এর পেছনে। এছাড়াও বিজেপির প্রচারে সবাই খাটছে না গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বিজেপি নেতা শান্তনু মণ্ডলের দিকে আঙুল তোলেন। তিনি বলেন, রামপুরহাটে বিজেপির অবস্থা খারাপ হবে এদের জন্যই। সব থেকে বড়ো সমস্যা, দেওয়ালে দেবাশিস ধরের নাম লেখা। মানুষ বুঝতে পারছে না, কে প্রার্থী। তবে নলহাটিতে দেবাশিস ধরের দেওয়াল লিখনের গায়ে দেবতনু ভট্টাচার্য্যের প্রচারপত্র সাঁটানো হয়েছে। কিন্তু বিস্তীর্ন এলাকায় থেকে গেছে দেবাশিস ধর। বৃহস্পতিবার পাপিয়া অধিকারী প্রচারে আসেন। প্রার্থীর অপেক্ষায় থেকে তিনি প্রচারে রামপুরহাট পাঁচ মাথায় পৌঁছে যান।

তার আধঘন্টা পর আসেন প্রার্থী দেবতনু। লোকজন সেরকম জানতো না তার আসার কথা। গোটা পঞ্চাশ লোক ছিল প্রচারে। একইভাবে বীরভূম জেলা সংগঠনের সভাপতি অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে দীর্ঘদিন প্রচারে বের হন না। তবে প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এলে তিনি মঞ্চ আলো করেন। বীরভূমে ১৩ মে নির্বাচন। সেটা পেরিয়ে গেলে তিনি সুস্থ হবেন বলে কটাক্ষ, বিজেপির অন্দরে। অন্যদিকে, জোট প্রার্থী সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় তেমন সাড়া না পাওয়ায়, তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে পাল্লা ভারি। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মোটের উপর এন আর সি, ক্যা, ইউ সিসি ইস্যুতে একজোট হয়ে বিজেপি বিরোধী। হিন্দুভোট সেদিকে পুরোপুরি বিজেপির দিকে নেই। কারণ দুর্বল হিন্দু সংগঠন। তবে, সংগঠন ছাড়াই বিজেপির কিছু পকেট ভোট আছে, যা বিজেপিকে দ্বিতীয় স্থানে রাখতে পারে বলে অভিজ্ঞমহলের ধারণা।জেলার প্রতি ওয়ার্ডে তৃণমূলের নির্বাচনী কার্যালয় খোলা। সেদিক থেকে বিজেপি অনেক পেছনে হাঁটছে।

দিলীপের রোড শোয়ে বাধা কমিশনের ঃ বিনা কারনে রোড শোয়ে বাধার অভিযোগ দিলীপের

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১০ মে ঃ নির্বাচনী প্রচার সারতে শুক্রবার দুপুরে বর্ধমান এক ব্লকের রায়ান এলাকায় রোড শো করেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। স্বতঃস্ফুর্ত জনতার আবেগ দেখা যায় দিলীপের রোড শো ঘিরে। কিন্তু এরপর হঠাৎই পুলিশের সহযোগিতায় রোড শো বন্ধ করেন নির্বাচন কমিশন। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় গোটা এলাকা জুড়ে। সূত্র মারফত জানা যায় বেলা সাড়ে বারোটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত রায়ান এলাকায় রোড শো - এর অনুমতি দেওয়া হয়েছিল পুলিশের পক্ষ থেকে। সেখানে দেখা যায় বেলা দেড়টা সময় রায়ান এলাকায় রোড শো শুরু করেন বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। সময় পেরিয়ে যাওয়ার কারন দেখিয়ে বিজেপি রোড শো বন্ধ করেন নির্বাচন কমিশন। দিলীপের রোডশো বন্ধ করার সময় নির্বাচন কমিশনের সাথে উপস্থিত ছিলেন বিশাল পুলিশ বাহিনী। এই বিষয়ে বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ অভিযোগ করে বলেন, যে সময় তাদের দেওয়া হয়েছিল সেই সময়ের মধ্যেই তারা রোড শোয়ে ছিলেন। কিন্তু বিনা কারণে তাদের গাড়ি আটকানো হয়েছে। এইভাবে পুলিশ দিয়ে মিথ্যা কারন দেখিয়ে দিলীপ ঘোষ কে আটকানো যাবে না। যত বাধা আসবে তার মনোবল ততটাই চাঙ্গা হবে বলে জানান বিজেপি প্রার্থী। এরপর বিকেলে বর্ধমান জেলা আদালতের বার এসোসিয়েশনে আসেন দিলীপ ঘোষ। প্রার্থীর সঙ্গে ছিলেন বর্ধমান সদর জেলা সভাপতি অভিজিত তা। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ আইনজীবীদের সাথে নানা বিষয়ে আলাপচারিতায় মেতে ওঠেন বিজেপি প্রার্থী। আইজীবিরাও তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। আইনজীবীরা কিছু সমস্যার বিষয় তুলে ধরেন বিজেপি প্রার্থীর কাছে। ভোটে জয়ী হলে তাদের সমস্যার সমাধান করার আশ্বাস দেন দিলীপবাবু। বার এসোসিয়েশনের আইনজীবীদের দেওয়া ঠান্ডা ডাবের জলও পান করেন দিলীপ ঘোষ। বিশিষ্ট আইনজীবি সঞ্জয় ঘোষ জানিয়েছেন, বার অ্যাসোসিয়েশন সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক একটি প্রতিষ্ঠান। এখানে সাদা জামা ও কালো কোর্ট ছাড়া তাদের কোন রঙ নেই। বিজেপি প্রার্থী এসেছিলেন, তার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। বারের কিছু সমস্যার কথা তাকে জানানো হয়েছে। তিনি সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হাইকোর্টের রায়ে তৃণমূলের দখলে থাকা পার্টি অফিস ভাঙা প্রসঙ্গে দিলীপবাবু বলেন, তৃণমূলের সব পার্টি অফিসই কিছুরই কাগজপত্র নাই। কোর্টের খোঁচায় তৃণমূলের বেআইনি পার্টি অফিস ভাঙা পড়েছে। তাদের সব কিছুই দখল করা। বসবাসের কোয়ার্টার থেকে সরকারি জায়গা। দখলকরা জায়গায় বাড়ি করে আছে বহু নেতা। দখলদারির রাজনীতি বন্ধ হওয়া দরকার বলে দাবী তোলেন তিনি। বিচারপতি অমৃতা সিনহার স্বামীর বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগ আদালতে খারিজ হওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিচারপতি অমৃতা সিনহা কে ভয় দেখাতে এবং চাপে রেখে কাজ করিয়ে নেওয়ার জন্য তার স্বামীকে হেনাস্থা করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ তোলেন দিলীপ ঘোষ। এটা খুবই নিন্দাজনক, জঘন্য কাজ। কারো পরিবারের চরিত্রহনন বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।

সহকর্মীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন সভা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১০ মে ঃআপার বাগডোগরা অঞ্চলে ভোটে অক্লান্ত পরিশ্রমের পর সহকর্মীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন সভা। আপার বাগডোগরা অঞ্চলে ভোটে অক্লান্ত পরিশ্রমের পর সহকর্মীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন সভা। আপার বাগডোগরা অঞ্চলে ভোটে অক্লান্ত পরিশ্রমের পর সহকর্মীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন সভা। আপার বাগডোগরা অঞ্চলে ভোটে অক্লান্ত পরিশ্রমের পর সহকর্মীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন সভা। আপার বাগডোগরা অঞ্চলে ভোটে অক্লান্ত পরিশ্রমের পর সহকর্মীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন সভা।

এই বছর অক্ষয় তৃতীয়ায় প্লাটিনাম গহনা সাথে অনন্ত আশীর্বাদ পান

কলকাতা, ১০ মে ঃ হিন্দু সংস্কৃতির অন্যতম শুভ অনুষ্ঠান হিসেবে পালিত, অক্ষয় তৃতীয়া হল নতুন সূচনা, সমৃদ্ধি এবং সৌভাগ্যের দিন। এটি নতুন প্রচেষ্টার সূচনা, সমৃদ্ধি এবং অন্তহীন আশীর্বাদের প্রতীক। এই বছর এই উৎসবটি ১০ মে ২০২৪ এ উদ্যাপিত হবে। অক্ষয় তৃতীয়ার চারপাশে উদ্যাপনের সময়, 'আসল সাদা' কেনার গুরুত্ব বেড়ে যায় কারণ এটি পবিত্রতা এবং শুভতার প্রতীক। অভ্যন্তরীণভাবে সাদা হওয়া ছাড়াও, ৯৫ বিশুদ্ধতা এবং নিরবধি আবেদন সহ প্ল্যাটিনাম গহনা, অনুষ্ঠানের চেতনাকে পুরোপুরি প্রতিফলিত করে। গ্রহের বিরল এবং বিশুদ্ধতম ধাতু গুলির মধ্যে একটি, প্লাটিনাম তার প্রাকৃতিক সাদা রঙের জন্য পরিচিত, যা সময়ের সাথে সাথে অক্ষত থাকে, এটিকে শুভ অনুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত পছন্দ করে তোলে। প্লাটিনাম গহনা বিশেষভাবে এই অনুষ্ঠানের জন্য পছন্দ করা হয় কারণ এটি বিশেষভাবে বিশুদ্ধতার সাথে জড়িত। প্লাটিনাম গহনা সহ অক্ষয় তৃতীয়া উদ্যাপন করতে চাওয়া গ্রাহকদের বেছে নেওয়ার জন্য একটি বৈচিত্র্যময় পরিসর রয়েছে। বিকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে সমসাময়িক আইটেম যেমন মহিলাদের জন্য প্লাটিনাম ইভারা, পুরুষদের জন্য প্ল্যাটিনামের অধীনে অনন্য স্টেটমেন্ট জুয়েলারি এবং প্লাটিনাম লাভ ব্যান্ড হিসাবে পরিচিত দম্পতিদের জন্য সুন্দরভাবে তৈরি প্রেমের ব্যান্ড। যারা পবিত্র প্রতীক খুঁজছেন তাদের জন্য প্ল্যাটিনামে ঐশ্বরিক দেবতার দুল রয়েছে। বিভিন্ন মূল্য পয়েন্টে বিস্তৃত নির্বাচনের মাধ্যমে, ভোক্তারা মূল্যবান প্লাটিনাম গহনা দিয়ে তাদের অক্ষয় তৃতীয়া উদ্যাপনকে উন্নত করতে পারেন। প্লাটিনাম গহনার, ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার মিশ্রণ, প্রজন্মের জন্য চিরন্তন সমৃদ্ধি এবং সৌন্দর্য্যের প্রতীক। প্রতিটি অংশে পিটি. ৯৫০ শিলালিপি সর্বোচ্চ বিশুদ্ধতার প্রতীক, এটিকে অক্ষয় তৃতীয়া উদ্যাপনের জন্য একটি নিখুঁত পছন্দ করে তোলে। প্লাটিনাম গহনার জন্য অক্ষয় তৃতীয়ার তাৎপর্য তুলে ধরে, বৈশালী ব্যানার্জি, এমডি, পিজিআই ইন্ডিয়া বলেন, প্ল্যাটিনামের মূল্যবান এবং বিরলতা তরুণ ভোক্তাদের আকর্ষণ করে। বছরের পর বছর ধরে, প্লাটিনাম আবেগগতভাবে উল্লেখযোগ্য মাইলফলক, বিশেষ অনুষ্ঠান এবং উৎসব উদ্যাপনের জন্য পছন্দের ধাতু হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে, বিশেষ করে এর 'সত্যিকার সাদা' যা বিশুদ্ধতা এবং দীর্ঘায়ু তার সাথে জড়িত। এটি ক্লাসিক ডিজাইন বা উদ্ভাবনী সৃষ্টি হোক না কেন, প্লাটিনাম গহনা সত্যিই অক্ষয় তৃতীয়ার সারাংশের সাথে অনুরণিত হয়, যা বিরল, মূল্যবান এবং খাঁটি সমস্ত কিছুর প্রতিনিধিত্ব করে। আমরা সকলের জন্য একটি অত্যন্ত আনন্দময় এবং প্রাণবন্ত অক্ষয় তৃতীয়ার প্রত্যাশা করছি। কল্যাণ জুয়েলার্স - এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর রাজেশ কল্যানারমন বলেন, কল্যাণ জুয়েলার্স, আমরা আমাদের গ্রাহকদের ক্রমবর্ধমান পছন্দগুলি পূরণ করার জন্য বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন ধরনের গহনার ডিজাইন এর অফার কে অগ্রাধিকার দিই। অক্ষয় তৃতীয়ার মতো শুভ অনুষ্ঠানের সময়, প্লাটিনাম গহনা কেন্দ্রে স্থান করে নেয় কারণ লোকেরা এটিকে মূল্যবান গহনা কেনার একটি শুভ সময় বলে মনে করে। ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে আমরা নিশ্চিত যে এই বছরও, ভোক্তারা এই অনুষ্ঠানটিকে শৈলীতে উদ্যাপন করার জন্য বিভিন্ন মূল্যের পয়েন্টে বিভিন্ন গতিশীল প্লাটিনাম জুয়েলারি ডিজাইন পাবেন। জয় অলুক্কাস, চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর, জয়লুক্কাস ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড হাইলাইট করে, ধন, সৌভাগ্য এবং সমৃদ্ধির সমার্থক, অক্ষয় তৃতীয়া হল মূল্যবান গহনা কেনার একটি শুভ উপলক্ষ্য। প্লাটিনামের প্রাকৃতিক সাদা এবং জটিল ডিজাইনের সংমিশ্রণ এটিকে এই উৎসবের জন্য একটি আদর্শ পছন্দ করে তুলেছে। যেহেতু ভোক্তারা এই উপলক্ষকে চিহ্নিত করার জন্য মূল্যবান গহনা খুঁজছেন, যদি আপনি গহনা কিনতে চান, প্ল্যাটিনামের মতো বিরল এবং মূল্যবান ধাতু থেকে তৈরি গহনা উৎসব উদ্যাপনের জন্য একটি উপযুক্ত পছন্দ। সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস সিইও ও এমডি শুভঙ্কর সেন মন্তব্য করেন, বছরের পর বছর ধরে, ধাতুর বিরলতা, বিশুদ্ধতা এবং অন্তর্নিহিত শক্তির কারণে প্লাটিনাম তরুণ প্রজন্মের মধ্যে পছন্দের ধাতু হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। প্রেমের একটি সর্বজনীন প্রতীক, এই ধাতুটি এমন তরুণ ভোক্তাদের আকৃষ্ট করে যারা বিশেষ উপলক্ষ্য এবং উসব উদ্যাপন করতে চায় এমন গহনা দিয়ে যা একই রকম বিরল এবং মূল্যবান। সেনকো তে, আমরা নারী ও পুরুষদের জন্য প্লাটিনাম জুয়েলারির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বিকল্প অফার করি যা বিভিন্ন স্টাইলের পছন্দগুলি পূরণ করে, কারণ আমাদের ভোক্তারা অক্ষয় তৃতীয়ার শুভ উপলক্ষ্য উদ্যাপনের জন্য মূল্যবান গহনা কিনতে চান। কলামন্দির পরিচালক মিলন শাহ শেয়ার করেন, আমরা যখন অক্ষয় তৃতীয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, আমরা প্লাটিনাম গহনা বিক্রি তে আরও একটি বছর বৃদ্ধির প্রত্যাশা করছি। নতুন সূচনা, বিশুদ্ধতা এবং সমৃদ্ধির জন্য পরিচিত এই শুভ উপলক্ষ্যে গ্রাহকদের তাদের পছন্দের মূল্যবান গহনা হিসেবে প্লাটিনাম বেছে নিতে অনুপ্রাণিত করে। সারা দেশের শীর্ষস্থানীয় জুয়েলারি খুচরা বিক্রেতার কাছ থেকে প্লাটিনাম গহনার সংগ্রহ কিনুন।

অটিজম আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসায় বিশেষ উদ্যোগ রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ মে ঃ অটিজম আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসায় রাজ্য সরকার সব জেলায় একটি করে বিশেষ চিকিৎসা কেন্দ্র গড়ে তুলেছে। জেলার মেডিক্যাল কলেজের পাশাপাশি যেসব জেলায় মেডিক্যাল কলেজ নেই সেখানে জেলা হাসপাতালে এধরণের অটিজম সেন্টার গড়ে তোলা হয়েছে। যেখানে অটিজম আক্রান্ত শিশুদের রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গেছে, দূরবর্তী জেলা ও প্রত্যন্ত এলাকার অটিজম আক্রান্ত শিশুদের বাড়ির কাছেই স্পিচ থেরাপি, বিহেভিয়ারাল থেরাপির মত আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার পাশাপাশি ওই কেন্দ্র থেকে সরকারি শংসাপত্র দেওয়ার কাজও করা হবে। যার ভিত্তিতে আক্রান্ত শিশুরা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিশেষ প্রকল্প সমুহেরও সুযোগ পাবে। উল্লেখ্য রাজ্য সরকার অটিজম আক্রান্ত শিশুদের মাসিক এক হাজার টাকা করে ভাতা দেয়। কেন্দ্রীয় সরকারও অটিজম আক্রান্তদের জন্য বিশেষ পরিচয়পত্র চালু করেছে। যার ভিত্তিতে যা কোনও রাজ্যে চিকিৎসার সুযোগ, রেলের টিকিটে ছাড় সহ একাধিক ছাড় মেলে।

পানীয় জলের সমস্যা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১০ মে ঃ তিস্তা ব্যারেজ মেরামতি কাজ চলবে, সেই কারণে জল সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা। পানীয় জলের সমস্যা চলবে বেশ কিছুদিন শিলিগুড়িতে। জানা গেছে তিস্তা ব্যারেজ মেরামতির কাজ করা হবে। সে কারণে আগামী তিন সপ্তাহ শহরে পর্যাপ্ত পানীয় জলের সরবরাহ হবে না। আজ থেকে টানা তিন সপ্তাহ শহরে পানীয় জলের সমস্যা থাকবে। তিস্তা ব্যারেজ মেরামতি হবে এই বিষয়ে আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। শিলিগুড়ি পৌরনিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ডগুলিতে জলপরিসেবা ব্যাহত। সেই কারণে মানুষকে পানীয় জল কিনে খেতে হবে। এই বিষয়ে একজন জল বিক্রেতা জানিয়েছেন, এমনিতেই তাদের প্রতিদিন তিন গাড়ি করে জলের কন্টেইনার বিক্রি হয়। কিন্তু শিলিগুড়িতে আজ থেকে পানীয় জলের সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার দরুন সেই চাহিদা বেড়ে গেছে। তবে তারা পানীয় জলের কন্টেইনারের দাম অপরিবর্তিত রেখেছেন। আগেও যা দাম ছিল এখনো একই দাম রয়েছে। আরো একজন পানীয় জলের কোম্পানির কর্মরত জানান আগেও পানীয় জলের যা দাম ছিল তাদের কোম্পানিতে একই দাম রয়েছে। প্রসঙ্গত শিলিগুড়ি পুরো নিগম থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল শুক্রবার থেকে শিলিগুড়ি পুরো নিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ডে পানীয় জল সরবরাহ ব্যাহত হতে পারে। পুরো নিগমের তরফ থেকে আরো জানানো হয়, বিভিন্ন ওয়ার্ডগুলিতে পুরো নিগমের তরফ থেকে যথা সম্ভব পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে।

বিধায়ক ও ব্লক সভাপতির ঝোড়ো প্রচার জামালপুরে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১০ মে ঃ প্রচারের সময় হাতে আর মাত্র একদিন। তাই জামালপুরে তৃণমূলে ব্যাপক প্রচার লক্ষ করা যাচ্ছে। গোটা ব্লক চষে বেড়াচ্ছেন ব্লক সভাপতি সহ বিধায়ক ও কার্যকরী সভাপতি ও ব্লক নেতৃত্বগন। শুক্রবার জারোগ্রাম অঞ্চলের জারোগ্রাম থেকে একটি মিছিল করে এসে মাধবপুর চৌমাথায় একটি পথসভা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান, অঞ্চল সভাপতি আলাউদ্দিন শেখ জেলা পরিষদের সদস্য শোভা দে, জেলা কমিটির সদস্য সুভাষ কোলে, প্রধান নূরজাহান সাহানা, সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি ওয়াসিম সরকার সহ অন্যান্যরা। রাজ্যের উন্নয়নের কথা তুলে ধরে আগামী লোকসভা ভোটের পর এই উন্নয়ন চালু রাখতে সকলে ৪ নং বোতাম টিপে তৃণমূলের প্রার্থী ডা. শর্মিলা সরকারকে বিপুল ভোটে জেতানোর আবেদন রাখেন জামালপুরের ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান। পথসভায় প্রচুর সংখ্যায় কর্মী সমর্থক ও সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন। জোতশ্রীরাম অঞ্চলে জোতশ্রীরাম চৌমাথায় একটি পথসভা করা হয় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, অঞ্চল সভাপতি তপন দে, শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি তাবারক আলী মন্ডল, প্রধান আরিফা মন্ডল সহ অন্যান্যরা। বিধায়ক তার বক্তব্যে বলেন, এই রাজ্যে সাধারণ মানুষের পাশে সব সময় থাকে তৃণমূল আর বাকিদের এই ভোটের সময় দেখা যায়। তাই অন্য কাউকে কেউ যেনো বিশ্বাস না করে। সকলেই ৪ নং বোতাম টিপে তৃণমূলের প্রার্থী ডা. শর্মিলা সরকারকে জিতিয়ে তৃণমূলের হাত শক্ত করার আহ্বান জানান বিধায়ক।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-২১-২৩, তারিখঃ ০৮.০৫.২০২৪। সিনি. ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রি নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **টেন্ডার নম্বর ঃ ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-২১-২৩। কাজের নাম এবং অবস্থান ঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনে শেওড়াফুলি-তারকেশ্বর সেকশনে (৪১.৮ ট্র্যাক কিমি., ক্রসওভার ও টার্ন আউট সহ) ডিসি ওএইচই আনরেগুলেটেড থেকে রেগুলেটেড ওএইচই-তে পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত ২৫ কেভি এসি ওএইচই সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও কার্যনিয়োগ। **কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১৭,৪৩,১১,১৬৮ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **জমাযোগ্য বায়নামূল্য/বিড সিকিউরিটিঃ** ১০,২১,৬০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমাঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যু করার পর থেকে ২৪ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৩.০৬.২০২৪ তারিখে দুপুর ৩.০০টা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** টেন্ডার বন্ধের পরে যে কোন সময় টেন্ডার খোলা হতে পারে। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/স্পেসিফিকেশনের জন্য টেন্ডারদাতারা ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন এবং অনলাইন বিড জমা করতে পারেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না এবং কোনো ম্যানুয়াল অফার জমা পড়লে তা গ্রহণ করা হবে না এবং অবিলম্বে বাতিল করা হবে।

(HWH-51/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

আইএনএস স্বীকৃত বিজ্ঞাপন সংস্থাসমূহ লক্ষ্য করুন

জনসংযোগ কার্যাবলীর (পিআর) জন্য মেট্রো রেলওয়েতে তালিকাভুক্তির উদ্দেশ্যে আইএনএস স্বীকৃত বিজ্ঞাপন সংস্থাসমূহের থেকে আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নামঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতায় বিজ্ঞাপন সংস্থাসমূহের তালিকাভুক্তিকরণ। **বায়নামূল্য জমা করতে হবেঃ** ১,০০,০০০ টাকা (এক লক্ষ টাকা মাত্র)। **আবেদনপত্রের মূল্যঃ** ৫,৯০০ টাকা (১৮% জিএসটি সহ) (অফেরৎযোগ্য)। **আবেদনপত্র ডাউনলোড করার শেষ তারিখঃ** ১০.০৬.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা পর্যন্ত। **আবেদনপত্র জমা করার শেষ তারিখঃ** ১০.০৬.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে পর্যন্ত। **আবেদনপত্র খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ১০.০৬.২০২৪ তারিখ বিকেল ৪টে থেকে। সকল বিস্তারিত বিবরণ ওয়েবসাইট **www.mtp.indianrailways.gov.in (NEWS AND RECRUITMENT> Empanelment of Advertising Agencies)** থেকে পাওয়া যাবে। **আবেদনপত্র জমা করার স্থানঃ** মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক, মেট্রো রেলওয়ে, ৩৩/১, জে.এল. নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১-কে সম্বোধন করে সিল করা খামে আবেদনপত্র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক-এর অফিস, মেট্রো রেল ভবন, ৩৩/১, জে.এল. নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১ ঠিকানায় জমা করতে হবে।

বিজ্ঞপ্তি নং. এমআর/পিআর/জি/৭৫/এমপ্যানেলমেন্ট/২০২৪

মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক

আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৪/১৭, তারিখ ঃ ০৯.০৫.২০২৪। "ই" প্রোকিওরমেন্ট পদ্ধতির জন্য টেন্ডার। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, হেড কোয়ার্টার অফিস (ষষ্ঠ তল), নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ১১, গার্ডেনরীচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩ কর্তৃক নিম্নলিখিত ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, যেগুলি ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। সমস্ত টেন্ডারগুলি **দুপুর ২টায়** বন্ধ হবে। **ক্রমিক নং; টেন্ডার নং; নির্ধারিত তারিখ; সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পরিমাণ ও ইএমডি-এর পরিমান** নিম্নরূপ ঃ **১; ৪৭২৪৫০০২;** ২৮.০৫.২০২৪; ৬৮০ কেজি বহনক্ষমতা সম্পন্ন প্যাসেঞ্জার লিফ্ট; ০৪টি ও ২,৮০,৫২০ টাকা। **২; ৫০২৪৫০০৬;** ০১.০৬.২০২৪; ৪৮টি ফাইবার সজ্জিত অপটিক ফাইবার কেবল সরবরাহেরজন্য চালু চুক্তি; ৪০০ কিমি. ও ৬,০৭,৯৩০ টাকা। **৩; আইএফ২৪৫৩৯৫;** ২৭.০৫.২০২৪; ৫ বছরের জন্য টুইন ডোম হাই এন্ড সীলিং ও.টি. লাইট ও সিএএমসি; ০১টি ও ৫৬,৫৬০ টাকা। **৪; ৫৬২৪৫০১০;** ৩১.০৫.২০২৪; ভূগর্ভস্থ রেলওয়ে সিগন্যালিং কেবল ইত্যাদি সরবরাহের জন্য চালু চুক্তি; ১১২০০ কিমি. ও ৫০,০০,০০০ টাকা। **৫; ৬৫২৩৫০১০;** ১১.০৬.২০২৪; সিএনসি (কাট অ্যান্ড ড্রিল) প্লেট প্রসেসর (প্রি-বিড কনফারেন্সের তারিখ ২১.০৫.২০২৪ বেলা ১২টা); ০১টি ও ৭,০০,০০০ টাকা। **৬; ৬০২৪৫০৮৪;** ২৯.০৫.২০২৪; গ্লুড ইনসুলেটেড রেল জয়েন্টের জন্য ৬০ কেজি স্পেশাল ফিস প্লেট; ৭৮২৮ টি ও ৩,৭৮,৭২০ টাকা। **৭; ৬০২৪৫১০৩;** ০৫.০৬.২০২৪; প্রি-স্ট্রেসড মনো ব্লক কংক্রীট স্লিপার ইত্যাদির প্রস্তুতকরণ ও সরবরাহ; ৩২ সেট ও ৩,৭৭,৬০০ টাকা। **৮; আইএইচ২৪৫০০১বি;** ২৭.০৫.২০২৪; লিনেন-এর জন্য ফ্ল্যাট ওয়ার্ক আয়রনার-এর সরবরাহ, স্থাপন, কার্যনিয়োগ ও পরীক্ষা; ০১ সেট ও ৭৬,২৪০ টাকা। **৯; ৮৫২৪১৮৩৯;** ০৫.০৬.২০২৪; সমন্বিত টেপার রোলার বেয়ারিং অ্যাসেম্বলি-এর সেট ইত্যাদি; ৬৬৫ সেট ও ৫,৭১,২৬০ টাকা। **১০; ৩৩২৪০০০২;** ২৭.০৫.২০২৪; অ্যান্টি রোল বার ব্যাকেট; ২০০০ সেট ও ৫৪,৭৪০ টাকা। **১১; ৩০২৪৩৫০৫;** ৩০.০৫.২০২৪; অ্যাক্সেল বক্স গাইড অ্যারেঞ্জমেন্টের জন্য লোয়ার স্প্রিং সীট; ২৮৫০ টি ও ১,১৫,০১০ টাকা। **১২; ৩০২৪১৭৯২;** ০৩.০৬.২০২৪; অ্যাঙ্কর লিঙ্কের জন্য সাইলেন্ট ব্লক; ১০০০০টি ও ১,২২,২৫০ টাকা। **১৩; ৩০২৪৩৫০২;** ০৩.০৬.২০২৪; কোচিং স্টক-এর জন্য বর্ধিত ক্ষমতার স্ক্রু কাপলিং অ্যাসেম্বলি; ৩০২ টি ও ১,০৭,৬২০ টাকা। **১৪; ৩৩২৩৩০৬০ই;** ০৩.০৬.২০২৪; ফ্লেক্স বল কেবল কমপ্লীট সেট; ৩০টি ও ১,৫২,২২০ টাকা। **১৫; ৩০২৪৩৪৮৬;** ০৫.০৬.২০২৪; ১৪০ কেএন এয়ার স্প্রিং অ্যাসেম্বলি; ৪৯টি ও ১,৫২,৬৪০ টাকা। **১৬; ৩০২৪৩৫৩০এ;** ১১.০৬.২০২৪; স্ল্যাক অ্যাডজাস্টার কমপ্লীট সহ ২০৩.২ মিমি.x ৯৫.২৫মিমি. ব্রেক সিলিন্ডার; ৩৭০টি ও ৭২,২৭০ টাকা। **১৭; ৩০২৪৩৪৯৮এ;** ১৭.০৬.২০২৪; আইসিএফ কোচগুলির জন্য অ্যাক্সেল বক্স হাউসিং; ৫৫০টি ও ২,২৬,৫৩০ টাকা। **১৮; ৩৮২৪৩৩৩৬;** ৩০.০৫.২০২৪; আপ-গ্রেডেড এইচটি-সিবিসি-এর জন্য ওয়্যার প্লেট সহ ইয়োক পিন সাপোর্ট; ৫৮০ টি ও ৬১,৬০০ টাকা। **১৯; ৩৮২৪১৫০৭;** ০৩.০৬.২০২৪; বোলস্টার (ক্যাসনাব ২২ এইচএস বগি) বিওএক্সএনএইচএস ওয়াগন-এর জন্য আউটার স্প্রিং; ৬৮২০টি ও ১,৯১,৫৩০ টাকা। **২০; ৩৮২৪৩০৫৯;** ০৩.০৬.২০২৪; হাই টেনসাইল সিবিসি ড্রাফ্ট গিয়ার টাইপ আরএফ৩৬১-এর জন্য প্রি শর্টেনিং ইনসার্ট; ৫৭৪৯৯টি ও ৫০,৮২০ টাকা। **২১; ৩৮২৪০০০২;** ০৩.০৬.২০২৪; কলার সহ ৩/৪" (১৯.০৫ মিমি) ডায়া জিঙ্ক প্লেটেড/গ্যালভানাইজড লক বোল্টস, গ্রিপ রেঞ্জ (৩১.৭৫-৩৮.১০মিমি) সহ গ্রিপ নং ২০; ৫৩১০০ সেট ও ৮২,৫৯০ টাকা। **২২; ৩৮২৪৩৩৪০;** ০৪.০৬.২০২৪; আপ-গ্রেডেড এইচটি-সিবিসি-এর জন্য ইয়োক; ৩৬৫০ টি ও ১৭,৮৮,৭৩০ টাকা **২৩; ৩৮২৪৩৩৪৪এ;** ০৪.০৬.২০২৪; আপ-গ্রেডেড এইচটি-সিবিসি-এর জন্য স্ট্রাইকার কাস্টিং ওয়্যার প্লেট; ৩৩৯৪১ টি ও ১,৬৮,২০০ টাকা। **২৪; ৩৮২৪৩৮৫৭;** ০৪.০৬.২০২৪; বিওএক্সএনএইচএল ওয়াগনের জন্য বুশ সহ ব্রেক বীম কমপ্লীট;৩৪০টি ও ৮৩,৪৫০ টাকা। **২৫; ৩৮২৪৩৩৩৭;** ০৫.০৬.২০২৪; আপ-গ্রেডেড এইচটি-সিবিসি-এর জন্য নাক্‌ল্‌; ১৪৫৩৮ টি ও ২০,০০,০০০ টাকা। **২৬; ৩৮২৪৩০০৪;** ১০.০৬.২০২৪; বিওএক্সএনএইচএস ওয়াগন-এর জন্য স্নাবার স্প্রিং; ৯৪৯৩টি ও ২,০৩,৮৭০ টাকা। **২৭; ৩৮২৪১৫২৭;** ১১.০৬.২০২৪; ক্যাসনাব ২২ এইচএস বগি (ডিজাইন এ)-এর জন্য ৩টি আইটেম সমন্বিত পিইউ প্যাডের কিট; ১২৮১০ সেট ও ২০,০০,০০০ টাকা। **২৮; ৩৮২৪৩৯১৭এ;** ১৮.০৬.২০২৪; বিওএক্সএনএইচএল ওয়াগন-এর জন্য ক্রিব/এন্ড অ্যাঙ্গেল; ১০০৩০ টি ও ৩,২৯,০২০ টাকা। **২৯; ৩৮২৪৩৯২০;** ২৮.০৬.২০২৪; বিওএক্সএনএইচএল ওয়াগন-এর জন্য সাইড মিডল কোপিং (ডোর ওয়ে); ১৮৫৫০ টি ও ৩,০২,০৭০ টাকা। **৩০; ৩৮২৪৩৯৬৫;** ০৭.০৮.২০২৪; বিওএসটি ওয়াগনের জন্য মডিফায়েড সেন্টার পিভট বটম; ২০৫০ টি ও ৩,৫৮,০৯০ টাকা। **৩১; ৫৬২৪৫০২৭;** ৩১.০৫.২০২৪; পাওয়ার কেবল ২ কোর x ৭০ বর্গ মিমি. সরবরাহের চালু চুক্তি; ১১০ কিমি. ও ৫,৫১,৩৯০ টাকা। **৩২; ৮০২৩৩০৩৪এ;** ০৩.০৬.২০২৪; অ্যাক্সেল বক্সের জন্য ১৮ কেজি প্যাক-এ শেল গ্যাডুস এস৫ ভি ৪২ পি ২.৫ গ্রিজ ইত্যাদি; ২২৪৬৪ কেজি ও ৬,৬৬,৫৭০ টাকা। **৩৩; জিএসডি-কেজিপি-গ্রাউন্ডিং-২০২৪-২৬;** ০৫.০৬.২০২৪; কন্ট্রাক্টর মেশিনারি সহ উপস্থিত ওয়াগন ও কোচ-এর ভিত্তিতে রোলিং স্টক অর্থাৎ ওয়াগন ও নন-এসি কোচসমূহ এবং এসি কোচগুলিকে মহানন্দা, আইমা, এনএমপি ও এস.ওয়াইডি/এমকেটি/কেজিপি-এর কাটিং সাইডের পাশে গ্রাউন্ডিং করার জন্য ক্রেন ভাড়া করা; ১০০০+৮০+৪০=১১২০টি ও ১,১৯,৭০০ টাকা। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/স্পেসিফিকেশনের জন্য ও তাঁদের বিড অনলাইনে জমা করার জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। কোন ক্ষেত্রেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গৃহীত হবে না। **বি.দ্র.ঃ** সম্ভাব্য দরদাতারা সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য ও তদপরবর্তী সংশোধনীর জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন।

(PR-128)

'ক্রিকেটারদেরও মান সম্মান আছে', রাহুলের পাশে দাঁড়িয়ে গোয়েঙ্কাকে এক হাত শামির

নয়াদিল্লি, ১০ মেঃ লোকেশ রাহুলের পাশে দাঁড়ালেন জাতীয় দলের সতীর্থ মহম্মদ শামি। মাত্র একদিন আগেই লখনউ সুপার জায়ান্টস দল হারার পর দলের মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কার রোষের মুখে পড়েছিলেন অধিনায়ক রাহুল। শান্ত স্বভাবের রাহুলের চোখ মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, এত ক্যামেরা এত দর্শকের সামনে এমন পরিস্থিতিতে তিনি অপমানিত বোধ করছিলেন। কিন্তু সেসব তোয়াক্কা না করেই লখনউ কর্ণধার তাঁর ওপর বিরক্তি প্রকাশ করছিলেন। এই ছবি ধরা দেওয়ার পর থেকেই তীব্র সমালোচনার ঝড় উঠেছে। কারণ লোকেশ রাহুলের ব্যক্তিগত পারফরমেন্স গোটা টুর্নামেন্টে মোটেই খারাপ নয়। ১২ ম্যাচে ৪৬০ রান করে এবারের আইপিএলের অরেঞ্জ ক্যাপের তালিকায় ৬ নম্বরে রয়েছেন রাহুল। হার্দিক পান্ডিয়ার সঙ্গে এক শো-তে গিয়ে বিতর্ক জড়ানো ছাড়া আর কখনই রাহুলকে নিয়ে বিতর্ক হয়নি। পারফরমেন্স নিয়ে কথা থাকতেই পারে। কিন্তু এমন এক ক্রিকেটারকে সর্বসমক্ষে এভাবে অন্তোষ দেখানো

দলের মালিকের, মেনে নিতে পারছেন না ক্রিকেটাররাও। এবার লোকেশ রাহুলের হয়েই ব্যাট ধরলেন গত একদিনের বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ উইকেটের মালিক শামি। আইপিএলে এবারে খেলা হচ্ছে না শামির। অস্ত্রোপচারের পর আপাতত তিনি রয়েছেন রিহ্যাবে। এরই মধ্যে আইপিএলে মাঝে মধ্যে করছেন বিশেষজ্ঞের কাজ। তিনি না থাকায় গুজরাট টাইটান্স দল এখন লিগের লাস্ট বয়। এরই মধ্যে লখনউ সুপার জায়ান্টস কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কার সঙ্গে লোকেশ রাহুল প্রসঙ্গ নিয়ে মুখ খুললেন সামি, স্পষ্টতই বলছেন ক্রিকেটারদেরও সম্মান আছে, সেটা ভুলে গেলে চলবে না। উল্লেখ্য রাইজিং পুণে সুপার জায়ান্টসে মহেন্দ্র সিং ধোনি খেলার সময়, তাঁকেও খুব এক সম্মান দেয়নি লখনউ দলের বর্তমান মালিকের সংস্থা। কারণ সেই সময় পুণে দল কিনে প্রথম বছর ধোনিকে অধিনায়ক করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু দল সাফল্য না পাওয়ায় সরাসরি পরের বছর তাঁকে অধিনায়ক পদ থেকে ছাঁটাই করা হয়েছিল, ভুলে গেলে চলবে না ধোনি ততদিনে ভারতের সর্বকালের অন্যতম সেরা অধিনায়কের তকমা অর্জন করে ফেলে ছিলেন। লোকেশ রাহুল আগামী মরশুমে আর হয়ত এলএসজিতে থাকবেন না। চলতি মরশুমের বাকি ম্যাচেও অধিনায়কত্ব ছাড়তে পারেন তিনি। এসব গুঞ্জনের মধ্যেই শামি বলছেন, ''ক্রিকেটারদের কিন্তু মান সম্মান আছে, আর দলের মালিক হিসেবে আপনারও সম্মান আছে। বহু মানুষ আপনাকে দেখছে, আর আপনার থেকে শেখার চেষ্টা করছে। এগুলো সব ক্যামেরার সামনে হচ্ছে। এটা কিন্তু খুব লজ্জার ব্যাপার। যদিও রাগের বহিঃপ্রকাশ করতেই হয়, তাহলে অনেক পদ্ধতি আছে। ড্রেসিং রুম বা হোটেলে গিয়ে রাগ দেখাতে পারতেন। কিন্তু মাঠের মধ্যে এমন আচরণ করার কোনও দরকার ছিল না।'' গত দুবার আইপিএলে দলকে ভালো জায়গায় রেখেছিলেন লোকেশ রাহুল। ফলে প্রত্যেকবার তো দল একইরকম খেলবে না, আর সেটা যদি হয় টি২০ ক্রিকেট। তাই অধিনায়ক রাহুলের প্রশংসাই করেছেন ভারতীয় দলের এই তারকা পেসার। শামি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে বলেছেন, ''রাহুল কিন্তু দলের অধিনায়ক, সাধারণ ক্রিকেটার নয়, আর ক্রিকেট দলগত খেলা। এখানে সব সময় প্ল্যান কাজ করে না, এটা হতেই পারে। আমি বুঝতে পারছি যে ভালো দিন, খারাপ দিন যায়। কিন্তু প্রত্যেক ক্রিকেটারের সম্মান আছে, এটা ভুলে গেলে চলবে না। কথা বলারও একটা পদ্ধতি আছে, এরকম আচরণ খুব খারাপ বার্তা দেয়।''

জুনেই চুক্তি শেষ রাহুল দ্রাবিড়ের

বিশ্বকাপের আগেই কোচের খোঁজে নামছে বিসিসিআই

মুম্বই, ১০ মেঃ আর এক মাসও বাকি নেই, জুনে ভারতের হেড কোচ হিসেবে রাহুল দ্রাবিড়ের চুক্তি শেষ হচ্ছে। আগামী জুন মাসেই রয়েছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। যা পরিস্থিতি তাতে বিশ্বকাপের আগেই ভারতের জন্য হেড কোচের খোঁজে নামছে বিসিসিআই। বোর্ড সেক্রেটারি জয় শাহ এ বার জানিয়েছেন, বিসিসিআই শীঘ্রই একটি নতুন কোচের জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশ করবে। এরপরই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে যে, তা হলে কি বিশ্বকাপের পর আর রাহুল দ্রাবিড় ভারতীয় টিমকে কোচিং করাবেন না? সম্প্রতি বিসিসিআইয়ের হেড কোয়ার্টার থেকে বোর্ড সেক্রেটারি জয় শাহ জানিয়েছেন যে, রাহুল দ্রাবিড় চাইলেই ভারতের হেড কোচের পদের জন্য ফের আবেদন করতে পারবেন। জয় বলেন, ''অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই নতুন কোচের পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হবে। রাহুল দ্রাবিড়ের

চুক্তি শেষের পথে। তিনি যদি কোচের দায়িত্ব চালিয়ে যেতে চান, তা হলে তাঁকে পুনরায় আবেদন করতে হবে। আমরা একজন দীর্ঘমেয়াদী কোচের খোঁজে রয়েছি। তিন বছরের জন্য।'' রাহুল দ্রাবিড়ের এর আগে ভারতীয় টিমের সঙ্গে চুক্তি ছিল ২ বছরের। ২০২৩ সালের নভেম্বরে ওডিআই বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পর রাহুল দ্রাবিড় ও তাঁর সকল সাপোর্ট স্টাফের চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো হয়। এর আগে একবার শোনা গিয়েছিল, তিন ফর্ম্যাটের জন্য ভারতের আলাদা কোচ থাকতে পারে। তা অবশ্য এখনই হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন জয় শাহ। ভারতের পরবর্তী হেড কোচ কি কোনও প্রাক্তন বিদেশি ক্রিকেটার হবেন? জয় শাহ একেবারেই সেই সম্ভবনা উড়িয়ে দিলেন না। তিনি বলেন, ''যদি ক্রিকেট অ্যাডভাইসারি কমিটি বিদেশি কোচ নির্বাচন করে, তা হলে আমি তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারি না। একইসঙ্গে সাদা বলে ও টেস্ট ক্রিকেটের জন্য আলাদা ভারতের কোচ হবে কিনা, সেই সিদ্ধান্তও নেবে ক্রিকেট অ্যাডভাইসরি কমিটি। যদিও ভারতে এমন নজির নেই।'' রাহুল দ্রাবিড়ের পর ভারতের হেড কোচের দায়িত্ব কে পেতে পারেন? এক্ষেত্রে ভারতের পরবর্তী কোচ হিসেবে ভিভিএস লক্ষ্মণের নাম শোনা যাচ্ছে। কিছুদিন ধরেই দ্রাবিড়ের স্টপগ্যাপ হিসেবে কাজ করছেন। পুরোমাত্রায় কোচ হতে পারেন ভারতের প্রাক্তন ব্যাটার।

'ওকে দিয়ে বিশ্বকাপে ওপেন করাও', এ বার বিরাটের হয়ে ব্যাট ধরলেন সৌরভ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ মেঃ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দিন ঘনিয়ে আসছে। থেকে থেকে ভারতের বিশ্বকাপ টিম নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। ১৫ সদস্যের যে বিশ্বকাপ স্কোয়াড ঘোষণা হয়েছে, তা অনেকের মনে ধরেনি। আবার তার উল্টো মতামতও দিয়েছেন অনেকে। টিম ইন্ডিয়ার হয়ে বিশ্বকাপে ওপেনিংয়ে অনেকেই চাইছেন বিরাট কোহলিকে। সম্প্রতি বেঙ্গালুরুতে এক অনুষ্ঠানে গিয়ে পিটিআইকে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও জানান, বিরাট কোহলিকে বিশ্বকাপে ওপেন করানো দরকার। কেন এ কথা বলছেন মহারাজ? তার কারণও জানিয়েছেন তিনি। ১৭তম আইপিএলে অনবদ্য ফর্মে রয়েছেন বিরাট কোহলি। ১২ ম্যাচে ৬৩৪ রান করে বিরাট কোহলিই অরেঞ্জ ক্যাপের মালিক। পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে লক্ষ্মীবারে ৯২ রানের অনবদ্য ইনিংস উপহার দেন বিরাট। এই ইনিংসেরও প্রশংসা করেছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এ বারের আইপিএলে ওপেনিংয়ে নেমে ধারাবাহিক কিং কোহলি। তাই তাঁকেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ওপেনিংয়ে দেখতে চাইছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বিরাটের হয়ে ব্যাট ধরে মহারাজ বলেছেন, 'বিরাট কোহলি চমৎকার খেলছে। গত রাতেও ও যে ভাবে খেলল, দ্রুত ৯০ রান করল, সেটা প্রশংসা করার মতোই। ওকে টি-২০ বিশ্বকাপে ওপেন করানো উচিত। আইপিএলে ওর শেষ কয়েকটা ইনিংসই বলে দিচ্ছে কেন ওর ওপেনিংয়ে নামা দরকার।' এ বারের বিশ্বকাপ টিমটাকে বেশ ভালো লেগেছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের। তিনি বলেন, ''একটা অসাধারণ স্কোয়াড হয়েছে। যতটা ভালো করা যায় স্কোয়াড, ততটাই ভালো হয়েছে। ব্যাটিং গভীরতার পাশাপাশি বোলিং বিভাগও অসাধারণ লাগছে। এই মুহূর্তে বিশ্বের সেরা জোরে বোলার বুমরা। আমাদের কাছে কুলদীপ, অক্ষর ও সিরাজও রয়েছে। আমার মনে হয়ে একটা ভালো কম্বিনেশন হয়েছে।''

১৭ বছর বয়সি বার্সেলোনার ডিফেন্ডার কুবারসির রিলিজ ক্লজ ৫০ কোটি ইউরো

বার্সেলোনা, ১০ মেঃ বার্সেলোনার মূল দলে তাঁর আবির্ভাব এ বছরই। জাভি হার্নান্দেজের দলের হয়ে এখন পর্যন্ত খেলেছেন ১৫টি ম্যাচ। এই অল্প কয়টা ম্যাচ দিয়েই নিজের জাতটা খুব ভালোভাবে বোঝাতে পেরেছেন পাউ কুবারসি। ১৭ বছর বয়সি এই উঠতি তারকা ডিফেন্ডারকে তাই হাতছাড়া করতে চায়নি বার্সেলোনা। তাঁর সঙ্গে ৩ বছরের চুক্তি করেছে ক্যাম্প ন্যুয়ের ক্লাবটি। চুক্তি অনুযায়ী কুবারসি ক্যাম্প ন্যুয়ে থাকবেন ২০২৭ সাল পর্যন্ত। গতকাল এই স্প্যানিশ সেন্টার ব্যাকের সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন করে বার্সেলোনা এক বিবৃতিতে লিখেছে, 'এফসি বার্সেলোনা ও খেলোয়াড় পাউ কুবারসি তার চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর জন্য একমত হয়েছে। যেটা তাকে ২০২৭ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত ক্লাবে রাখবে।' বার্সেলোনা কুবারসির রিলিজ ক্লজ ৫০ কোটি ইউরো ধরেছে। এসপানিওলে জন্ম নেওয়া কুবারসির ফুটবলে হাতেখড়ি জিরোনায়। ৭ বছর বয়সে ক্লাবটির যুব দলে নাম লেখান কুবারসি। সেখানে ৪ বছর কাটানোর পর চলে যান বার্সেলোনার একাডেমিতে। ২০১৮ সালে বার্সার একাডেমিতে নাম লেখানো কুবারসি ক্লাবটির 'বি' দলে সুযোগ পান গত বছর। 'বি' দলের হয়ে ৯ ম্যাচ খেলেই জাভির নজর কাড়েন কুবারসি। এ বছরের জানুয়ারিতে জায়গা হয় মূল দলে। মূল দলে জায়গা পেয়ে অনেক দিন ধরে চলতে থাকা বার্সেলোনার রক্ষণের সংকট কিছুটা হলেও লাঘব করেছেন তিনি। বার্সার জার্সিতে ভালো খেলার ফল হিসেবে স্পেন জাতীয় দলেও ডাক পেয়েছেন। কলম্বিয়ার বিপক্ষে মার্চে ১-০ গোলে হেরে যাওয়া প্রীতি ম্যাচ দিয়ে স্পেন দলে অভিষেক হয় কুবারসির। সেই ম্যাচে আইমেরিক লাপোর্তের জায়গায় ৮৩ মিনিটে বদলি হিসেবে খেলতে নেমে একটি রেকর্ডও গড়েন। হয়ে যান স্পেনের জার্সিতে খেলা সর্বকনিষ্ঠ ডিফেন্ডার। কলম্বিয়ার সঙ্গে ম্যাচের দিন তাঁর বয়স ছিল ১৭ বছর ১ মাস ২৮ দিন। এরপর স্পেনের হয়ে আরও একটি ম্যাচ খেলেন কুবারসি। অনেকেই মনে করছেন, জুনে হতে যাওয়া ইউরো ২০২৪-এর স্পেন দলেও থাকবেন তিনি।

ঈশান-শ্রেয়সকে বোর্ডের চুক্তি থেকে বাদ দিয়েছেন কে? জানালেন জয় শাহ

মুম্বই, ১০ মেঃ বোর্ডের নির্দেশ অমান্য করা ঘোরতর অপরাধ। তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। কিছুদিন আগে ঈশান কিষাণ ও শ্রেয়স আইয়ার বাদ পড়েছেন বোর্ডের বার্ষিক চুক্তি থেকে। কারণ, তাঁরা বোর্ডের নির্দেশ মানেননি। ঘরোয়া ক্রিকেটকে প্রাধান্য না দিয়ে ভুগতে হয়েছে ঈশান ও শ্রেয়সকে। যা নিয়ে এর আগে বিরাট আলোচনা হয়েছে। এ বার বিসিসআইয়ের সেক্রেটারি জয় শাহ বোর্ডের হেড অফিসে মিডিয়াকে জানিয়েছেন, ঈশান ও শ্রেয়সকে বোর্ডের বার্ষিক চুক্তি থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত তাঁর কিন্তু নয়। তাঁর কথায়, 'কেউই অপরিহার্য নয়।' এ বার প্রশ্ন হল ঈশান ও শ্রেয়সকে কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কে? বোর্ডের সেক্রেটারি জয় শাহ জানিয়েছেন, ঈশান কিষাণ ও শ্রেয়স আইয়ারকে কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকরের। এই প্রসঙ্গে জয় বলেন, 'সংবিধান চেক করে দেখতো পারেন। আমি তো শুধু নির্বাচক বৈঠকের আহ্বায়ক। ঈশান কিষাণ ও শ্রেয়স আইয়ারকে কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকরের। ওরা ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলেনি, তাই ওদের বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ও (অজিত আগরকর)। আমার ভূমিকা শুধু বাস্তবায়িত করা। আমরা সঞ্জুর মতো নতুন ক্রিকেটারদের সুযোগ দিয়েছি। কেউই অপরিহার্য নয়।' জয় শাহ দাবি করেছেন যে, শ্রেয়স ও ঈশান বোর্ডের বার্ষিক চুক্তি থেকে বাদ পড়ার পর তিনি তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। এরপর তিনি হার্দিকের প্রসঙ্গও তুলে আনেন। জয় বলেন, 'হার্দিক তো বিসিসিআইকে বলেছে ও সাদা বলের ফর্ম্যাটে খেলবে। ও জানিয়েছিল যে বিজয় হাজারে ট্রফি ও সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে খেলতে তৈরি। প্রত্যেক ক্রিকেটারকে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলতে হবে। তাঁরা না চাইলেও খেলতে হবে।'

লেভারকুসেনের রেকর্ড

আলোনসো বললেন আরও চাই

লেভারকুসেন (জার্মানি), ১০ মেঃ আরও একবার শেষ মুহূর্তের গোল, আরও একবার উদ্ধার লেভারকুসেন। ইউরোপা লিগ সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগে রোমার বিপক্ষে ৯৭ মিনিটের গোলে ২-২-এ ড্র করেছে লেভারকুসেন। যে ড্রয়ে ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলে টানা অপরাজিত থাকার রেকর্ড গড়েছে জার্মান ক্লাবটি। গতকাল রাতের ড্রয়ে ৪৯ ম্যাচে অপরাজিত রইল জাবি আলোনসোর দল। তারা পেছনে ফেলেছে পর্তুগিজ ক্লাব বেনফিকার ৫৯ বছরের পুরোনো রেকর্ড। অপরাজেয় থাকার রেকর্ডের দিনে ইউরোপা লিগের ফাইনালেও উঠেছে লেভারকুসেন। ক্লাবের ইতিহাসে এবারই প্রথম লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়া দলটি এখন ইউরোপা এবং জার্মান কাপ মিলিয়ে মোট তিনটি ট্রফি জয়ের সামনে দাঁড়িয়ে। কোচ জাবি আলোনসো বলেছেন, ''আমরা তিনটি শিরোপারই যোগ্য।'' অবিশ্বাস্য এক মরসুম কাটানো লেভারকুসেন বৃহস্পতিবার রাতে রোমার কাছে হারের প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল।

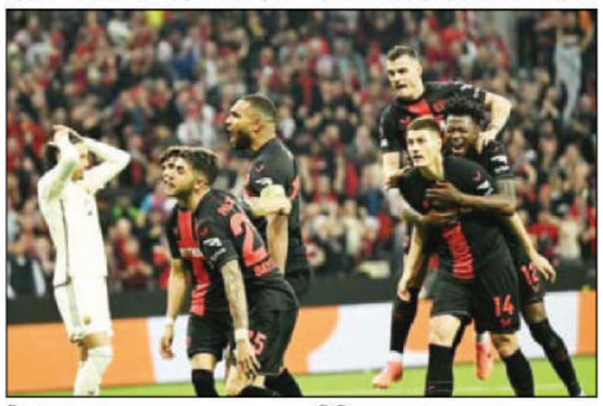

লিয়ান্দ্রো পারেদেসের ৪৩ ও ৬৬ মিনিটের পেনাল্টি গোলে রোমা এগিয়ে যায় ২-০ ব্যবধানে। লেভারকুসেন প্রথম লেগে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় ম্যাচে তখন সমতা। ৮২ মিনিটে রোমার জিয়ানলুকা মানচিনির আত্মঘাতী গোলে ম্যাচে লেভারকুসেন ব্যবধান কমায়। দুই লেগ মিলিয়ে ৩-২ ব্যবধান হওয়ায় এই স্কোরলাইন ধরে রাখলেই ইউরোপার ফাইনাল নিশ্চিত হয়ে যেত লেভারকুসেনের। কিন্তু অপরাজিত থাকার যাত্রাটা যেত থেমে। ৯৭ মিনিটে লেভারকুসেনের কাঙ্ক্ষিত সেই গোলটিই এনে দেন জোসিফ স্তানিসিচ। এটি চলতি মরসুমে যোগ করা সময়ে লেভারকুসেনের ১৭তম গোল। ১৯৫৫ সালে ইউরোপিয়ান ক্লাব প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার পর ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত টানা ৪৮ ম্যাচ অপরাজিত ছিল বেনফিকা। প্রায় ছয় দশক পর রেকর্ডটা এখন লেভারকুসেনের। আগামী ২২ মে ইউরোপা লিগের ফাইনালে ইতালিয়ান ক্লাব আতালান্তার মুখোমুখি হবে লেভারকুসেন। ২৫ মে জার্মান কাপের ফাইনাল দ্বিতীয় স্তরের দল কাইজারস্লাটার্নের বিপক্ষে। লেভারকুসেন কোচের আশা, তাঁর দল দুটি ট্রফিই জিতবে, ''এখন আমরা এক সপ্তাহের মধ্যে দুটি ফাইনাল খেলব। আজ ওদের (রোমার) দ্বিতীয় গোলের পর আমরা নিজেদের চরিত্র দেখাতে পেরেছি। আমি আমার ছেলেদের চোখের দিকে তাকিয়ে দেখেছি, ওরা আরও চায়। আমাদের এখনো তিনটি ট্রফি জেতার সুযোগ আছে। আমার ছেলেরা তিনটিই জেতার যোগ্য।''

মুম্বইয়ের মিজো তারকাকে পেতে লড়াইয়ে দুই প্রধান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ মেঃ লালেংমাউইয়া রালতে। ভারতীয় ফুটবলে আপুইয়া নামে বেশ পরিচিত। মুম্বই সিটি এফসির মিডফিল্ডারকে পেতে ঝাঁপাল কলকাতার দুই প্রধানই। নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড এফসিতে নজর কাড়ার পরই মিজো ফুটবলারকে বছর তিনেক আগে ছিনিয়ে নেয় মুম্বই। বাণিজ্যনগরীর ক্লাবের জার্সিতে দুরন্ত ফুটবল খেলেন আপুইয়া। স্টিমাচের দলেও অপরিহার্য ফুটবলার। আইএসএল শেষ হতেই নতুন মরসুমের দলগঠনে ঝাঁপিয়েছে ক্লাবগুলো। আপুইয়াকে প্রস্তাব কলকাতার দুই প্রধান ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগানের। কুয়াদ্রাত একজন ভারতীয় ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার চাইছেন। আপুইয়া তাঁর প্রথম পছন্দ। মুম্বইয়ের সঙ্গে ২০২৬ পর্যন্ত চুক্তি রয়েছে। সেক্ষেত্রে বিশাল অঙ্কের ট্রান্সফার ফি দিতে হবে। ৩ কোটি টাকা ট্রান্সফার ফি দিয়ে নিতে হবে আপুইয়াকে। মোহনবাগানও প্রবল ভাবে সেই দৌড়ে রয়েছে। সামনের বছর এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস লিগ টু-র মূলপর্বে খেলবে মোহনবাগান। ইস্টবেঙ্গল খেলবে কোয়ালিফাইং রাউন্ডে। শক্তিশালী দল গড়তে চাইছে দুই প্রধানই। বৃহস্পতিবার ইস্টবেঙ্গলের বোর্ড মিটিংয়েও বাজেট বাড়ানোর আশ্বাস দিয়েছে বিনিয়োগকারী সংস্থা। প্রয়োজনে ভালো মানের ফুটবলার রিক্রুটে সর্বসমস্বভাবে ঝাঁপানোর কথাও বলেছে ইস্টবেঙ্গলের বিনিয়োগকারী সংস্থা। মোহনবাগানের ক্ষেত্রে যেটা একদমই ফ্যাক্টর নয়। ইস্টবেঙ্গলের কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাতের এজেন্ট আর আপুইয়ার এজেন্ট একই ব্যক্তি। এই জায়গায় মিজো ফুটবলারকে পাওয়ার আশা করছে লাল-হলুদ থিঙ্ক ট্যাঙ্ক। তবে ভারতীয় ফুটবলে শেষ কয়েক বছর ধরে দাপটের সঙ্গে খেলছে মোহনবাগান। তাই সবুজ-মেরুন ম্যানেজমেন্টও আশাবাদী আপুইয়াকে ছিনিয়ে আনতে। মুম্বইয়ের মন ভাঙিয়ে শেষ পর্যন্ত কলকাতার ময়দানে আপুইয়াকে দেখা যায় কিনা সেটাই এখন দেখার।

আগামী মরশুমের জন্য দল গঠন প্রায় শেষ

দলবদল নিয়ে ইস্টবেঙ্গল কর্তা দেবব্রত সরকারের বড় দাবি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ মেঃ পরপর চার বছর আইএসএলে খেলেছে ইস্টবেঙ্গল দল। তবে সেই ভাবে সাফল্যের মুখ তারা দেখতে পায়নি এখনও। শেষ কয়েকটি মরশুমের মধ্যে আবার গত মরশুমে

অবশ্য তাদের পারফরম্যান্স খুবই ভালো। আর সেই পারফরম্যান্স ধরে রাখা তো বটেই এর পাশাপাশি পরের বছর আইএসএলের ট্রফি জয়ের লক্ষ্য নিয়ে এবার প্রথম থেকেই ঝাঁপাচ্ছে লাল হলুদ শিবির। ক্লাব কর্তা দেবব্রত সরকার বিনিয়োগকারী সংস্থা ইমামির সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেছেন। দীর্ঘ বৈঠক থেকে বেরিয়ে তিনি বড় দাবি করেছেন। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য আগামী মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের অর্ধেক দল গড়া শেষ হয়ে গিয়েছে। আর নাকি চার, পাঁচটা স্লট বাকি রয়েছে চূড়ান্ত করতে। বৃহস্পতিবার বিকেলের দিকে ইমামি হাউসে যান ইস্টবেঙ্গল কর্তা দেবব্রত সরকার। সেখানে প্রায় দুই ঘণ্টা বৈঠক হয় দুই পক্ষের। বৈঠক শুরু হয়েছিল বিকেল ৩টে ২০ নাগাদ। শেষ হয় ৫টা ২০ নাগাদ। বৈঠকে ইমামি গ্রুপের তরফে ছিলেন মনীশ গোয়েঙ্কা এবং বিভাস আগরওয়াল। দলগঠনের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার পরে তারা নীচে নেমে আসেন। সেখানে অপেক্ষারত সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তারা। তাদের সমস্ত প্রশ্নের একেবারে সোজা ব্যাটে উত্তর দিয়েছেন দেবব্রত সরকার এবং মনীশ গোয়েঙ্কা। ইস্টবেঙ্গল কর্তা দেবব্রত সরকার জানিয়েছেন, ''কোচ আমাদেরকে ফুটবলারের তালিকা দিয়েছিল। আমরা চেষ্টা করেছি সেই তালিকা অনুযায়ী ফুটবলারদের আনতে। আমাদের প্রায় অর্ধেক দলগঠন শেষ। এবার আর ৪-৫ জন ফুটবলারকে চূড়ান্ত করা আমাদের বাকি রয়েছে। আমরা ভালো ভারতীয় ফুটবলার আনার পাশাপাশি ভালো বিদেশি ফুটবলারও আনার চেষ্টা করছি।'' দলের বাজেট নিয়ে বলতে গিয়ে ইমামি কর্তা মনীশ জানিয়েছেন, ''দলের বাজেট বাড়ল বা কমল না এক থাকল তা নিয়ে আমরা এখন কিছু বলব না। আর কয়েকদিনের মধ্যে আপনারা জেনে যাবেন আমরা কাকে কাকে সই করিয়েছি।আর তার থেকেই আপনারা ধারণা পেয়ে যাবেন যে দলের বাজেট কী হয়েছে।'' ইস্টবেঙ্গল কর্তা দেবব্রত সরকার আরো জানিয়েছেন, 'আমরা সব সময়েই ভালো ফুটবলার দলে নেওয়ার চেষ্টা করি। ভালো ফল করাই আমাদের লক্ষ্য। আগামী মরশুমে আইএসএলের প্লে অফে খেলাই আমাদের লক্ষ্য। এএফসিতেও আমরাও ভালো খেলতে বদ্ধপরিকর। তবে ফুটবল এমন একটা খেলা সেই দিন যে ভালো খেলবে সেই জিতবে। আপনারা কি কেউ ভেবেছিলেন যে মোহনবাগান হারবে? সে দিন মুম্বই ভালো খেলেছে বলে ওঁরা জিতেছে। আমরাও ভালো খেলার লক্ষ্যে ভালো ফুটবলার নিয়েছি। বাজেট কি সেটা আমাদের অভ্যন্তরীন বিষয়। আমরা সেটা আপনাদের সামনে বলব না। তাছাড়া এই মুহূর্তে আমরা কাকে সই করিয়েছি তা আপনাদের বলতে পারছি না। কারণ আমাদের তা আগে রিলায়েন্সের কাছে জমা করতে হবে। তারপরেই আমরা জনসমক্ষে সব বলতে পারব।''

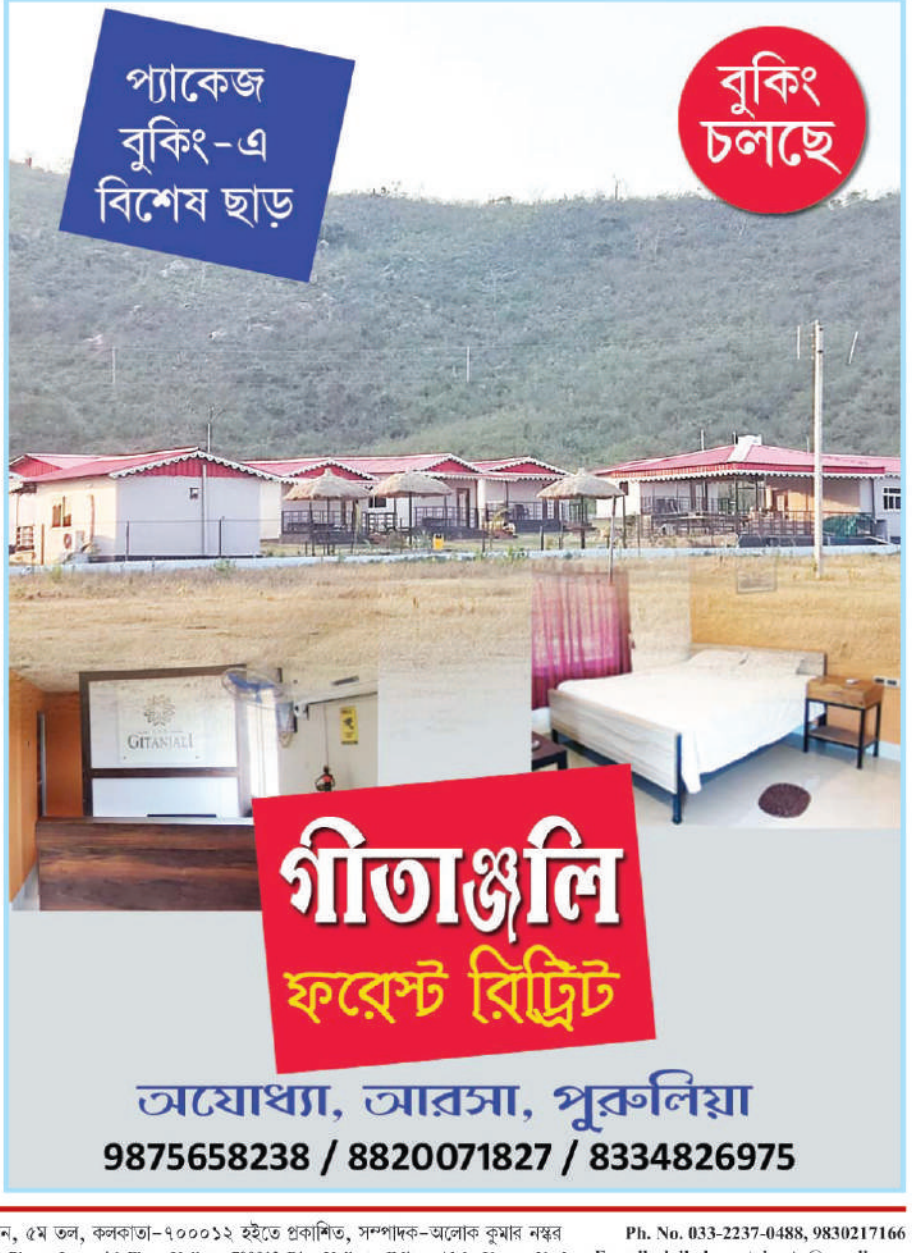

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com